উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার

বাজারে গেলে চারদিকই এখন রঙিন। হোলি নয়, এখন এসেছে ফল। চারদিকে শুধু রকমারি ফল। ফল মানে তো শুধু খাওয়ার ফল নয়, আরও অনেক কিছু। জীবনে ফলের অপেক্ষাতেই থাকে মানুষ। ফল কী দাঁড়াবে, তার ওপরই নির্ভর করে মানুষের জীবন। দুই ফলই এবারের প্রচ্ছদে।

ফল

▸▸ ১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

রাজনীতিতে মাস্ক!
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সংঘাতের আবহে রাজনীতিতে পা রাখার ইঙ্গিত দিলেন এলন মাস্ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন একটি দল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি, যার নাম 'দ্য আমেরিকা পার্টি'। ▸▸ ১০

ইউক্রেনজুড়ে রুশ হামলা
যুদ্ধবিমান ধ্বংসের জবাব দিতে শুরু করল রাশিয়া। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া ব্যাপক ড্রোন ও ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউক্রেনের অন্তত ৯টি গুরুত্বপূর্ণ শহর। ▸▸ ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৬°	২৬°
জলপাইগুড়ি	৩৬°	২৭°
কোচবিহার	৩৫°	২৬°
আলিপুরদুয়ার	৩২°	২৪°

ভোট ভাবনায় ক্ষুব্ধ বিএনপি
বাংলাদেশে নির্বাচন হবে এপ্রিলে। শুক্রবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে একথা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। ভোট পিছিয়ে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট বিএনপি। ▸▸ ১০

শিলিগুড়ি ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 8 June 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 21

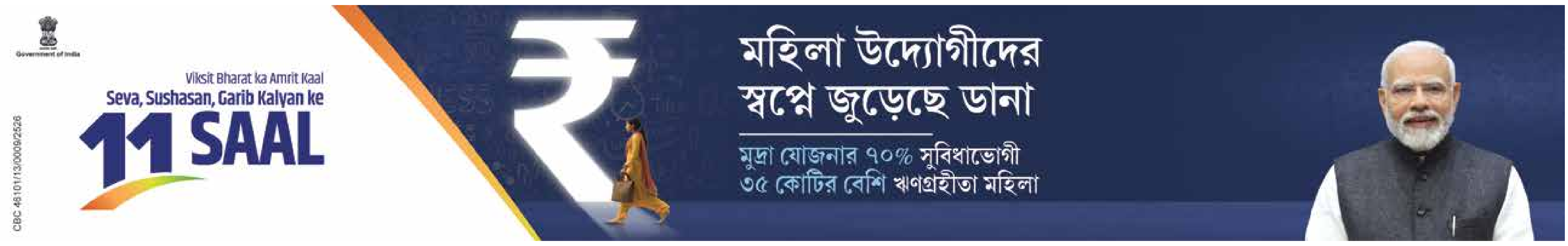

কাঠগড়ায় পদ্ম কাউন্সিলার

অবৈধ নির্মাণ, তোলাবাজির অভিযোগ

অনীতা মাহাতো কাউন্সিলার হওয়ার পরই তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাবভাব পালটে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এলাকার একটি আবাসন থেকে জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্য চাওয়া হয়েছে ১৮ হাজার টাকা।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : খোদ কাউন্সিলারের বিরুদ্ধেই এবার অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ। ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের। অভিযোগ, ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো এলাকায় একাধিক অবৈধ নির্মাণ করাচ্ছেন। বিজেপির ওই কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজিরও অভিযোগ উঠেছে। জঞ্জাল অপসারণ নিয়েও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ওয়ার্ডের একটি আবাসনের ১২০টি পরিবারের ফ্ল্যাট থেকে আবর্জনা সংগ্রহের জন্যে ১৮ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

মেয়র গৌতম দেবের কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করেছেন ওই ওয়ার্ডের একাধিক বাসিন্দা। গত ৩১ জুলাই ওই ওয়ার্ডে 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন মেয়র। সেখানেই কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ জানানো হয়। ওই সময় মেয়র আশ্বাস দিয়েছিলেন বাস্তুকার পাঠাবেন। শনিবার মেয়র বলেন, 'ওই ওয়ার্ড ঘুরে সব নোট করে রিভিউয়ের কাজ শুরু হয়েছে।' পাশাপাশি এলাকার জঞ্জাল অপসারণের সমস্যা নিয়ে ২ নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন গার্গী চট্টোপাধ্যায়কে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন গৌতম। গৌতমের বক্তব্য, 'আমি যে ওয়ার্ডগুলি ঘুরছি সেগুলির রিভিউ করছি। ৫ নম্বর ওয়ার্ডেও করব। সব অভাব অভিযোগই দেখা হবে। জঞ্জাল অপসারণ নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি গার্গীকে দেখতে বলেছি।' বিষয়টি নিয়ে জঞ্জাল অপসারণ বিভিগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'র সঙ্গেও কথা বলেছেন গৌতম। গার্গী বলেন, 'এলাকার দুটি অ্যাপার্টমেন্টেও জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। প্রতি মাসে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্যে নির্ধারিত ১০ টাকার জায়গায় অনেক বেশিই টাকা দাবি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এখন এলাকায় জঞ্জাল অপসারণ পরিষেবা পুরোটাই বরো থেকে দেখা হচ্ছে। এর বাইরে আরও সমস্যা রয়েছে। ভ্যানপুলারকে ঝাড়ুদার করে দেওয়া হয়েছে। অফিস খুললেই আমরা কাউন্সিলারকে ডেকে কথা বলব।'

৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সব শুনে '১০ মিনিট পরে ফোন করব' বলে ফোন কেটে দেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন ফোন কেটে দিয়ে এসএমএস করে জানান, পরে কথা বলবেন।

এবছরই প্রথম শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলার পদে জয়ী হয়েছেন অনীতা। অভিযোগ, তিনি জয়ী হওয়ার পর থেকেই এলাকায় তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাবভাব বদলে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। এর আগেও এলাকায় দোকান উচ্ছেদের সময় ব্যবসায়ীরা তাঁর নামে অভিযোগ করেছিলেন। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ নির্মাণ, অবৈধ নির্মাণ তৈরিতে মদত দেওয়া, ব্যবসায়ীদের থেকে তোলাবাজি, আবর্জনা পরিষ্কার করতে অতিরিক্তি টাকা চাওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এলাকায় যে ওয়ার্ড কার্যালয় বানিয়েছেন কাউন্সিলার সেটাও অবৈধ। কার্যালয়ের কাছে আরও একটি নির্মাণ হচ্ছে। কাউন্সিলারই নাকি সেই নির্মাণকাজ করাচ্ছেন এবং সেটাও অবৈধভাবে তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এলাকার জঞ্জাল অপসারণ পরিষেবা একেবারে ভেঙে পড়েছে। অভিযোগ, এলাকার দুটি বড় অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কোনও জঞ্জালই অপসারণ করা হচ্ছিল না। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্যে প্রতি মাসে ফ্ল্যাট বা বাড়িপিছু ১০ টাকা করে নেওয়ার কথা। কিন্তু সেই জায়গায় ১২০টি পরিবারের জন্যে ওয়ার্ড কমিটি থেকে ১২০০ টাকার বদলে ১৮ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। তা দিতে রাজি না হওয়ায় সেখান থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ হচ্ছিল না। এলাকার একাধিক রাস্তা যেগুলি মাসছয়েক আগেই তৈরি হয়েছে। সেগুলিরও হাল বেহাল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

গঙ্গানগর এলাকার বাসিন্দা কানাইয়া শর্মার বক্তব্য, 'চোখের সামনে দেখছি ছয় মাস আগে তৈরি ম্যাস্টিক রোড ভেঙে শেষ। এজেন্সি কী কাজ করল, কেন করল, সেটা দেখা উচিত।' যে অ্যাপার্টমেন্টে বেশি টাকা চাওয়া হয়েছে সেখানকার এক আবাসিকের বক্তব্য, 'কাউন্সিলারের সঙ্গে তো কথাই বলা যায় না। ওঁর বাবা বা অন্য কেউ এসে কথা বলেন। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের আবর্জনা সংগ্রহ হয় না।'

এই পার্টি অফিস ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত।

সংকটে উত্তরের চা?

গত চার বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের চায়ের গড় দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। এবছরের প্রথম চার মাসে ১৮ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ভারতীয় চায়ের। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত গড় দাম মিলেছে ১৬০.৪৯ টাকা প্রতি কেজি। অথচ উত্তরবঙ্গের চা শিল্প ধুঁকছে। বাগান বন্ধ হওয়া, নিঃশব্দে বাগান হাতবদল হওয়া, শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে টালবাহানা, পিএফের টাকা জমা না পড়ার উদাহরণ ভূরিভূরি।

আশার আলো

গত ৫ বছরে দামের ওঠানামা
(২০২৪ বাদে দাম বেড়েছে টানা)

কেন বাড়ছে চাহিদা

টি বোর্ডের সর্বশেষ খসড়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গত অর্থবর্ষে সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি হয়েছে রাশিয়া, ইউক্রেন, কাজাখস্তান-এর মতো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আওতাধীন দেশগুলিতে। ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানির মতো দেশগুলিও এখন দেশীয় চায়ের মূল ক্রেতা।

অন্ধকার যেখানে

বন্ধ বাগান

- ডুয়ার্সে ৭টি (সোনালি, রায়পুর, রামঝোরা, দলসিংপাড়া, লঙ্কাপাড়া, মধু ও তুরতুরি)
- পাহাড়ে ৮টি (অম্বুটিয়া, রংমুক সিডার, মুন্ডাকোঠি, নাগেরি, দুতেরিয়া, বালাসন, পেশক ও সিংতাম)

রুগ্ণ বাগান

তরাই-ডুয়ার্সে শতাধিক

পাহাড়ে বেশিরভাগই

কী অবস্থা শ্রমিকদের

- মাঝে মাঝেই বকেয়া থাকছে মজুরি
- বহু বাগান পিএফ খাতের টাকা জমা দিচ্ছে না দিনের পর দিন। বকেয়া রয়েছে কয়েকশো কোটি টাকার গ্র্যাচুইটি
- অবসরের পরও পিএফ-গ্র্যাচুইটির টাকা পেতে শ্রমিকদের জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি, রয়েছে দালালচক্র

কেন বন্ধ হচ্ছে বাগান

- নতুন বিনিয়োগ কার্যত নেই। টি বোর্ডের ভরতুকি বন্ধ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে
- নতুন প্ল্যান্টেশন হচ্ছে না
- জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে লুপার, গ্রিন ফ্লাই, থ্রিবস, হেলোপেলটিস-এর মতো নানা মারণ রোগপোকার হামলা। রাসায়নিকগুলিও আর কাজ করছে না
- শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিতির হার ৪০ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। নতুন প্রজন্ম আর বাগানের কাজে আগ্রহী নয়
- প্রকৃত শিল্পপতি বলতে যা বোঝায়, তার বদলে মালিকরূপী এক শ্রেণির এজেন্টদের বাগানে ঢুকে পড়ার বিষয়টিও এখন চা শিল্পের কাছে অশনিসংকেত

ওঁরা বলছেন

চায়ের দাম বৃদ্ধির যে তথ্য উঠে আসছে তা উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ বাগানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বিক্ষিপ্তভাবে কোনও বাগান হয়তো বেশি দাম পেয়েছে।
-অমিতাংশু চক্রবর্তী, *আহ্বায়ক, সিসিপিএ, উত্তরবঙ্গ শাখা*

দার্জিলিং চায়ের উৎপাদন গত কয়েক বছরে কমে অর্ধেকে নেমে এসেছে। এখন তা বছরে ঘোরাফেরা করছে মাত্র সাড়ে ৫ মিলিয়ন কিলোগ্রামে। এর অন্যতম কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন।
-জীবন পান্ডে, *জেনারেল ম্যানেজার, গুডরিক*

তথ্য সংকলন : শুভজিৎ দত্ত
গ্রাফিকস : তপু দেবনাথ

এডিশন স্পেশাল

রেলকর্মীদের বিরুদ্ধেই মামলা
▸▸ তিনের পাতায়

সেতু, তুমি আসলে কার
▸▸ এগারোর পাতায়

ইদের আনন্দে কচিকাঁচারা। শনিবার দিল্লির জামা মসজিদে। -পিটিআই

ইদগাহে মহিলাদের নমাজ

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৭ জুন : এও এক অসাধ্যসাধন বলা যায়। রীতিমতো অধিকার আদায়ের লড়াই। আধুনিক বিশ্বে পুরুষদের থেকে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই মহিলারা। দেশ পরিচালনা থেকে শুরু করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলো, ব্যবসা সহ একাধিক জায়গায় মহিলারা পুরুষদের থেকেও এগিয়ে। বেশিরভাগ ধর্মে মহিলাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করা থাকলেও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সুলতা মণ্ডল গত কয়েক বছর ধরে পুজো করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন শুধু তাই নয়, সম্মান আদায় করে নিয়েছেন। যা নিয়ে আলোচনা সমালোচনাও আছে।

এসবের বাইরে গিয়ে ধর্মে বর্ণিত নিয়ম মেনেই শনিবার কুশমণ্ডি ব্লকের একাধিক ইদগাহে এই প্রথমবার নমাজ আদায় করলেন কয়েক হাজার মহিলা। কুশমণ্ডি ব্লকের সবচেয়ে বড় জমায়েত হয়েছিল সাতাশগ্রাম করবুলা ইদগাহে। পাঁচ হাজার পুরুষের পিছনে পর্দা ঘেরা ইদগাহে অন্তত ২ হাজার মহিলা এদিন নমাজ পড়েছেন। এছাড়াও দক্ষিণ করঞ্জি ইদগাহে পাঁচ শতাধিক মহিলা নমাজ আদায় করেছেন বলে জানিয়েছেন কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজাজাহির আব্বাস।

বিষকুড়ি ইদগাহেও মহিলাদের নমাজের আগে লম্বা ভিড় চোখে পড়েছে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

শংকরকে নিয়ে সংশয় তৃণমূলেই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : শংকর মালাকার কি মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের খরা কাটাতে পারবেন? এমন প্রশ্ন এখন ঘুরছে তৃণমূলের অন্দরে। শনিবার শংকরের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পার্টি অফিসে এসে নেতা-নেত্রীদের অনেকেই আড়ালে বললেন, দু'দিন আগেও তৃণমূলকে চোর বলে গালাগাল দেওয়া শংকরই এখন আমাদের দলের রত্ন। দল ভাবছে হয়তো এবার খুব সহজেই মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসন দখলে আসবে। কিন্তু অত সহজ হবে না।

শংকর মালাকার অবশ্য দাবি করেছেন, 'বিজেপির ওপরে মানুষের ভরসা নেই। দল যদি আমার ওপরে ভরসা রাখে তাহলে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি থেকে এবার আমাদের জয় নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই আমি জনসংযোগের জন্য ময়দানে নেমে পড়েছি।' তবে, এদিনের সংবর্ধনা সভায় শিলিগুড়ির মেয়র, ডেপুটি মেয়র সহ অনেক কাউন্সিলারকেই দেখা যায়নি, যা নিয়ে দলের অন্দরে গুঞ্জন রয়েছে। মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'আমি পাঁচ-ছয়দিনের জন্য কলকাতায় এসেছি। কলকাতা আসাটা আগেই নির্ধারিত ছিল।' ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার চিকিৎসার জন্য বাইরে আছেন বলে জানিয়েছেন।

২০১১ সালে তৃণমূলের সমর্থনে এবং ২০১৬ সালে বামেদের সমর্থনে শংকর মালাকার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু ২০২১ সালে তিনি প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে তৃতীয় স্থানে চলে যান। প্রদত্ত ভোটের মাত্র ৯.৫৮ শতাংশ শংকরের ঝুলিতে পড়েছিল। সেই শংকরকে নিয়েই এবার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি দখলের স্বপ্ন দেখছে তৃণমূল। আর তাই শংকরকে দলে নেওয়া হয়েছে। এনিয়ে তৃণমূলের স্থানীয় স্তরে নেতা-নেত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার জন্য তৃণমূলের একাধিক নেতা পথ চেয়ে ছিলেন। যাঁদের মধ্যে শহরের দুজন কাউন্সিলারও রয়েছেন। কিন্তু শংকর তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় তিনিই প্রার্থী হবেন, এটা একরকম নিশ্চিত। তৃণমূলের মাটিগাড়া- নকশালবাড়ির এক প্রথম সারির নেতা এদিন জেলা কার্যালয়ে শংকরকে সংবর্ধনা জানাতে এসেছিলেন। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, গত বিধানসভা ভোটে (২০২১) মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি থেকে তৃণমূল ৭১ হাজার ভোটে হেরেছে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

তৃণমূলের পার্টি অফিসে সংবর্ধনা শংকরকে। পাশে পাপিয়া।

গরিবের সংখ্যা ২৭ কোটি কম

২০১১-'১২ অর্থবর্ষে ভারতে চরম দারিদ্র্যে ছিল ৩৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে সেই সংখ্যাটা কমে হয়েছে ৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৪০ হাজার।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : দারিদ্র্য কমছে। বিশেষ করে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা। একধাক্কায় সেই সংখ্যাটা কমেছে ২৭ কোটি। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী চরম দারিদ্র্যে জর্জরিত মানুষের হার ২৭.১ থেকে নেমে এসেছে একেবারে ৫.৩ শতাংশে। অঙ্কের হিসাবে নির্দিষ্টভাবে ২৬ কোটি ৯০ লক্ষের কিছু বেশি। এই পরিসংখ্যান গত এক দশকের।

এই সময়কালের মধ্যে ছিল করোনার বিভীষিকা। যখন মানুষ কাজ হারিয়েছিলেন। দারিদ্র্য ভয়ংকরভাবে চেপে বসেছিল। সেই প্রতিকূলতার মধ্যে গরিবের এত বিপুল সংখ্যা হ্রাস তাৎপর্যপূর্ণ বৈকি। ভারত সরকারের স্বস্তির কারণও বটে। বিশ্ব ব্যাংকের ওই রিপোর্টে, ২০১১-'১২ অর্থবর্ষে ভারতে চরম দারিদ্র্যে ছিল ৩৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে সেই সংখ্যাটা কমে হয়েছে ৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৪০ হাজার। মাত্র ১১ বছরে দেশের প্রায় ২৭ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপর উঠেছে।

গত লোকসভা ভোটের আগে নীতি আয়োগের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, এক দশকে দেশের প্রায় ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। সেই দাবি নিয়ে তখন শাসক-বিরোধী টানাপোড়েন হয়েছিল। দাবিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্টে অবশ্য নীতি আয়োগের দাবিতেই সিলমোহর পড়ল।

দারিদ্র্যের নিরিখে ভারতে বেশি মানুষের বাস উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্যপ্রদেশে। এক দশক আগের পরিসংখ্যানে এই ৫টি রাজ্যে দেশের দরিদ্রদের ৬৫ শতাংশ বাস করতেন। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী ওই হার দুই-তৃতীয়াংশ কমেছে। ২০২০ পর্যন্ত কারও দৈনিক আয় ২.১৫ ডলার বা তার কম হলে তিনি দারিদ্র্যসীমার নীচে বলে গণ্য করত বিশ্ব ব্যাংক। ২০২১ সালে আয়ের সেই সীমা বাড়িয়ে দৈনিক ৩ ডলার করা হয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ঝুঁকির কাজ এড়িয়ে চলুন। এককগুয়েমির জন্য ভালো সুযোগ নষ্ট হতে পারে। সৃজনশীল কাজে সম্মানিত হতে পারেন। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আলোচনায় তাড়াহুড়ো করবেন না। প্রেমে শুভ। **বৃষ** : রাজনীতিতে বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে আরও সক্রিয় হবে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। সাংসারিক জীবনে শান্তি পাবেন। গুরুজনদের মধ্যে কেউ হঠাৎ অসুস্থ হতে পারেন। আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। **মিথুন** : নিজের বুদ্ধির বলে জটিল কাজের সমাধান করতে সক্ষম হবেন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটে যেতে পারে। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা থাকবে। চাকরিজীবীরা ভালো ফল আশা করতে পারেন। **কর্কট** : বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বেহিসাবি খরচে রাশ টানুন। প্রেমের ক্ষেত্রে কিছুটা উদ্বেগ থাকবে। বাড়ির কোনও বয়স্ক সদস্যের শারীরিক কারণে আর্থিক খরচ বাড়বে। সন্তানের চাকরির খবরে স্বস্তি। **সিংহ** : নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। পারিবারিক কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। বাবা, মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। উচ্চশিক্ষায় খরচ বাড়বে। **কন্যা** : আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ীরা বড় বরাত পেতে পারেন। বহুদিন ধরে কোনও পরিকল্পনা সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা। জীবনসঙ্গীকে মনের কথা খুলে বলুন। বকেয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। **তুলা** : পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। কোনও আটকে থাকা কাজ শুরু করলে সাফল্য মিলবে। সাংসারিক খরচ বাড়বে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার যোগ। **বৃশ্চিক** : সপ্তাহ ধরে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলেও, বুদ্ধিবলে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা খুব মেপে বলুন। হাঁটু, গোড়ালির ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। **ধনু** : আর্থিক দিক থেকে সামান্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। অলসতার কারণে একটা ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বন্ধুমহলে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কারও উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **মকর** : ধর্মকর্ম ও পরোপকার আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। যে কারও সমালোচনা থেকে দূরে থাকুন। ভ্রমণের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকলে ভালো। ব্যবসায়িক দিক থেকে সাময়িক সমস্যা থাকবে। **কুম্ভ** : পেশাগত কাজে সাফল্য পাবেন। অসতর্কতায় ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে পারেন। আবেগের বশে কাউকে অর্থসাহায্য করে ঠকতে পারেন। দূরভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে আগে থেকে প্রস্তুতি নিন। **মীন** : প্রিয় মানুষের সঙ্গে দেখা হতে পারে। সাংগঠনিক কাজে আপনার দক্ষতা প্রশংসিত হবে। অম্ল ও স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যায় ভোগান্তি। ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহ আরও বাড়বে। স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি থেকে সতর্ক থাকুন।

পাত্র চাই

■ পাত্রী সুশ্রী, কায়স্থ, পুঃ বঃ 38/5'-5", ডিভোর্সি, W.B.Govt.-এ কর্মরতা, 40-এর মধ্যে Cent./W.B.govt.-এ কর্মরত, অবিবাহিত পাত্র কাম্য। (M) 9832417887. (C/116567)

■ অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মীর কন্যা, সুশ্রী, 5'/26 বঃ, এমকম পাশ, স্বঃ/অসঃ, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Ph.No. 9832497187. (C/116722)

■ কায়স্থ, ২৮/৫', M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী। সঃ চাকুরে পাত্র চাই। বালুরঘাট ও দঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ করুন। (M) 8240002013. (C/116530)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা, সাহা, জেনাঃ, 28 বছর 8 মাস/5'-2", ফর্সা, MS Gynee, পাত্রীর জন্য ডাক্তার পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রাধিকার। 9832046381, সময় (9 A.M. to 10 A.M. and 9 P.M. to 10 P.M.). (C/116591)

■ পাত্রী গন্ধবণিক, বয়স 25, উচ্চতা ৫'-১", শিক্ষাগত যোগ্যতা M.A., B.A., D.El.Ed., পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9832477351, 9641337983. (S/N)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬/৫'-১", শ্যামবর্ণা, M.A. পাশ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 7478020317. (C/115881)

■ কায়স্থ, ২৮/৫'-৮", সরকারি চাকরিজীবী (বিএসসি নার্সিং), শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7908310981. (C/116728)

■ পাত্রী B.Tech., 27/5'-1", MNC-তে Software Engineer (বর্তমানে work from home), বারুজীবী/অসবর্ণ পাত্র চাই। যোগাযোগ : 8509434404. (C/116740)

■ সরকারি, M.A., B.Ed., 36/5', SC, ফর্সা, স্লিম, বেঃ জব, দেবগণ, ডিভোর্সি, একমাত্র সন্তান, পিতা Rtd., শিলিঃ বাসী, সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। 8170902431. (C/116731)

■ ব্রাহ্মণ, 26/5'-2", LLB, সুদর্শনা, ফর্সা পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 32, সুপ্রতিষ্ঠিত, নেশাহীন ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। উঃ বঃ অগ্রগণ্য। Mob : 9734125257. (C/115953)

■ পঃ বঃ, ব্রাহ্মণ, চ্যাটার্জী, Eng. M.A., নরগণ, মীন রাশি, 1991/5'-2", সুশ্রী, কোচবিহার নিবাসী, ভারতীয় রেলে কর্মরতা (স্থায়ী), বাবা অধ্যক্ষ, মা গৃহবধূ, ভাই ইঞ্জিঃ, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি, সম্পূর্ণ নেশাহীন (36-39) বয়সের পাত্র চাই। 9434842796 (W/App. No.)/ 7029401388. (C/A)

■ মাধ্যমিক পাশ, 36/5', নমশূদ্র পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, 43-এর মধ্যে পাত্র চাই। সময় : 7-10 P.M. (M) 9434307829. (C/116548)

■ শীল, 31/5'-3", M.A., B.Ed., সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে (উঃ মাঃ) কর্মরত পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9547518285. (B/S)

■ মালদা, Gen. দাস, ধনু রাশি, নরগণ, 34/5'-3", B.A., M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। (M) 9932443053. (C/116733)

■ বৈশ্য, Gen., 32/4'-11", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, Ph.D., Asst. Prof. (Gp. A Gazt. Off., WBES), আলিপুরদুয়ার নিবাসী, পিতা ডাঃ, এক ভাই। উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। 7908841862. (C/116737)

■ পাত্রী 28, স্নাতক (ইংরেজি), বর্তমানে নার্সিং ট্রেনিং-এ তৃতীয় বর্ষ, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8972999998. (C/115898)

■ 33, ফর্সা, স্নাতক পাত্রীর জন্য শিলিগুড়িবাসী পাত্র কাম্য। 9476423482. (C/116760)

■ কায়স্থ, 38+/4'-9", H.S. (ব্যাক), ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 8167581218. (B/B)

■ Bride, 31 years old, 4'-11" in hight, a renowned drawing artist, seeks a suitable Hindu groom with a government job. WhatsApp : 8250396100. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১/৫'-১", এমএসসি, বিএড, বেসরকারি কর্মরতা পাত্রীর জন্য সুচাকরি পাত্র কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 8538810270. (C/116770)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, সুশ্রী, উচ্চতা ৫'-৫", ৩৩ বছর, এমএ, বিএড, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরিরতা, একমাত্র কন্যা, উপযুক্ত শিক্ষিত, চাকরিরত পাত্র চাই। কোচবিহার সদর, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8116309413, 6 P.M. থেকে 8 P.M. (C/115957)

■ পাত্রী কায়স্থ, দাস, একমাত্র কন্যা, 5'-3"/35, বিধবা (নিঃসন্তান), M.Sc., B.Ed., রাজ্য সরকারি কর্মচারী, 35-40'এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9749308351 (7 P.M.-10 P.M.), উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (C/116746)

■ দেবনাথ, 28+/5'-5", M.A., B.Ed., স্কুল শিক্ষিকা, সুন্দরী, একমাত্র কন্যার জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি/উচ্চপদস্থ বেসরকারি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8617451824. (C/116750)

■ পাত্রী সাহা, 29/5'-4", B.A., সুশ্রী, স্লিম, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। সরকারি/প্রতিঃ বেসঃ চাকুরে/প্রতিঃ ব্যবসায়ী, স্ববর্ণ পাত্র কাম্য। অসবর্ণ বিবেচ্য। (M) 9635969504 (8 P.M.-10 P.M.). (S/M)

■ শিলিগুড়ি, মল্লিক, 28/4'-9", ফর্সা, সুন্দরী, B.Sc.(Hons.), IT-তে কর্মরত। শিলিগুড়ির স্থানীয় সুযোগ্য পাত্র কাম্য। Mob : 9832319997. (C/116757)

■ পূর্বকৃ কায়স্থ, 27/5'-5", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র সন্তান। M.A., B.Ed., C.TET, NET। 32 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 8167863854, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (C/116758)

■ ব্রাহ্মণ, পাত্রী 39/5'-1", M.A., সরকারি চাকরি পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারি চাকুরে, অবিবাহিত, 44-এর মধ্যে ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9547076200. (C/116761)

■ তিলি কুণ্ডু, 26+/5'-3", M.A., B.Ed., ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকা। ফর্সা, সুশ্রী, শান্তস্বভাবের পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী (স্থায়ী), ভদ্র পরিবারের পাত্র চাই। অতি সত্বর বিবাহ। 8597635530. (C/116602)

■ জলপাইগুড়ি জেলা নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, কায়স্থ, M.A., ৩৯/৫'-২", পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 9332844780, সন্ধে ৭টার পরে ফোন করিবেন। (C/116765)

■ বসাক, ৩২/৫'-৩", ফর্সা, মাঝারি, M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, চাকরি/ব্যবসায়ী/বেসরকারি পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8927914429. (C/113503)

■ কায়স্থ, 34/5'-4", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী, দেবগণ, বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 35-40, সরকারি, বেসরকারি, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুযোগ্য পাত্র কাম্য। শীঘ্রই বিবাহ। কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করিবেন না। (M) 9593221015. (C/116743)

■ জলঃ, 30, ব্রাহ্মণ, কলেজ শিক্ষিকা (G/L), পাত্রীর অধ্যাপক/অফিসার/ব্যাংক/রেলে কর্মরত পাত্র চাই। (M) 9002875953. (C/116766)

■ বয়স ৩৪+, উচ্চতা ৫'-১", আইনজীবী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/কর্পোরেটে কর্মরত ৩৫-৩৮ বছর বয়সের মধ্যে বাঙালি উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Mob : 9832631885. (C/116801)

■ পাত্রী ২৫+/৫'-৬", নরগণ, গোত্র-মধুগোল্য, B.A., D.El. Ed., M.A. Continue. উপযুক্ত পাত্র চাই। 9547575789, 9678820791. (C/116773)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-2", M.A., B.Ed. (Eng.), ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মী, মাতা সঃ কর্মী। উক্ত কন্যার জন্য ব্রাহ্মণ/উচ্চ কায়স্থ, অনূর্ধ্ব 36, উচ্চপদে কর্মরত সরকারি/বেসরকারি সুপাত্র কাম্য। 9434426834. (C/113513)

■ পাত্রী দেবনাথ, 25+, ISC, B.Sc. Agriculture, MBA, HDFC Bank CR Manager, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8918909313. (C/116801)

■ 2003 জন্ম, ব্রাহ্মণ, সুন্দরী, স্লিম, উচ্চতা ৫'-৩", ঘরোয়া পাত্রী। পিতা উচ্চপদস্থ কর্মরত আর্মি, অবসরপ্রাপ্ত। শিলিগুড়ির বাসিন্দা পাত্র কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির বাইরে নিস্পত্তি হলেও চলবে। যোগাযোগ : 080-69075229. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, সরকার, 21+, সুন্দরী, 5'-1", পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9800439322. (C/116802)

■ বৈশ্য সাহা, 42+, রাজ্য সঃ চাকরিরতা পাত্রীর 48 মধ্যে, জলপাইগুড়িবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। SC বাদে। (M) 9474510576. (C/116606)

পাত্র চাই

■ EB, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, 30/5'-3", Ph.D., দেবারিগণ, ফর্সা, সুন্দরী, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। 8967117963. (C/116400)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩৭, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9332710998. (C/116802)

■ রাজবংশী, কোচবিহার নিবাসী, ২৮, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116802)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর বয়সি, B.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116802)

■ কায়স্থ, 25/5'-3", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8653243203. (C/116802)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, M.Sc., গানে বিশারদ, বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116802)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/116802)

■ শীল, 25/5'-4", M.A. পাশ, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8011109953. (K/D/R)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Sc. পাশ, গান জানে, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য সরকারি প্রাইভেট নামী কোম্পানিতে কর্মরত পাত্র কাম্য। (M) 8172049789. (C/116802)

■ General, 28/5'-3", B.Tech., গঃ Bank-এ কর্মরত, সুন্দরী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/116802)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", মধ্যবিত্ত পরিবারের H.S.Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9432076030. (C/116802)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, মালদা, MCA, 34/5'-3", কলকাতায় বেসরকারি Manager পদে কর্মরত, 12 LPA, প্রয়োজনে স্থানান্তরিত হতে ইচ্ছুক, শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঈশ্বরনিষ্ঠ পাত্রী কাম্য। পাত্রীর মত পাওয়া মাতা-পিতা কথা পাড়তে পারেন। Father : (M) 8016698069 (9 P.M. to 10 P.M.). (M/115401)

■ দাস, নমশূদ্র, ব্যবসায়ী, শ্যামবর্ণ, 44/5'-5", পাত্রের জন্য 28-34 বছর বয়সি, ডিভোর্সি/বিধবা, গরিব, ঘরোয়া পাত্রী চাই। কোচবিহার নিবাসী। (M) 9810810770. (C/115950)

■ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর একমাত্র পুত্র, অবিবাহিত, কায়স্থ, সুদর্শন, 42/5'-5", B.Tech., Central Govt. Engineer, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। দেবারিগণ চলবে না। (M) 9932991767. (C/116730)

■ ডিভোর্সি, জেনারেল, ৩১/৫'-৯", নিজস্ব ব্যবসা। ডিভোর্সি, জেনারেল, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9434840464. (C/116802)

পাত্রী চাই

■ 33/5'-5", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 6294966298. (C/116741)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-7", দেবারি, বাৎস্য, স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের যোগ্য পাত্রী চাই, শিলিগুড়ি নিবাসী। (M) 9832505186. (C/115952)

■ কায়স্থ, ৫'-৭", বয়স ২৮+, গ্র্যাজুয়েট, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। (M) 9593680124. (P/S)

■ ভৌমিক (বারুজীবী), 70+, আলিপুরদুয়ারে নিজস্ব বাড়ি, কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনভোগী ব্যক্তির জন্য ৫০-৫৫ মধ্যে ইস্যুলেশ পাত্রী চাই। আইনগতভাবে স্ত্রীর মর্যাদা ও স্বামীর অবর্তমানে পেনশন পাবে। (M) 6295750340. (C/115584)

■ EB, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, কুম্ভ রাশি, 39/5'-11", সুদর্শন, 65,000/- PM, 18-32 বছরের সুন্দরী, ফর্সা, মধ্যবিত্ত পাত্রী চাই। 9330339105. (C/116764)

■ নমশূদ্র, 30+/5'-6", B.Tech., WBSEDCL-এ Asst. Engg. পদে কর্মরত পাত্রের জন্য লম্বা, ফর্সা, ভদ্র পরিবারের উপযুক্ত পাত্রী চাই। অসবর্ণে আপত্তি নেই। (M) 9083914684. (C/115955)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩৫+/৫'-১১", একমাত্র সন্তান, ডেন্টাল সার্জেন, BDS (North Bengal Medical College, MDS), ফর্সা, ৭০ কেজি, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অবিবাহিত/স্বল্পকালীন ডিভোর্সি/নার্সিং-এ B.Sc., উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। ঘটক/ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। মোঃ নং-9434317826. (C/116749)

■ পাত্র চক্রবর্তী, অবিবাহিত, বয়স 54+, অবিবাহিত, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। Ph 7863934822. (C/113508)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, ৪৩/৫'-৩", ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য ৩০-৩৮'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। চলভাষ : 9476387931. (C/116745)

■ মালদা গাজল নিবাসী, অরুণাচল প্রদেশে কর্মরত (শিক্ষক) 33/5'-9", পাত্রের জন্য ২৮ অনূর্ধ্ব, ৫'-৩", পাত্রী চাই। (M) 6289078487. (C/115403)

■ ৩৪, অবিবাহিত, সরকারি কর্মরত পাত্র-এর জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9903319516. (K)

■ নমশূদ্র, 31+/5'-6", ডাক্তার, [MBBS, MS (Ortho)] পাত্রের জন্য ন্যূনতম স্নাতক, নমশূদ্র, অনূর্ধ্ব 28, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8944093351. (K)

■ সাহা, 30/5'-8", B.Sc (Phy-H) M.B.A. ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার (অশোকা ইউনিভার্সিটি, দিল্লি)। উচ্চশিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী, স্ববর্ণ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। সাহা অগ্রগণ্য। মো-9563624181. (D/S)

■ কায়স্থ (দে), B.Com., 41/5'-5", বেসরকারি চাকরি, মাতৃ-পিতৃহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 35, পাত্রী চাই। (M) 9733142800. (C/113504)

■ কায়স্থ, ৩৫, M.A., ৫'-৬", একমাত্র সন্তান, স্থায়ী সঃ কর্মী, নিজ বাড়ি, গাড়ি। কায়স্থ, ফর্সা, M.A./M. Sc., সুশ্রী পাত্রী চাই। Ph.No. 9332669115. (C/116742)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৮/৫'-৭", B.Com., বেসরকারি চাকরি, দাবিহীন। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ঘটক নহে। 9475394644. (C/116762)

■ কোচবিহার নিবাসী, রেলকর্মী (Jr. Engg.), 29/6', M.Tech., পাত্রের উত্তরবঙ্গের 24/5'-3", (B.Sc., B.A.), ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী, নাথ পাত্রী চাই। (M) 9474426370. (C/115956)

পাত্রী চাই

■ 28+/5'-7", B.Tech., Rly. কর্মরত, SC পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, স্বঃ/অসবর্ণ সুপাত্রী চাই। (M) 9434816207. (C/113507)

■ কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", MBA, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9434427369 (7 P.M.). (C/116393)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সঃ গ্রেঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন। সুশ্রী, ফর্সা, শিক্ষিত, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব 33 পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/113510)

■ পঃ বঃ কায়স্থ, শিলিগুড়ি, 40/5'-8", নিদায় ডিভোর্সি, BE, MBA, Regional Manager in Bank, নিজস্ব বাসস্থান। সুশ্রী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 35 পাত্রী চাই, নিদায় ডিভোর্সি চলিবে। 7002234937. (K)

■ পাত্র General, 5'-9"/35+, দেবগণ, B.Com.(Hons.), Pvt. Co.-তে Manager post-এ কর্মরত, শিলিগুড়িতে বাড়ি, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Mob + W/App : 8388013420. (C/113511)

■ বারুজীবী, দাস, 33/5'-8", B.Com., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নকশালবাড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্র। পাত্রের জন্য 28 বছরের মধ্যে ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9679998517. (C/116398)

■ দাবিহীন, ব্রাহ্মণ, 38+/5'-5", ফর্সা, B.Com. পাশ, শিলিগুড়িতে নিজস্ব ত্রিতল বাড়ি, ব্যবসায়ী, অমায়িক পুত্রের জন্য সুশ্রী, সুস্বভাবী, অমায়িক পাত্রী চাই। (M) 9733262845. (C/113512)

■ শিলিগুড়ি, একমাত্র সন্তান, ঘোষ, সুদর্শন, 28/6', B.Sc. (Math), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ি (তিনতলা), পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, অনূর্ধ্ব 26, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9832492004. (C/116767)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, B.Com. পাশ, 5'-2", SC, 38+ পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9832039258. (C/116801)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, সুশীল, বয়স ৪২+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা ও মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9332710998. (C/116802)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 37+/5'-6", M.A. (Eng.), কুম্ভ, দেবারি, ভরদ্বাজ গোত্র, রাজ্য সরকারের স্থায়ী পদে চাকুরে। একমাত্র পুত্র। নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 32, স্নাতক, সুমুখশ্রী, ঘরোয়া, রুচিশীল পাত্রী কাম্য (চাকরিরতা হলে আপত্তি নেই), উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : WhatsApp No. 9851260123/ (M) 8759964219. (C/B)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116802)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২, M.Tech. পাশ, ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116802)

■ নমশূদ্র, 39+/5'-7", H.S., বেসরকারিতে কর্মরত, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য উপযুক্ত ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9832474504. (C/116774)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", B.Tech., গঃ উচ্চপদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। 8116521874. (C/116802)

■ General, 33/5'-8", M.Tech., MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9635575795. (C/116802)

■ আলিপুরনিবাসী, 34/5'-9", M.Tech., গঃ ব্যাংক কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 8653532785. (C/116802)

■ সাহা, ৩৯/৫'-৫", H.S., নামমাত্র বিবাহ, ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহ। (M) ৯৪৩৪৩৩৫৫৪৬. (C/116802)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নমশূদ্র, M.Sc., বয়স 30/5'-8", রাজ্য সরকারি দপ্তরে কর্মরত সুপাত্রের জন্য ভদ্র পরিবারের পাত্রী কাম্য। 9733066658. (C/116802)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-8", B.Tech., Central Govt. অফিসার পদে কর্মরত, ছোট পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 7003763286. (C/116802)

■ কায়স্থ, 31/5'-8", B.Tech., Govt. Bank-এর Asst. Manager পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী কাম্য। 9734485015. (C/116802)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Tech., গভঃ ব্যাংক-এর ম্যানেজার পদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/116802)

■ সাল ১৯৯৬, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা সুশ্রী। ICDS-এ কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116802)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর বয়সি, ৫'-৩" উচ্চতা, B.Sc. পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8101254275. (C/116802)

■ রাজবংশী, 23/5'-3", B.A. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য দাবিহীন, ভালো পাত্র চাই। 7407777995. (C/116802)

■ কায়স্থ, 30/5'-4", নরগণ, সঃ চাঃ, MT (LAB) পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য, (স্ববর্ণ অগ্রগণ্য)। দেবারিগণ ব্যতীত অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9002971352. (C/115586)

■ ব্রাহ্মণ, B.Com. (Hons.), 36/5'-5", প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব ৩৪ পাত্রী চাই। (M) 9474383862. (C/116739)

■ বিশ্বাস, কায়স্থ, 32/6'-2", B.Tech. Civil, Pvt. Co.-তে কর্মরত, 7.5 LPA, 5'-6"/উর্ধ্বে, শিক্ষিতা, সুন্দরী, কায়স্থ পাত্রী চাই। 9064587607. (C/116776)

■ পাত্র ঘোষ, কায়স্থ, 32/5'-11", ফর্সা, ইংরেজিমাধ্যমে B.Tech., MBA পাশ, হায়দরাবাদে MNC কর্মরত। বাড়ি হইতে উর্ডিউ। সুশ্রী, প্রকৃত সুন্দরী, বয়স ২৭ মধ্যে গ্র্যাজুয়েট বা উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য। (M) 9679489540. (M/M)

■ কায়স্থ, 33/5'-4", একমাত্র পুত্র, দ্বিতল গৃহ, পিঃ সঃ পেনশনার। ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9733245087.

■ কায়স্থ, 41/5'-4", গ্র্যাজুয়েট, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি নিকটস্থ। (M) 7602532747. (C/116400)

■ জেনারেল, 42/5'-5", সঃ প্রাঃ শিক্ষক, চাকরিরতা/উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। চাকরিরতা ডিভোর্সি চলিবে। দঃ দিনাজপুর। (M) 9733946013. (116756)

■ রিটায়ার্ড, একমাত্র সন্তান, BE, 31/5'-9", তিনটি বাড়ি, কৃষি-জমি, ব্যবসা। সুশ্রী, 5'-2", পাত্রী চাই। দাবিহীন। No caste bar. (M) 7001336937. (C/116757)

■ জেনারেলকাস্ট, কায়স্থ, 33/5'-3", সরকারি ব্যাংকে চাকরিরত। দাবিহীন, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 8670214925. (C/116757)

■ কায়স্থ, 33/5'-7", B.Tech., Civil, বেসরকারি ব্যাংকে টেকনিক্যাল ম্যানেজার পদে কর্মরত। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজারের একমাত্র সন্তানের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। 9641015075. (C/115900)

■ কায়স্থ, 26/5'-8", সুদর্শন, ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9641405424. (C/116601)

■ কায়স্থ, 49, ডিভোর্সি, প্রাঃ কোং উচ্চপদে কর্মরত, নিজ 3 তলা বাড়ি, উঃ বঙ্গ উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9831573498. (C/116759)

■ রাজবংশী, 35+/5'-6", B.A., ফর্সা, নামমাত্র ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, বেশ জমিজমাসম্পন্ন এবং ব্যবসা। স্ববর্ণ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য, পাত্রুয়াহাটি, মালদা। 9733192897. (M/115404)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ২৮, স্টেট গভঃ চাকরিরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/116802)

■ 35 বয়স, ডিভোর্সি, কর্মরত PWD, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ন্যাশনালিস্ট ব্যাংক। মাতা স্বর্গীয়, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 080-69144024. (K)

■ 1993 জন্ম, ডাক্তার পাত্র, সুন্দর, উচ্চতা ৫'-১০", শিলিগুড়ির বাসিন্দা, পিতা ডাক্তার, মাতা গৃহিণী। ডাক্তার পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Caste no bar. যোগাযোগ : 9046250029. (K)

■ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ভিন রাজ্যে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, ব্রাহ্মণ পাত্র, ৩২, একমাত্র পুত্র, নিজস্ব ফ্ল্যাট ও বাড়ির জমি কোচবিহারে। উপযুক্ত ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9434746120, 9046872152. (C/115960)

■ পাত্র কায়স্থ, জলঃ, ৩০+, MBBS, সঃ ডাক্তার, M.O, ফর্সা, সুদর্শন পাত্রী চাই। ডাক্তার, চাকুরে চলবে। (M) 9083527580. (C/116607)

■ কায়স্থ, 39/5'-4", H.S. পাশ, শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী, সুন্দরী, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 8250220762. (C/116400)

■ পাত্র বঃ সদগোপ, শিলিগুড়ি, ৩১/৫'-৮", MSW, জন্মগত প্রতিবন্ধী, বহিঃকর্ম করে, কম শুনে কিন্তু কথা বলতে পারে। মা-বাবা টিচার। ২৮/২৫-এর মধ্যে রুচিশীলা/কর্মরতা এবং কথা বলতে পারে এমন পাত্রীই কাম্য। (M) 7001924758. (C/116801)

■ পাত্র Bangalore-এ কর্মরত, 30+, একমাত্র পুত্র, ব্রাহ্মণ বা কুলীন কায়স্থ, অনূর্ধ্ব 25 থেকে 27-এর মধ্যে শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 6294545662. (C/116801)

পাত্রী চাই

মিত্র, ২৮/৫'-৫", M.Sc. (Chem.), Ph.D. (Japan) Post Doctorate (Denmark) জলপাইগুড়ি, পিতা Retd. ব্যাংককর্মী, মা Retd. শিক্ষিকা, যোগ্য, কর্মরতা পাত্রী কাম্য (Bank, LIC) উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাঃ 9593300858, 9733150521.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, MBBS MS, পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, মাতা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল টিচার। এইরূপ পুত্রের জন্য শীঘ্রই বিবাহে আগ্রহী যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116802)

■ বয়স ৩২+, জলপাইগুড়ি নিবাসী, পাত্র সুদর্শন, সরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত। পরিবারের কনিষ্ঠ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116802)

■ কায়স্থ, 48 বছর, বিপত্নীক, প্রাঃ শিক্ষকের জন্য 38 থেকে 42 বছরের শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। (M) 9593435955. (A/B)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৮+, প্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণে আগ্রহী। (M) 9836084246. (C/116802)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

এসবার আমরাই প্রত্যাশী পাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116802)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/116400)

কাঠ, মাদক পাচারে নয়া মোড়

রেলকর্মীদের বিরুদ্ধেই মামলা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : ট্রেনের পার্সেল ভ্যানে অবৈধ কাঠ, গাঁজা এবং সুপারি উদ্ধার কাণ্ডে এবার রেলকর্মীদেরও মামলায় জড়াল জিআরপি। সংশ্লিষ্ট পার্সেল ভ্যানের লোকোপাইলট, সহকারী লোকোপাইলট, গার্ড, কমার্সিয়াল স্টাফ এবং যে সমস্ত স্টেশন আধিকারিকরা জিআরপিকে তদন্তে সহযোগিতা করেননি, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর করা হয়েছে। মাদক আইনের পাশাপাশি ভারতীয় ন্যায়সংহিতারও একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে জিআরপির তরফে। অন্যদিকে, তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে, কী কী সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার তালিকা চেয়ে পালটা জিআরপিকে চিঠি দিয়েছে রেল। শুক্রবার রেল সেই চিঠি দিলেও জিআরপির তরফে কোনও জবাব দেওয়া হয়নি বলে খবর।

ইতিমধ্যে তদন্তকারী আধিকারিক প্রত্যেককে নোটিশ ধরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তবে বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জিআরপি কর্তারা।

বৃহস্পতিবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে একটি পার্সেল ভ্যান থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সেগুন কাঠের লগ উদ্ধার করে জিআরপি। সেই সঙ্গে ১৫০ বস্তা সুপারি উদ্ধার হয়। ওই সুপারির বস্তা থেকেই প্রচুর পরিমাণে গাঁজাও মেলে বলে অভিযোগ। এরপরই নির্দিষ্ট আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে জিআরপি। কিন্তু প্রথম দিনই রেল জানিয়ে দেয় একটি বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা ওই ট্রেনটি ভাড়া নিয়েছিল এবং ট্রেনে কোনও গাঁজা বা অবৈধ সুপারি ছিল না। জিআরপি ষড়যন্ত্র করছে বলেও ইঙ্গিত দেন পদস্থ রেলকর্তারা। তাই পৃথক বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছে রেল।

অন্যদিকে, নিজেদের দাবিতে অনড় জিআরপি। তাই মামলায় এবার রেলের কর্মী এবং আধিকারিকদেরও জড়িয়ে দিয়েছে জিআরপি। রেল পুলিশের যুক্তি, একটা বড় চক্র রয়েছে। তাই সবাই নিজেদের বাঁচাতে এখন অন্য তত্ত্ব খাড়া করতে চাইছে।

জিআরপির এক কর্তা বলছেন, ‘পার্সেল ভ্যানে যখন কোনও সামগ্রী মজুত হয়, তখন তার চেকলিস্ট থাকে ট্রেন ম্যানেজার (গার্ড)-এর কাছে। তাঁর সামনেই সিল করা হয় পার্সেল ভ্যান। যে তালিকা ট্রেন ম্যানেজারের থেকে পাওয়া গিয়েছে সেখানে উদ্ধার হওয়া সেগুন কাঠের কোনও উল্লেখই ছিল না। তাহলে কী করে ওই কাঠগুলি পার্সেল ভ্যানে মজুত হল?’

ট্রেন ম্যানেজারের সামনেই সব কাজ হয়েছে বলে দাবি জিআরপির। পাশাপাশি আলতাগ্রাম, এনজেপি সহ একাধিক এলাকায় জিআরপি কর্মীদের অসহযোগিতা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

জিআরপি’র যুক্তি

- পার্সেল ভ্যানে কোনও সামগ্রী মজুতের পর তা সিল হয় ট্রেন ম্যানেজারের সামনে
- তাঁর কাছে সামগ্রীর একটি তালিকাও থাকে
- ট্রেন ম্যানেজার জিআরপিকে যে তালিকা দিয়েছে সেখানে কাঠ, সুপারি ও গাঁজার উল্লেখ নেই
- তাহলে কীভাবে ওই সমস্ত জিনিস পার্সেল ভ্যানে এল, প্রশ্ন তুলছেন তদন্তকারীরা

সিভিল সার্ভিসে বাজিমাত আশিসের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : ওয়েস্টবেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (ডব্লিউবিসিএস) পরীক্ষায় চোখধাঁধানো ফল শিলিগুড়ির চম্পাসারির বাসিন্দা আশিস ভাণ্ডারীর। রেভিনিউ সার্ভিসে মেধাতালিকায় দুই নম্বরে স্থান করে নিয়েছেন তিনি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর শুক্রবার ডব্লিউবিসিএস-২০২২ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই স্বপ্নপূরণ তাঁর। তবে এই সাফল্য সহজে আসেনি। ২০১৬ থেকে ’২০ সাল পর্যন্ত ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রিলিমস পাশ করলেও মেইন্সে গিয়ে আটকে গিয়েছেন প্রতিবারই। এরপরই ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেন। সাফল্য পেলেন বর্তমানে কালিম্পংয়ে এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট অফিসার পদে কর্মরত আশিস।

জন্মসূত্রে সিকিমের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে শিলিগুড়িতেই পাকাপাকিভাবে থাকছেন তিনি। তাদংয়ের হোলি ক্রস স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর অরুণাচলপ্রদেশের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনে বিটেক করেন। ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গে এমএসএমই দপ্তরে চাকরিও পান তিনি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে ছিল ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলেও ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় বসে সাফল্য পাওয়া। সেই লক্ষ্যেই চাকরির পাশাপাশি জোরকদমে শুরু করেন পরীক্ষার প্রস্তুতি। আশিস বলেন, ‘আমি জীবনে ব্যর্থতা থেকেই শিক্ষা নিয়ে লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। নিয়মিত চেষ্টা করে পড়াশোনাকে অভ্যাসে পরিণত করেছি।’ চাকরির পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অবৈতনিক কোচিংও করিয়েছেন তিনি। এই কোচিং যে তাঁর ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সাহায্য করছে, সেকথা স্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কোচিং ক্লাস করানোর জন্য নিজেকেও প্রস্তুতি নিতে হত। সেখানে অনেকটা পড়া এগিয়ে থাকত। যাঁরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আশিস বলেন, ‘জীবনে ব্যর্থতা এলে থেমে যেও না। বরং লক্ষ্য স্থির রেখে সঠিক পদ্ধতিতে পড়াশোনা চালিয়ে যাও। পড়াশোনার পাশাপাশি নেপালি ফোক গানেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। ছেলের এই সাফল্যে গর্বিত তাঁর বাবা অর্জুন ভাণ্ডারী এবং মা রেণুকা ভাণ্ডারী।

নবোদয়ের আবসানার সাফল্য

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ জুন : সিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় এবার দেশের ৬৫৩টি জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছে নাগরাকাটার পিএম শ্রীজওহর নবোদয়ের ছাত্রী আবসানা সরকার। পরীক্ষার্থী ছিল লক্ষাধিক। শনিবার নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির তরফে জাতীয় স্তরের র‍্যাংকিং প্রকাশিত হওয়ার পর ওই তথ্য সামনে এসেছে। স্বাভাবিকভাবে খুশির হাওয়া সুলকাপাড়ার আবসানার পরিবার এবং তার স্কুলে।

স্কুলের প্রিন্সিপাল জীতেন্দ্রকুমার সিং বলেন, ‘এটা বিরাট বড় প্রাপ্তি। ওই ছাত্রী যে আরও এগিয়ে যাবে এতে কোনও সংশয় নেই।’ আবসানার কথায়, ‘উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে নবোদয় স্কুলেই পড়াশোনা করব। ভবিষ্যতে আইআইটিতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ে বিজ্ঞানী হতে চাই।’

৯৭ শতাংশ পেয়েছে আবসানা। মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৫। ইংরেজিতে ৯৬, বাংলায় ৯৮, অঙ্কে ৯৭, বিজ্ঞানে ৯৭, সমাজবিজ্ঞানে ৯৭ ও ফিজিকাল অ্যাক্টিভিটি ট্রেনার বিষয়ে ১০০-তে ১০০ পেয়েছে। আবসানার কৃতিত্ব শুধু পড়াশোনাতেই থেমে নেই। এর আগে নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন সে পাটনা রিজিওনের অন্তর্গত বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার ৮৩টি নবোদয় স্কুলকে নিয়ে আয়োজিত রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেসের কুইজে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

জওহর নবোদয় স্কুলে সে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পর প্রতিটি পরীক্ষাতেই প্রথম হয়। মেয়ের কৃতিত্বে চোখে জল বাবা আতাউর রহমান সরকার ও মা রিজিয়া খাতুনের। দম্পতির কথায়, আবসানা বরাবরই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী। এত বড় সাফল্য পাবে ভাবিনি।

APAI প্রি-কাউন্সেলিং-এ জানুন জেআইএস শিক্ষাগোষ্ঠী সম্পর্কে

রাজ্যের সবকটি পেশাদারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন যা সংক্ষেপে APAI হিসেবে পরিচিত। এদের উদ্যোগে আগামীকাল শিলিগুড়ির কোর্টইয়ার্ড ম্যারিয়টে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্য জয়েন্টের ই-কাউন্সেলিং পূর্ববর্তী প্রি-কাউন্সেলিং পর্ব এবং পেশাদারি কলেজগুলির শিক্ষামেলা হবে। এটি শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে।

রাজ্যের বৃহত্তম শিক্ষাগোষ্ঠী জেআইএস এই প্রি-কাউন্সেলিং শিক্ষামেলায় তাদের প্যাভিলিয়নে জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়, নারুলা ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, জেআইএস কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, গুরুনানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, ড. সুধীরচন্দ্র শূর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, গুরুনানক ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির অভিজ্ঞ কাউন্সিলরদের উপস্থিত রাখছে। প্রত্যেকটি কলেজই ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট, ফার্মাসি বা লাইফ সায়েন্স বিষয়ে পড়াশোনার জন্য দেশের প্রথমসারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। শুধু তাই নয়, এই কলেজগুলি ন্যাকের গ্রেড ‘এ’ বা ‘এ+’ হিসেবে স্বীকৃতি, ইউজিসির অনুমোদনে স্বশাসিত (Autonomous) কলেজ হিসেবে ঘোষিত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সগুলি ন্যাশনাল বোর্ড অফ অ্যাক্রিডিটেশনের (NBA) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সবকটিই (ড. সুধীরচন্দ্র শূর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি ছাড়া) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ র‍্যাংকিং ফ্রেমওয়ার্ক বা এনআইআরএফ কর্তৃক দেশের সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফার্মাসি কলেজের সরণিতে নিজেদের তালিকাভুক্ত করে নিয়েছে। এবছর জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগও এনআইআরএফের র‍্যাংকিং তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পরিকাঠামোর দিক থেকে জেআইএস শিক্ষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফার্মাসি কলেজগুলিতে রয়েছে ১৬টি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স। এদের মধ্যে রয়েছে এআইসিটিই-র অনুমোদনপ্রাপ্ত আইডিয়া ল্যাব, ইন্দো-রাশিয়ান সিওই, টাটা টেকনলজি ল্যাব, বস্ক ল্যাব, হুন্ডাই সিওই, থ্রিডি প্রিন্টিং ল্যাব, লজিকজ্যাপ আইওটি-বোবো ল্যাব, সুপার কম্পিউটার ল্যাব, অ্যাপল ল্যাব, ব্লু স্টার ল্যাব, ড্রোন ল্যাব, ফুড অ্যানালিসিস অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, সেন্টার ফর সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড এডুকেশন, সেন্টার ফর রিনিউয়েবল এনার্জি স্টাডিজ ইত্যাদি।

এছাড়াও লাইব্রেরিতে রয়েছে ১০ লক্ষেরও বেশি প্রামাণ্য পুস্তক ও ম্যাগাজিনের সম্ভার। ক্যাম্পাসগুলিতে রয়েছে ডিজিটাল স্টুডিও, ওয়াইফাই সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা, জিম এবং এক হাজারেরও বেশি স্পেশালাইজড ল্যাবরেটরি। প্রতিটি ক্যাম্পাসেই রয়েছে ছাত্র এবং ছাত্রীদের পৃথক হস্টেলের ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য, জেআইএস শিক্ষাগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশ শিক্ষক ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত।

প্লেসমেন্টের নিরিখেও জেআইএস শিক্ষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলি এবং জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছরের মতো এবছরও যথেষ্ট সাফল্যের ছাপ রাখতে পেরেছে। এবছর সর্বোচ্চ পে প্যাকেজের অধিকারী হয়েছে নারুলা ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র স্নেহদীপ দে। অ্যামাজনে চাকরিপ্রাপ্ত এই ছাত্রের বাৎসরিক বেতন ৪৭.৮ লক্ষ। স্নেহদীপ ছাড়াও অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা বার্ষিক গড় ১১ লক্ষ টাকার বেতন পেয়েছে। পাশাপাশি অনেক ছাত্রছাত্রী একাধিক সংস্থার থেকে চাকরির নিয়োগপত্র পেয়েছে। প্লেসমেন্টের জন্য জেআইএস শিক্ষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কলেজে প্রথম দিন থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তবে প্রি-কাউন্সেলিংয়ে বসার আগে অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে প্রার্থীর উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট, অ্যাডমিট কার্ড এবং জয়েন্টের র‍্যাংক কার্ড—যাতে কাউন্সিলরের প্রার্থী অথবা অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলতে সুবিধা হয়।

পরিশেষে বলব, APAI আয়োজিত এই প্রি-কাউন্সেলিং ও শিক্ষামেলায় অবশ্যই এবছরে বারো ক্লাস উত্তীর্ণ এবং জয়েন্ট প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জেআইএসের কলেজগুলিতে প্যাভিলিয়নে এসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এবছরই প্রথম শিলিগুড়িতে এই প্রি-কাউন্সেলিং অধিবেশন শুরু হচ্ছে। ফলে এতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানার জন্য সুযোগ কাজে লাগানো যেতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ৮ জুন, ২০২৫, ২৪ জেঠ, সংবৎ ১২ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ১১ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৭। রবিবার, দ্বাদশী দিবা ৭।১২। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ১।৪। পরিঘযোগ দিবা ১। ৯। বালবকরণ দিবা ৭।১২ গতে কৌলবকর রাত্রি ৮।১৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১।৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৭।১২ গতে একপাদদোষ, দিবা ১।৪ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৭।১২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৫৬ গতে ১।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৬ গতে ২।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।১২ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৯।৫৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান, দিবা ৭।১২ গতে ৯।৫৬ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৭।১২ গতে মুখ্যান্নপ্রাশন পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ১।১৭ গতে ধান্যরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।১২ মধ্যে নির্জ্জলৈকাদশীর পারণ ও গোস্বামিমতে উন্মিলনী মহাদ্বাদশীব্রতের পারণ এবং শ্রীশ্রীহরি...বিলাসমতে নির্জ্জলৈকাদশীর পারণ। দিবা ৭।১২ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। আসামের করিমগঞ্জ জিলার রাতাবাড়ি থানার অন্তর্গত দুর্গানগর নিবাসী স্বর্গীয় গঙ্গাহরি চক্রবর্তীর সুযোগ্যা কন্যা ভাস্বতীদেবীর তিরোধান দিবস (২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮, মঙ্গলবার)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৬ গতে ৯।২৬ মধ্যে ও ১২।৭ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৭ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

ডিম যাচাই... শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে শনিবার ছবিটি তুলেছেন সুশান্ত পাল।

আজ টিভিতে

সুনামি : রেস এগেনস্ট টাইম রাত ১০.০২ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.২০ মন মানে না, সন্ধে ৭.১৫ অরুন্ধতী, রাত ১০.০০ সেন্টিমেন্টাল

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ অগ্নিপথ, দুপুর ২.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, বিকেল ৫.০০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা, রাত ৯.৩০ বচ্চন, ১.৩০ মিনি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিধিলিপি, সন্ধে ৭.৩০ বড়বউ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধন, রাত ৯.০০ তোকে ছাড়া বাঁচব না

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গোলাপী এখন বিলাতে

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.১৫ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৩.১৫ আরআরআর, রাত ৯.০০ গদর-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.২৭ রক্ষা বন্ধন, দুপুর ২.০৫ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৫৮ সিম্বা, রাত ৮.০০ বিবাহ, ১১.১৬ বেদা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৭ লভ হস্টেল, দুপুর ১.২২ উঁচাই, বিকেল ৪.১৬ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ ক্রু, ১০.৫৬ লয়লা মজনু

রমেডি নাউ : বেলা ১১.০০ রুলস ডোন্ট অ্যাপ্লাই, দুপুর ২.৩২ পেনেলোপ, বিকেল ৫.৩৮ মি বিফোর ইউ, সন্ধে ৭.২৮ মাই সুপার এক্স গার্লফ্রেন্ড, রাত ৯.০০ হোয়াটস ইয়োর নম্বর? ১০.৩৮ এনিওয়ান বাট ইউ

লয়লা মজনু রাত ১০.৫৬ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

গদর-টু রাত ৯.০০ জি সিনেমা এইচডি

তোকে ছাড়া বাঁচব না রাত ৯.০০ কালার্স বাংলা

নল রাজার গড়ে হেরিটেজ সোসাইটি

চিলাপাতায় চলছে তকমা আদায়ে সমীক্ষা

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৭ জুন : চিলাপাতার নল রাজার গড়। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা জঙ্গলের অন্দরে থাকা প্রাচীন এই স্থাপত্য নিয়ে কম চর্চা নেই। ১৯৬৮ সালে রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে সেখানে খননকার্যও চালানো হয়। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী এই নল রাজার গড়কে গুপ্ত যুগের একটি দুর্গ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ১৫০০ বছরের পুরোনো এই স্থাপত্য যদিও এখনও হেরিটেজ তকমা পায়নি, এখনও সেটাকে নিয়ে রয়েছে অনেক রহস্য। এই স্থাপত্যকে হেরিটেজ তকমা দিতে কাজ শুরু করল আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটি। শনিবার সংগঠনের সদস্যরা জঙ্গলে ওই গড় পরিদর্শনে যান। সেখানে ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিক এবং বন দপ্তরের কর্তারাও।

হেরিটেজ সোসাইটির সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়ের কথায়, 'আলিপুরদুয়ার শুধু জঙ্গলে ঘেরা একটা জেলা নয়। জেলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি যথেষ্ট বিকশিত। সেগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং যথাযোগ্য মর্যাদা পাইয়ে দিতেই আমার কাজ করব।' কয়েকদিন আগেই জেলায় হেরিটেজ সোসাইটি গঠন করা হয়েছে। এদিনই প্রথম সোসাইটির সদস্যরা কোনও পুরোনো স্থাপত্য পরিদর্শনে গেলেন।

চিলাপাতার জঙ্গলে নল রাজার গড় পরিদর্শনে হেরিটেজ সোসাইটির কর্তারা।

বর্তমানে ওই গড়ের একটি প্রাচীরের কিছু অংশই মাটির ওপরে রয়েছে। সেটাও দেখা গেল আগাছায় ভরে গিয়েছে। প্রাচীরের মাপজোখ নেন গবেষকরা।

সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শুভময় দত্ত বলেন, 'পরিদর্শনকালে সোসাইটির প্রতিনিধিরা দুর্গটির ভৌত গঠন, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, পরিবেশগত পরিস্থিতি ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।'

এলাকাটি সাধারণ মানুষের সামনে উঠে এলে যেমন আগ্রহ বাড়বে, তেমনই পর্যটনের দিক থেকেও চিলাপাতা গুরুত্ব পাবে বলে মনে করছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। এদিন ওই পরিদর্শনে তিনিও ছিলেন। নল রাজার গড় যেন হেরিটেজ তকমা পায় সেই দাবি তিনি বিধানসভায় তুলবেন বলেও জানান।

অন্যদিকে, এদিন নল রাজার গড় পরিদর্শন করার পর হেরিটেজ তকমা পেতে রাজ্য সরকারকে জানানো বলে জানান মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়। ইতিহাসপ্রেমী পড়ুয়াদের কাছেও এটা গুরুত্বপূর্ণ রসদ হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরীর কথায়, 'নল রাজার গড়ের যে ইতিহাস সেটা ছাত্রছাত্রীদের জানা উচিত।' জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান জানান, সঠিক তথ্য পেলে পর্যটকদের জন্য সেখানে নানা তথ্য দিয়ে বোর্ড লাগানো যেতে পারে। সবটাই রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়েই করা হবে।

পোলোগংকা শৃঙ্গের পথে উত্তরের ১২

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : একেই উচ্চতাজনিত সমস্যা, তার মধ্যে অত্যন্ত ঠান্ডা হাওয়া। পদে পদে পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। এমন প্রতিকূল আবহাওয়াকে জয় করে পোলোগংকা শৃঙ্গে (৬,৩৯০ মিটার) পা রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ওঁরা। এক দুজন নয়, একসঙ্গে ১২ জন পর্বতারোহী এবার নতুন অভিযানে বের হচ্ছেন। উত্তরবঙ্গ থেকে জোট বেঁধে অতীতে এমন অভিযান হয়নি। সেদিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এমন অভিযানের। আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি, উত্তরের ছয়টি অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের এমন জোটের যাত্রা শুরু হচ্ছে ১ জুলাই থেকে। 'টিম নর্থবেঙ্গল'কে নেতৃত্ব দেবেন ভাস্কর দাস। বাকিরা হলেন জয়ন্ত সরকার, সুজয় বণিক, ত্রিদিব সরকার, ডঃ স্বরূপ খান, হীরক ব্রহ্ম, নবনীশ দত্ত, পিয়ালি বিশ্বাস, আমূল ঠাকুর, সায়ন ঘোষ, পার্থপ্রতিম দে এবং সুস্মিতা সরকার।

জানা গিয়েছে, ১ জুলাই শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে দিল্লি হয়ে পৌঁছাবে মানালি। সেখান থেকে দরচা ও লাদাখের সোকার লেক হয়ে দলটি বেস ক্যাম্পে পৌঁছাবে ৭ জুলাই। সবকিছু ঠিক থাকলে পোলোগংকা শৃঙ্গ আরোহণ শুরু হবে ১২ জুলাই। সেখানে উত্তরের 'পদচিহ্ন' এঁকে দলটির শিলিগুড়ি ফিরে আসার কথা ১৯ জুলাই। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের অগাস্টে লাদাখের পোলোগংকাতে প্রথম পা রেখেছিলেন মাইক রাত্তি, রিচার্ড ল, ট্রেভর উইলিস এবং নারিন্দার চাকুলা। তাঁরাও দলবেঁধে গিয়েছিলেন। একই পথে পা বাড়াচ্ছেন উত্তরের পর্বতারোহীরা।

সামার ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : পাহাড় থেকে সমতল। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের সমস্ত স্টেশনকে গুরুত্ব দিয়ে এবার শুরু হতে চলেছে সামার ফেস্টিভাল। রবিবার সকালে একটি সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে চলতি বছরের ডিএইচআর সামার ফেস্টিভাল শুরু হতে চলেছে। এদিন শিলিগুড়ির সুকনা থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত হবে এই র‍্যালিটি। এরপর জুনের ৯ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত হবে অঙ্কন, বলপয়েন্ট ডুডল, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। ১৪ এবং ১৫ তারিখ ডিএইচআরের (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে) ওপর তৈরি তথ্যচিত্র বিভিন্ন জায়গায় দেখানো হবে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৫৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৫৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./৩৭ অব ২০২৫, তারিখ: ০২-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ইয়ার্ডের উন্নয়ন - হটিগুয়ার, কানকি, সুরজকমল, ডালখোলা, টেলটা, সুধানি, বারসোই, মুকুরিয়া, আজমনগর, খুড়িয়াল, কুমেদপুর, ভালুকা রোড, হরিশচন্দ্রপুর, সামসি, কুমারগঞ্জ, একলাখি, আদিনা, গুপ্ত মালদা-তে (টিটিআর (পি) টিডব্লিউএস ও ডব্লিউসিএমএসসি)। টেন্ডার মূল্য: ৯,৯৭,৬৭,৬৬৯.৭৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৬,৪৮,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন (আপ এবং ডাউন) - টিআরআর (পি)-১৬.৩০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ১,৬৩,৪২,৭২৭.৩২ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৩১,৭০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বালুরঘাট স্টেশনে একটি স্টেবলিং লাইন নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ২,৭০,৬০,৩৬৫.৬৩ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৮৫,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ইয়ার্ডে উন্নয়ন - সামসি ইয়ার্ড। টেন্ডার মূল্য: ৫,৪৫,০৪,৮৭৭.৪৪ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৪,২২,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ইয়ার্ডের উন্নয়ন- রাণীনগর জলপাইগুড়ি-আমুয়াবাড়ি রোড - মোট ৮টি ইয়ার্ড। টেন্ডার মূল্য: ৪,৯৬,২১,৯৬৬.৯৫ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,৯৮,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৬। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএন/লাইন/ কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ধ্রুড জয়েন্টের আইএনএসআইটিইউ ফেব্রিকেশনের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ত্রুটিপূর্ণ ধ্রুড জয়েন্টের ক্যাজুয়াল পুনর্নবীকরণ। টেন্ডার মূল্য: ২,৮৭,৪৫,৭৭৬.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৯৩,৭০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৭। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএন/লাইন/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ৬০কেজি/ ৬০ইআই আর ২৬০ গ্রেড এবং ৫২কেজি ৯০ইউটিএস রেলের জন্য একক শট ক্রুসিবল পদ্ধতিতে ব্যবহারের জন্য এটি ওয়েল্ডিং অংশ এবং ওয়েল্ডিংয়ের সংকুচিত এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেমের উৎপাদন এবং সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য: ২,৫২,৮৭,৬৭৯.২০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৭৬,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৮। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএন/লাইন/ কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ইয়ার্ড উন্নয়ন কাজের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি, আমবাড়ি ফালাকাটা, আলুয়াবাড়ি রোড, বেলাকোবা, চটের হাট, ডুমডাঙ্গি, মজুরজান, রাণীনগর জলপাইগুড়ি, তিন মাইল হাট ইয়ার্ডে ব্যালাস্ট সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য: ৪,৩৪,৭৬,০০০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,৬৭,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৯। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএন/লাইন/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ইয়ার্ড উন্নয়ন কাজের জন্য রাঙাপানি, গাইসাল, পাঞ্জিপাড়া, কিষানগঞ্জ ইয়ার্ডে ব্যালাস্ট সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য: ৩,৪৪,১৮,৫০০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,২২,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ১০। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার ডিভিশনের পাকুর/বাকুড়িহ/তালঝারি/ রাজগ্রাম খনি থেকে ৫০ মিমি আকারের মেশিনে চূর্ণ করা পাকুর জাতের ব্যালাস্ট তৈরি এবং সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য: ৬,৪৭,৭৬,৯২০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৪,৭৩,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/১৯_২০২৫/কে/২৭৮, তারিখ: ০৪-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ১৯_২০২৫, কাজের নাম: "এসটিসি (এম)/শিলিগুড়ি জংশনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, যার মধ্যে রয়েছে সংস্কার কাজ অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স রুম, শ্রেণীকক্ষ, প্রশিক্ষক কক্ষ, কম্পিউটার রুম এবং মডেল রুম" -এর যান্ত্রিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৩৭,৯১,৯৭২/- টাকা, বায়নার অর্থ: ৭৫,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৭-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৭-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিদ্যুত সংস্কার কাজের সম্পাদন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিইই/সিওএন/আরই/এমএলজি/২/২০২৫, তারিখ: ০৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: ইএলসি-আরই-এমএলজি-০৫-২৪-২৫-জিএইচওআইআরজি, কাজের নাম: "ডিজেল ১৫০ আরই প্রকল্পের অধীনে ট্রিপ শেড/নিউ জলপাইগুড়ির কমিশনিংয়ের জন্য বিদ্যুতের সংস্কারের কাজ সম্পাদন।" টেন্ডার মূল্য: ৬৫,৫৯,৭৫৩.৬৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৩১,২০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ২৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টা পর্যন্ত এবং খোলা ২৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিইই/সিওএন/আরই, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৪-২৫; তারিখ: ০৪-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৪-২৫; কাজের নাম: ২ বছরের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন সহ ০৭টি ৮-চাকার টাওয়ার ওয়াগনের অন্যান্য প্রধান যন্ত্রাংশের জন্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ২,১৭,২১,২৬২/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৫৮,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এফআরপি -এর জায়গায় আরএমপিইউ -এর নিচে এসএস মেটাল ট্রাফের সরবরাহ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিবিডব্লিউএস-এনআইটি-০৭-২০২৫-২৬। তারিখ: ০৪-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারীদ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম: বাক্স আরএমপি পিপি ৭৫৫/২৪-২৫ -এর জন্য অনুমোদিত ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে এফআরপি ট্রাফের জায়গায় আরএমপিইউ -এর নিচে এসএস মেটাল ট্রাফের সরবরাহ। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ১৪,৫৫,২৩৬/- টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১,৮৭,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য ই-টেন্ডার ২৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল_ডিইএন_২০_২৫-২৬; তারিখ: ০৪-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং.: ইএল_ডিইএন_২০_২৫-২৬; কাজের নাম: "কাটিহার ডিভিশনের ডালখোলা স্টেশনের সুরজকমলের মেজর ওডস অফিসে গুদামের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৬৮,৭৪,৯৮৮.৩৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৩৭,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ARMY PUBLIC SCHOOL, BENGDUBI
PO : BENGDUBI, DIST : DARJEELING (WB)
PHONE NO : 2480238, MOB NO : 8207070238

HEADMASTER/HEADMISTRESS OF PRIMARY WING REQUIRED ON REGULAR BASIS

Army Public School, Bengdubi invites applications from dynamic, experienced candidates having good inter personal communication & IT skills.

Eligibility Criteria :- (a) Graduation in any specialization with minimum 50% marks in each an overall aggregate. **(b)** B.Ed, M.Ed/ B.El.Ed/ two years diploma in elementary education. **(c)** Minimum 08 years of teaching experience with atleast of 05 years as PRT in a CBSE recognized school. **(d)** Age - Maximum 55 years and 57 years for ESM/teachers from the same school. **(e)** Qualified in CTET and OST. **(f)** IT/Computer literate. **(g)** Teachers from the same school who fulfill the minimum QR as laid down above would be preferred.

Pay & allowances :- As per School norms.

How to Apply :- Interested candidates may download application form available on school website '**apsbengdubi.org**' and submit the same duly completed alongwith passport size photograp, photocopies of all testimonials/ certificates in a sealed envelopes duly marked "**Application for the post of Headmaster/Headmistress" by Registered Post/Speed Post / by hand to APS Bengdubi latest by 21 Jun 2025.** Incomplete applications and application received after due date will be rejected.

Selection Process :- Through Panel Interview (Only candidates shortlisted, based on qualification, experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview. Those who have applied earlier may apply afresh.

Note :- The decision of school management shall be final and binding in candidate selection.

Sd/- Principal

CINEMA
সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
HOUSE FULL-5
*ing: Akshya Kumar, Riteish Abhishek Bachahan & Others.
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
AC/Dolby Digital

টিউশন

■ Tuition বাংলা মিডিয়াম W.B.B.S.E,Class : I-V, সব Subject, VI-X Arts group. Call :8918197032 (C/113509)

■ বাড়ি গিয়ে যত্ন সহকারে V- XII Math/Sci(CBSE,ICSE,WB) পড়ানো হয়। M:62975-61996 (Slg) (C/116400)

■ Math Tuition Class : 11-12 All Boards and B.Tech .(M)7866811842(C/116400)

■ B.Sc. Physics (Hons.) Tuition For All Semester, 8167043343.(C/113505)

Private Tutor:
LLB course, HS POL Science, Legal Studies (CBSE 11-12)
Judicial service exam coaching Siliguri
9832302513 (whatsapp)
8918567998

ভাড়া

■ Shop For Rent Shantinagar Bou Bazar, Siliguri. (M) 9547453726.(C/113506)

■ 3 BHK, G.floor for Rent, Babupara Extn. SLG.(M) 9434096777 (C/116400)

■ শেঠ শ্রীলাল মার্কেট-এ একটা ছোট দোকানঘর ভাড়া দেওয়া হবে, ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। M-7318939445.

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/- (C/116801)

ব্যবসা - বাণিজ্য

■ বাসন ঘষা প্যাড উপলব্ধ-৪৫ টা প্যাকেটে ১২ টা ফ্রি ৩ টে ১ প্যাকেটে আকর্ষণীয় প্যাকেজিং (মো) ৮০১৬৩২১২০৬-শিলিগুড়ি। (C/116754)

■ লটাগুড়ি, শিলিগুড়ি, গরুমারাতে হোটেল/রিসর্ট তৈরির জন্য পার্টনার/ইনভেস্টার চাই-8420164388.(K)

স্পোকেন ইংলিশ

■ সহজ উচ্চারণ চর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার গ্যারান্টি। ডাকযোগে ৩ মাসের কোর্স। 97335-65180, শিলিগুড়ি। (C/116802)

চিকিৎসা

■ বিশিষ্ট প্রবীণ হোমিওপ্যাথ ডাঃ পি. আর. দত্ত প্রতিমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সেবক রোড ও পানিট্যাঙ্কি মোড় সংযোগস্থলে অবস্থিত হিমালয় হোমিও ফোন নং ৯৪৩৪০৪৫৮০৪ উপস্থিত থাকেন এবং প্রতিমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শনিবার কোচবিহার এম.জে. এন স্টেট হাসপাতালের বিপরীতে কৃষ্ণগোপাল হোমিও হল-এ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন, ফোন নং ৯৪৭৪৯৬৬২৩০। চিকিৎসা প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন। (C/116753)

Affidavit

■ I Prof. Dr. Sanjoy Kumar Mallick S/o Lt. Chitta Ranjan Mallick, R/o Ward 40, Slg, Pin-734001, do hereby declare that I have changed my name to Prof. Dr. Sanjay Mallick, vide Affidavit dt. 04/06/2025 before the Court of Ld. EM, Slg. (B/S)

ক্রয়

■ Flat required 1st/2nd Hand, 1st/2nd Floor. Approx-900 sq.ft. within 29 Lac in Siliguri. Contact-9531558336/ 9531558334. No Broker. (C/116748)

স্মরণে

■ শ্রী সিতাংশু বোস, পঞ্চদশ তম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার সাথে তোমাকে স্মরণ করছি। আমাদের প্রণাম নিও। পরিবারবর্গ, সিতাংশু নিবাস, কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116397)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ বন্দেভারত ট্রেনে কাশ্মীর 28/9, 08/10, লে-লাদাখ 27/9,অরুণাচল 26/9, রাজস্থান 8/10, হিমাচল সঙ্গে অমৃতসর 8/10, কেরল 10/10,আন্দামান যে কোনও দিন। 9733373530(K)

কোচবিহার ট্রাভেল

■ প্রধান বিল্ডিং, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। শ্রীলঙ্কা-৩০/৯, থাইল্যান্ড-৫/১০, সিঙ্গাপুর মালেশিয়া- ১০/১০, ভিয়েতনাম-১৫/১০, দুবাই-১৬/১০, ঈজিপ্ট-১৮/১০, ২৪/২২, বালি-২৩/১০, ২৭/১০, আমরা দেশ-বিদেশের কাস্টমাইজ স্পেশালিস্ট। 7797473127/9932204885 (C/A)

বিক্রয়

■ Ready Flat For sale, at Subhaspally 3rd Floor (Top) East, North, South open. 1244 sqft. @ 4000/-, Parking 5 Lakh. 7029554569. (C/113505)

■ শিলিগুড়ি সুভাষপল্লিতে 2 BHK/1 BHK Flat বিক্রয় হইবে, গ্যারাজ সহ। (M) 8910898792. (C/116755)

■ লেকটাউনে 3 কাঠা জমির ওপর দোতলা বাড়ি বিক্রয় হবে। দাম-1.3 CR. দালাল নিষ্প্রয়োজন। M-8927208668. (C/116716)

■ 2 BHK Flat for Sale. 921 sqft. দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। Ph. 9832042613. (C/116400)

বিক্রয়

■ Acropolis Mall 300 M.S. Kolkata, S. Furn. 2 BHK 1st Fl. 720 Sft Flat & 140 Sft PVT Garage, No lift. @ 42 L, No Broker. M : 9820250571. (K)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/116396)

■ সত্বর বিক্রয়যোগ্য বাড়ি- রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি-শান্ত বাসযোগ্য পরিবেশ ৩.৫ কাঠা (+রাস্তা) সুপরিকল্পিত দোতলা বাড়ি, ৪ শোবার ঘর, বসার ঘর, ডাইনিং, রান্নাঘর, ৩ টয়লেট, ২ ব্যালকনি, বারান্দা, পুজোর ঘর, সার্ভেন্ট টয়লেট, ছাদ, বাগান। দক্ষিণ-পূর্ব খোলা। হাসপাতাল, বাজার ও স্কুলের নিকটে। যোগাযোগ করুন 8145776160, 8848473184, মূল্য ৭৫০০০০০. (C/116777)

■ মালবাজার রামকৃষ্ণ কলোনির কালী মন্দিরের পাশে ৪ কাঠা জমি বিক্রয়, রাস্তা ৫'। M-9832603787. (C/116763)

■ জলঃ রায়কতপাড়ায় 3 কাঠা জমি সহ একতলা পাকা বাড়ি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। 62977-09733 (9 A.M.-5 P.M.). (C/116604)

■ জলপাইগুড়ি রেসকোর্সপাড়ায় জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ- 9434217142. (C/116608)

বিক্রয়

■ 3 BHK 1325+ 135 ফ্ল্যাট বিক্রয়। গোপাল মোড়, শিলিগুড়ি। মূল্য-37 লাখ। (M) 8759115645. (C/116400)

কর্মখালি

■ বাড়ির জন্য সারাদিনের কাজের মহিলা চাই। Time - 9 টা থেকে 7 টা। Ph. No.- 7407478701. (C/116395)

■ Required candidates as operation Management, mail your CV to hr.bbauspiciouspvtltd@gmail.com, for details call 7605033771. (C/116771)

■ গৃহস্থ বাড়ির রান্নার জন্য পিছুটানহীন মহিলা চাই। থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।(M) : 8116441786.(C/116399)

■ Anandaloke Siliguri needs Experienced A.C. Mechanic. Salary negotiable. Call 8116610703.(C/116398)

■ Required qualified and experienced person for Logistic Incharge, RM Store Incharge and Floor Supervisor in highly reputed packaging industry at Sadarpara, Jalpaiguri. Walk in inteview on 09th June & 10th June 2025. Contact person for interview : 9144400704.(C/116775)

■ Require Accountant with min-5years experience. Call : 9064429678.(c/116801)

■ কুচবিহার, শিলিগুড়ি এলাকায় বাড়ি থেকে পার্ট/ফুলটাইম পরামর্শমূলক কাজে আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ান। M/F (20-60 বৎঃ) চাই। 9830364767. (K)

কর্মখালি

■ SIP Abacus হাকিমপাড়া এবং জ্যোতি নগরের শিক্ষকতার জন্য(part time) স্নাতক মহিলা আবশ্যক। কাজের সময় :- Friday : 5 P.M. to 9 P.M. | Saturday : 11 A.M. to 8 P.M. | Sunday : 9 A.M. to 7 P.M.। মাসিক বেতন 6000/- প্রশিক্ষণ খরচ দিতে হবে। ১০০% চাকরির নিশ্চয়তা। Biodata নীচে দেওয়া mobile number-এ পাঠাতে হবে। @9064042757, কোনো phone call গ্রহণ করা হবে না।

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির রান্নার জন্য পুরুষ চাই। থাকা, খাওয়া মাহিনা দিয়ে। 7908176630. (C/116802)

■ FCC-তে মহিলা কাউন্সিলার আবশ্যক। Qul : MSW, Age : upto 35 yrs, Walk in interview : 13.06.2025(১১টা-৩টা), 'ডামরী', সূর্যনগর, আলিপুরদুয়ার, M- 7001707230. (C/115587)

■ মাথাভাঙ্গায় বাড়ির কাজের ও বাচ্চা দেখাশোনার জন্য ২৪ ঘণ্টা কাজের মহিলা চাই। বেতন - 10000/- । (M) : 9932473964. (C/116400)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই(প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9000/-। যোগাযোগ ঃ 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116802)

■ Required an experience & responsible, Accountant at Namkeen manufacturing unit, Duty hr. 10, Salary : 15k & above. Candidate must be from Siliguri. Call : 89182 - 31429. (C/116802)

কর্মখালি

■ Vacancy for 01 receptionist(Bidhannagar) & 02 post for Sales Exec(Bidhannagar & Malbazar) with Driving Experience. Experienced candidates required. Interview venue-09th Jun 25 at Laksh Automobiles(auth. Tata Motors), Milestone Building, Sevoke Road, Siliguri. Cont : 97350-00373. (C/116803)

■ Gangtok Mall, Hotel & Din. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 9434117292. (C/116804)

■ Required Staff with knowledge and experience of Accounting, Tally, Excel, GST, Income Tax for CA FIRM in Khalpara, Siliguri. Mob : 9832501064. (C/116804)

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির দিনরাত কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক। বেতন-6,500/-। (M) 9832489139. (C/116805)

■ শিলিগুড়ি লেকটাউনে উকিলের চেম্বার ও বাড়ির টুকিটাকি কাজের জন্য কমবয়সি বিশ্বস্ত ছেলে প্রয়োজন। বেতন 4500/- - 6000/-. (M) 8250267065. (C/116780)

■ মুম্বইয়ে ঘরের কাজের জন্য গৃহকর্মী/পরিচারিকা চাই। বয়স (৪০-৫৫) বছরের মধ্যে, হিন্দি ভাষা জানা জরুরি। ভালো বেতন এবং পারিশ্রমিক। ধূমপানকারী, মদ্যপানকারী, পান, গুটখা ভক্ষণকারী গ্রহণযোগ্য নয়। যোগাযোগ : ৭০০১৬৮৬১১০. (C/116806)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোর মতন, ফুলের মতন। (উপরে) সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, প্রগতির জন্য প্রার্থনা। (নীচে) কলকাতার রেড রোডে ইদের নমাজ। শনিবার। ছবি-পিটিআই।

কোর কমিটিকে ডাক কলকাতায়

কেষ্টর অডিও ক্লিপ সামলাতে পদক্ষেপ

কলকাতা ও রামপুরহাট, ৭ জুন : বীরভূম জেলা তৃণমূলের নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এবার বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার ঘটনায় পুলিশকে কার্যত ফ্রি হ্যান্ড দিল নবান্ন। একই সঙ্গে ১৪ জুন বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির ৯ সদস্যকেই তৃণমূল ভবনে ডেকে পাঠিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। অনুব্রত ওরফে কেষ্টর আচরণ যে দল কোনওভাবেই বরদাস্ত করে না, তা তাঁকে শনিবার ফোন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বক্সী।

একই সঙ্গে কেষ্টর অডিও ক্লিপ নিয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা নিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বীরভূমের কোর কমিটির ৯ সদস্যকেই ডেকে সতর্ক করে দেওয়া হবে। সেদিন বীরভূমের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকেও তৃণমূল ভবনে থাকতে বলা হয়েছে। কেষ্টর এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'বীরভূম জেলার কে পুলিশ সুপার হবেন, তা ঠিক করে দিতেন অনুব্রত। যে পুলিশকে উনি চমকালেন, সেই পুলিশই অনুব্রত মণ্ডলের উইকেট পড়ে যাওয়ার পর সিবিআইয়ের হাত থেকে বাঁচতে অনেক কিছু করেছেন।'

> মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে আমি দল করি। এই দল করতে গিয়ে আমার দুই ভাই ও বাবাকে হারিয়েছি। তাই দলের প্রতি আনুগত্য আমি কারোর কাছে শিখব না। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ ছাড়া অন্য কোনও কথা বেরোবে না। দলের নির্দেশে আমি চলি। কে কী বলল, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।
>
> **কাজল শেখ**

এতকিছুর পরেও বীরভূমে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল কিন্তু থামছে না। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সাঁইথিয়া ব্লকের তৃণমূল সভাপতি সাবের আলি। তাঁর বক্তব্য, 'জেলা পরিষদের সভাধিপতি দলের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছেন। বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভা আসন দখল করতে পারেন একমাত্র অনুব্রত মণ্ডল। কারণ তিনি সংগঠনকে তিলে তিলে তৈরি করেছেন। সাঁইথিয়া ব্লকে সভা ডাকতে পারেন শুধুমাত্র পর্যবেক্ষক অভিজিৎ সিংহ বা রানা। কিন্তু সভাধিপতি নোংরামি করছেন। দলটা সভাধিপতির বাড়ির সম্পত্তি নয়।' যদিও সাবের আলির বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ কাজল শেখ।

তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে আমি দল করি। এই দল করতে গিয়ে আমার দুই ভাই ও বাবাকে হারিয়েছি। তাই দলের প্রতি আনুগত্য আমি কারোর কাছে শিখব না। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ ছাড়া অন্য কোনও কথা বেরোবে না। দলের নির্দেশে আমি চলি। কে কী বলল, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। শীর্ষ নেতৃত্ব যা বলবেন, আমি তাই মেনে চলব।'

সমস্যা রোধে উদ্যোগী শিশু কমিশন

নিঃসঙ্গ শিশুকে নিয়ে উদ্বেগ

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুন : ঠাকুমা-দাদুর সঙ্গ অমিল। শিশুরা পাচ্ছে না তাঁদের স্নেহের পরশ। আধুনিক পরিবারের বাবা-মায়ের জোড়া ব্যস্ততায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে শিশুরা। বাড়ছে মোবাইল ফোন ব্যবহারের আসক্তি। নিজের বাড়ির থেকে বাইরের জগৎটাই আপন বলে বেছে নিচ্ছে শিশু মন। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবার ক্রাইম, একাকিত্ব, বাল্যবিবাহ, অপহরণ। আধুনিক পরিবারে বাবা-মায়ের দায়িত্বশীলতা নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করছে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে অভিভাবকত্ব নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে কমিশনকে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আলাদাভাবে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন তাঁরা। শিশু সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমাজের সব পক্ষের সঙ্গেই কথা বলছেন কমিশনের সদস্যরা। ব্লক পর্যায়ের কর্মসূচিতে বর্তমান প্রজন্মের বাবা-মায়েদের অভিভাবকত্ব নিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে তাঁরা।

কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, 'এখন শিশুরা চায় বাবা-মা তাদের বন্ধু হোক। সন্তান তার বাবা-মাকে দেখেই শেখে। এখনকার বাবা-মায়েরা নিজেদের গুরুত্ব দিতে ভুলেছে। তাই সন্তানদের কাছে তাঁরা আদর্শ হয়ে উঠতে পারছে না। শিশু যখন অপরাধ করে তাকে দোষারোপ না করে কাজটা কেন করল সেই প্রশ্ন আগে করা উচিত। মন খুলে কজন শিশু কথা বলতে পারে জানি না।'

চলতি বছর ৯ জুন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবসে এবছরের থিম, 'মনের কথা কই'। সেখানে শিশুদের মানসিক সুস্থতা, ব্যক্তিগত পরিসর সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। শিশুবান্ধব পুলিশদের পুরস্কৃতও করা হবে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে নির্বাচনি প্রচারে বা ধর্মীয় কর্মসূচিগুলিতেও শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে। শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ ক্রমাগত বাড়ছে। এসব নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করছে কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে পদক্ষেপ করা হয়। প্রথমে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করা হয়। পুলিশের থেকে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাওয়া হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। অভিযোগ জানানোর জন্য হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে। বিভিন্ন জেলা স্তরে আধিকারিকরা রয়েছেন। প্রতিনিয়ত তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় রাখা হয়। থানাগুলি থেকে মাসিক রিপোর্ট আসে কমিশনের কাছে।

রাজ্যজুড়ে ক্রমেই বাল্যবিবাহ বাড়ছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, 'ছোট থেকে মেয়েদের বোঝানো হয়, বিয়েই একমাত্র সমাধান। এর নেপথ্যে দারিদ্র্যও অন্যতম কারণ। এই চিন্তাভাবনাগুলি বন্ধ করতে হবে। আইন এনে সমস্ত কিছু রদ করা যায় না। যতক্ষণ না নিজেদের সচেতনতা আসে।'

জট কাটিয়ে রেড রোডে ইদ পালন

মোদিকে 'কাপুরুষ' আখ্যা ফিরহাদের

কলকাতা, ৭ জুন : সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে ঐতিহ্য মেনে কলকাতার রেড রোডে ইদুজ্জোহার নমাজ অনুষ্ঠিত হলেও শনিবার রাজনৈতিক তরজা বজায় রইল বিজেপি-তৃণমূলের। সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিজাব পরা একটি ছবি পোস্ট করে বিজেপি সমাজমাধ্যমে এই উৎসবকে কটাক্ষ করার পরেই শুরু হয় জল্পনা। পালটা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর মাথায় কাপড় জড়িয়ে ইদ পালনের ছবি পোস্ট করা শুরু করেন তৃণমূলপন্থীরা। চেতলা মসজিদে নমাজ শেষে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম প্রধানমন্ত্রীকে 'কাপুরুষ' আখ্যা দেওয়ায় রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির পারদ চড়ে আরও। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে ফিরহাদকে 'পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ' বলে মন্তব্য করেন। পাশাপাশি বঙ্গ বিজেপিও সমাজমাধ্যমে 'দেশদ্রোহী' বলে দাগিয়ে দেন ফিরহাদ ওরফে ববিকে।

প্রতি বছরের মতোই সকাল ৮টায় নমাজ পাঠ শুরু হয় রেড রোডে। ৩১ মে 'ক্যালকাটা খিলাফত কমিটি'-কে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ড রেড রোডে নমাজের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত জটিলতা কাটলে দুশ্চিন্তা কমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এদিন পার্ক সার্কাস ময়দানের নমাজে উপস্থিত হন সাংসদ নাদিমুল হক, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান ও মেয়র পরিষদ দেবাশিস কুমার সহ অনেকেই।

এদিন 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে ফিরহাদের বক্তব্য, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। অপারেশন সিঁদুরে সেনাবাহিনী লড়াই করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কোনও কৃতিত্ব নেই। বরং বড় দেশের ভয়ে তিনি কাপুরুষের মতো সেনাবাহিনীকে আটকে দিয়েছেন। আবার রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে সেনার সাফল্য নিয়ে তিনি রাজনীতি করছেন।' তাঁর মন্তব্যকে 'দেশদ্রোহিতা' বলে দাগিয়ে দিয়ে বঙ্গ বিজেপি সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে, এই ফিরহাদই একসময় কলকাতার একটি অংশকে 'মিনি পাকিস্তান' বলেছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে কাপুরুষ বলার অধিকার নেই। অমিত মালব্যর কটাক্ষ, ববির এমন মতামত প্রমাণ করছে যে, তিনি জাতীয় নিরাপত্তার ঊর্ধ্বে গিয়ে ঘৃণাকেই প্রাধান্য দেন। ভারত সরকার ও তার নেতৃত্বকে তুচ্ছ করার অধিকার এই পাকিস্তানি রাজনীতিবিদের নেই।

তাছাড়া মধ্যপ্রদেশের বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র নারীদের পোশাক সংক্রান্ত সাম্প্রতিক মন্তব্যকে সমালোচনা করে এদিন ফিরহাদের বক্তব্য, 'বিজেপি একটি নারী বিদ্বেষী দল। এদের মনে ময়লা ও অবিচার আছে বলেই দুর্গার রূপ নারীদের অপমান করে।' বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে কটাক্ষ করে ববির মত, 'বাংলা শ্রীচৈতন্যদেবের স্থান। প্রকৃত হিন্দুরা অন্যের ধর্মকেও সম্মান করে। আমি যে মসজিদে প্রার্থনা করি তার পাশেই দুর্গাপুজো হয়। হিন্দুত্বের প্রসঙ্গ তুলে ভোট হয় না।'

'কুকথা' বন্ধ করতে কড়া সতর্কবার্তা

পরপর ঘটনায় বিড়ম্বনা ঘাসফুলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ জুন : বিভিন্ন সময়ে দলের নেতা ও মন্ত্রীদের কুকথা ও আপত্তিকর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করেছে শাসকদল তৃণমূল। তারপরও ছবি বদলায়নি। একের পর এক বিষয়ের ওপর এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। তাতেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনিতেই বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর 'কদর্য ভাষায়' অডিও কাণ্ড নিয়ে দল রীতিমতো অস্বস্তিতে। তার ওপর অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পান্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আপত্তিকর মন্তব্য।

সর্বশেষ চাকরি নিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রর মন্তব্য। এসবই তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলছে। শনিবার দলীয় সূত্রের খবর, এবার কড়া হাতে দলের নেতাদের মুখ বন্ধ করতে 'জরুরি সতর্কীকরণের' সিদ্ধান্ত নিচ্ছে দল। দলের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে নেতা মন্ত্রীদের 'কুকথার মুখ' বন্ধ করতে চান দলনেত্রী ও অভিষেক দু'জনেই। এ ব্যাপারে দলের তরফে জরুরি নির্দেশিকা দলের সর্বস্তরে পাঠানোর ব্যাপারে আলাদাভাবে দু'জনের সঙ্গেই কথা হয়েছে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর।

দলে অভিষেক ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে দলের নেতা ও মন্ত্রীদের এ ধরনের কুকথা ও আপত্তিকর মন্তব্য মোটেই পছন্দ নয় অভিষেকের। বিশেষ করে বিদেশ সফর সেরে ফিরেই অনুব্রত মণ্ডলের অডিও কাণ্ড ও পরবর্তীতে তাঁর আচরণ মোটেই ভালোভাবে নেননি অভিষেক। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে দলনেত্রীর কথাও হয়েছে। দলের ভাবমূর্তি ও স্বার্থরক্ষায় দলের পক্ষ থেকে কেষ্টর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষপাতী অভিষেক। দলনেত্রীর সঙ্গে আলোচনায় অভিষেক তাঁকে সে কথা জানিয়েছেন।

তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, সার্বিকভাবে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া এড়াতে চাইছেন দলনেত্রী ও অভিষেক দু'জনেই। সেই কারণেই দলের কিছু নেতা-মন্ত্রীর মুখে লাগাম পরাতে কড়া সতর্কবার্তা জারি করার পদক্ষেপ নিচ্ছে দল।

কত্ত মানুষ...শনিবার হাওড়ায় নমাজ পড়া দেখছে এক খুদে। ছবি-পিটিআই।

বাদল অধিবেশনে বিধায়কদের হাজিরার হুইপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জুন : বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে তৃণমূলের বহু বিধায়ক গরহাজির ছিলেন। এমনকি বাজেট পেশের পরে অর্থ দপ্তরের আলোচনার দিন হুইপ জারি করা সত্ত্বেও ২২৫ জন বিধায়কের মধ্যে ৪০ জন বিধায়ক হাজির হননি। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার থেকে বিধানসভার বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। এই অধিবেশনে সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে শনিবারই হুইপ জারি করলেন শাসকদলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। দলের বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন হলে বিধানসভার অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে তবেই অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকা যাবে। এছাড়াও কেউ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে পদক্ষেপ করা হবে বলেও এদিনের হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, 'অধিবেশন চলাকালীন সব বিধায়কের উপস্থিত থাকা উচিত। কারোর কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা থাকলে তা আগে থেকে অধ্যক্ষের কাছে অনুমতি নিয়ে ছুটি নিতে হয়। কিন্তু কয়েকজন বিধায়কের অধিবেশন চলাকালীন অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটা কখনই বরদাস্ত করা যায় না।' রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অধিবেশন চলাকালীন সব বিধায়কের থাকা প্রয়োজন। কারণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই কারণে সব বিধায়ককে অধিবেশন চলাকালীন উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।'

বিধানসভার শীতকালীন ও বাজেট অধিবেশনে বিধায়কদের অনেকের অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা দলের পরিষদীয় দপ্তরের কাছে জমা পড়েছে। এই দুই অধিবেশনেই রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি একদিনও আসেননি। এছাড়াও ৪০ জন বিধায়ক বিধানসভায় নিয়মিত আসেন না। তাঁদের অধিকাংশ কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার। আবার কেউ কেউ প্রথমার্ধে এসে সই করে বিধানসভা থেকে চলে যান। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'বিধায়কদের এই অনুপস্থিতির কারণে যে কোনও দিন সরকার পড়ে যেতে পারে। বার বার বলা সত্ত্বেও কেন বিধায়করা উপস্থিত থাকেন না? বিজেপি যে কোনও দিন অনাস্থা নিয়ে আসবে। বিধায়করা না থাকলে কী করে সরকার টিকবে?' তার পরই বিধায়কদের হাজির থাকতে হুইপ জারি করেছিলেন মুখ্য সচেতক। কিন্তু তারপরও সব বিধায়কের উপস্থিতি দেখা যায়নি। বাজেট পাশ হওয়ার দিন বিজেপি ওয়াকআউট করেছিল। তাই ধ্বনি ভোটে বাজেট পাশ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রায় ৪০ জন বিধায়ক ওই দিন আসেননি। সেই কথা মাথায় রেখে এবার বাদল অধিবেশনে বিধায়কদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে চাইছে তৃণমূল। বাদল অধিবেশনে শাসকদলকে যে বিভিন্ন ইস্যুতে চাপের মুখে পড়তে হবে, তা বুঝতে পারছেন তাঁরা। তাই বিধানসভায় পূর্ণ শক্তি নিয়ে তৃণমূল থাকতে চাইছে।

ধান সংগ্রহে রেকর্ড রাজ্যের

কলকাতা, ৭ জুন : চলতি খরিফ মরশুমে ধান সংগ্রহে রেকর্ড গড়ল রাজ্য সরকার। খাদ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যের সরকারি ধান সংগ্রহ প্রকল্পে সংগ্রহ করা হয়েছে মোট ৫৪ লক্ষ ৮৬ হাজার মেট্রিক টন ধান। এতদিন পর্যন্ত এই মরশুমে ধান সংগ্রহের সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন। ধান সংগ্রহের রেকর্ড ছাড়ানোর পাশাপাশি রাজ্যের র‍্যাশন দোকানগুলিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্যও উদ্যোগী হয়েছে খাদ্য দপ্তর।

গত ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের আমন ধান সংগ্রহের পরিমাণ ৫০ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি। বোরো ধানের মরশুমে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে খাদ্য দপ্তর। রাজ্য সরকার কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানোর ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে।

র‍্যাশন দোকানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছোনোর জন্য একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কোনও মাসের গম ও চালের বরাদ্দ র‍্যাশন ডিলারদের হাতে পৌঁছোতে হবে আগের মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে। প্রতি মাসের ৭০ শতাংশ বরাদ্দ আটা আগের মাসের শেষ তারিখের মধ্যেই ডিলারদের কাছে সরবরাহ করা হবে। বাকি ৩০ শতাংশ পৌঁছোবে চলতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে।

জরুরি তলব ঠিকাদারদের

কলকাতা, ৭ জুন : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে বহু ঠিকাদার ও সংস্থা পিছিয়ে রয়েছে। তাতেই উদ্বেগ বেড়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের পর এই নিয়ে আরও চাপ বেড়েছে দপ্তরের। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজে পিছিয়ে থাকা ঠিকাদারদের কারণ দর্শাতে সোমবার উত্তরকন্যায় জরুরি তলব করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। কী কারণে কাজ পিছিয়ে, অসুবিধাই বা কোন জায়গায় তা বিস্তারিতভাবে ঠিকাদারদের কাছে জানতে চাওয়া হবে ওই বৈঠকে। সন্তোষজনক উত্তর না মিললে ব্যবস্থা নেবে দপ্তর। শনিবার দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান, 'সময়মতো কাজ শেষ করাই দপ্তরের মূল লক্ষ্য। সামনের বছরের শুরুতেই বিধানসভা ভোট। সময় কম। কাজ সারতে হবে দ্রুত। নতুন কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার কাজও ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কাজের জন্য ২৪১ কোটি টাকার টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।'

কোচবিহারের শীতলপাটির কদর কলকাতায়

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ জুন : গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গবাসী। স্বস্তির খোঁজ পেতে কখনও কিনছেন মাটির হাঁড়ি, কখনও বা লাইন দিচ্ছেন এসি-ফ্রিজের দোকানে। তবে প্লাস্টিকের মাদুরের যুগে মানুষ ভুলতে বসেছে শীতলপাটির অস্তিত্ব। গ্রাম বা মফসসলেও এখন আর শীতলপাটি বিছিয়ে জল-বাতাসা দেওয়া হয় না অতিথিদের। অবশ্য বিগত কয়েক বছরে পরিবেশবান্ধব জিনিসপত্রের চল শুরু হওয়ায় কিছুটা শান্তির ছোঁয়া পেতে দক্ষিণবঙ্গের মানুষের ভরসা কোচবিহারের শীতলপাটি। নিউটাউনে 'বাংলার হাট'-এর স্টলে দাঁড়িয়ে সামনে শীতলপাটির পসরা সাজিয়ে এই গল্পই শোনাচ্ছিলেন কোচবিহারের ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ দে। ব্যবসা কেমন চলছে প্রশ্ন করতেই হাসি মুখে বিদ্যুতের জবাব, 'কলকাতার মানুষ শীতলপাটি কিনতে বেশ আগ্রহী। অনলাইনে কিনলে অনেক দাম পড়ে। জিনিসটাও ভেজাল হয়। তাই কোচবিহারের আসল শীতলপাটি কিনতে ভিড় কিছুটা হচ্ছে।'

বাংলার হাটে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া সহ অন্যান্য জেলার স্টলের ঠিক পাশেই রয়েছে কোচবিহারের স্টল। শুধু কার্পেটই নয়, সেখানে সারি সারি সাজানো শীতলপাটির তৈরি ব্যাগ, আসন ও ঘর সাজানোর সামগ্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চলতি বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলার প্রতিটি জেলার হস্তশিল্পকে রক্ষা করতে শুরু হয়েছিল 'বাংলার হাট'। পর্যায়ক্রমিকভাবে একাধিক জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিজেদের হাতে তৈরি শিল্প নিয়ে হাজির হন এখানে। গত ২৭ মে থেকে চলতি মাসে ১০ তারিখ পর্যন্ত বসার সুযোগ পেয়েছেন কোচবিহারের ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ। তাঁর বক্তব্য, 'বিকাল হলে ক্রেতারা আসেন। অবশ্য মাদুরের দামে কিনতে চাইলে শীতলপাটি বেচা সম্ভব নয়। এর দাম একটু হলেও বেশি। তবে বেশ কিছু ক্রেতা ঠান্ডার আমেজ পেতে বিছানায় পাততে শীতলপাটি কিনছেন। তাছাড়া এখন মানুষের শৌখিনতা বেড়েছে। তাই বেশ কিছু পুতুল ও ব্যাগের ব্যবসা হচ্ছে। অবশ্য কোনও কোনও দিন বউনিও হয় না। সরকার টাকা দেয় বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।'

নিউ টাউনে বাংলার হাটে সাজানো কোচবিহারের শীতলপাটি।

বিদ্যুতের মতো জেলার অন্য ব্যবসায়ীরাও সরকারি তরফে বিভিন্ন মেলায় ব্যবসা করতে যান। বিদ্যুৎ বলেন, 'জেলা শিল্প কেন্দ্র থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাঠানো হয়। দিনপিছু সরকারের তরফে ৭৫ টাকা করে পাই। মাসে একবার বা দু'বার বৈঠকের সময় জেনারেল ম্যানেজার ঠিক করে দেন প্রতি মাসে কোন জায়গায় পসরা নিয়ে বসব। আগের মাসেই আসানসোলের মেলায় গিয়েছিলাম।' কোচবিহার জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার খুসরাত আলম জানান, 'অন্য জেলায় ব্যবসায়ীরা গেলে সরকারের তরফে যাতায়াতের খরচ দেওয়া হয়। তবে জেলার মধ্যে থাকলে সেটা দেওয়া হয় না। অন্য রাজ্যেও ব্যবসায়ীদের হস্তশিল্পের পসরা নিয়ে পাঠায় সরকার। মেলার পরিচালকেরা আমাদের জেলাভিত্তিক তালিকা পাঠালে সেই অনুযায়ী ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আমরা বিভিন্ন জায়গায় পাঠাই।'

সফর রহস্য

দিনকয়েক আগে পরপর বাংলায় ঘুরে গেলেন নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা। রাজ্যের দুই প্রান্তে। আসল লক্ষ্য কী তাঁদের? এখন থেকেই কি নির্বাচনের বাজনা বাজালেন তাঁরা? রাজ্যজুড়ে চর্চা। উত্তর সম্পাদকীয়তে এবার তা নিয়েই আলোচনায় তিন সাংবাদিক।

আদৌ ভোটের দামামা নয়

পুলকেশ ঘোষ

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়...

ভারতীয় জনতা পার্টির কথা বলছি। ২০১১ সালে এই বাংলায় পরিবর্তন হল। ৩৪ বছরের শাসন শেষে বাম বিদায়ের পর তৃণমূল এল রাজ্যের ক্ষমতায়। সেই বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৪ শতাংশ পেয়েছে বটে, কিন্তু একটিও আসন পায়নি।

২০১৪ সালে তাদের আসন পাওয়া শুরু। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এক লাফে ভোট বেড়ে ৪০ শতাংশে পৌঁছাল, হাতে এল ১৮টি লোকসভা আসন। সেই ধারা বজায় রেখে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও ৩৮.১৩ শতাংশ ভোট দখলে রেখেই ৭৭টি আসন পেল তারা।

কিন্তু তারপর থেকে জমি হারাতে শুরু করল তারা। একের পর এক জেতা বিধায়ক ও সাংসদদের ঘর ওয়াপসি শুরু। উপনির্বাচনগুলিতেও জমি হারাতে শুরু করল বিজেপি। এমনকি উত্তরবঙ্গে বিজেপি প্রায় পুরোটাই দখলে এনে ফেললেও সেই জমাট বাঁধা সমর্থন কিন্তু অনেক আলগা আগের তুলনায়। এই অবস্থায় বিধানসভা নির্বাচন বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

এই চ্যালেঞ্জকে তৃণমূলও হালকাভাবে নিচ্ছে না। বছরখানেক বাকি থাকতেও আচমকা রাজ্যে কয়েকদিনের তফাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা যেভাবে হইহই করে বাংলায় ঘুরে গেলেন তাতে অনেকেরই ধারণা হয়েছে বিজেপি এবার রাজ্যটা দখল করেই ছাড়বে। তাই আগে থেকেই বঙ্গ বিজেপির নেতা-কর্মীদের কোমর বাঁধতে বলে গেলেন। কিন্তু বিজেপির অন্দরে কিন্তু আদৌ নির্বাচন নিয়ে কোনও তৎপরতাই শুরু হয়নি। আর সেই তৎপরতা শুরুর মতো পরিস্থিতিই যে নেই সেটা বুঝেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখার কিছুক্ষণের মধ্যেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, 'ক্ষমতা থাকলে কালই ভোট করান'।

দিল্লি ও কলকাতার রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা বলছেন, এই দুটি সফরের সঙ্গে বিজেপির নির্বাচন প্রস্তুতির কোনও সম্পর্কই নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর দপ্তর ও দলীয় সূত্রে এ রাজ্যের যা খবর পাচ্ছেন, তাতে দলের পরিস্থিতি তেমন ভালো নয়। উত্তরে তো বটেই, সারা বাংলাতেই এখনও পরিস্থিতি বিজেপির পক্ষে খুব আশাব্যঞ্জক নয়। তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের বহু ক্ষোভ থাকলেও তা কাজে লাগানোর মতো ক্ষমতা বিজেপির এখনও নেই। জাতীয় রাজনীতির নানা ছকেই এই মুহূর্তে মমতাকে খুব বেশি ঘাঁটাতেও চান না মোদি-শা জুটি। বাইরে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখালেও এই রাজ্য দখলে এখনও তাঁদের দল তৈরি নয় বলেই মনে করে এই জুটি।

বরং মোদি এখন ব্যস্ত উইকেট বাঁচানোর খেলায়। ৭৫ বছর বয়সে অবসরের নিয়ম আলগা করতে আরএসএস রাজি হয়নি বলেই খবর। মোদি এখন অপারেশন সিঁদুরের কল্যাণে ফের একবার সুপারম্যান ইমেজ বিক্রির শেষ চেষ্টায় নেমেছেন। দেশের সব প্রান্তেই যাচ্ছেন তিনি। তারই অঙ্গ ছিল আলিপুরদুয়ারের সফর।

উত্তরবঙ্গ এখনও বিজেপির অন্যতম ঘাঁটি। তবে আলিপুরদুয়ারের এতদিনের খুঁটি জন বারলা চলে যাওয়ায় সেই জায়গা নড়বড়ে হয়েছে। অসমে সামনে নির্বাচন রয়েছে। বাংলা অসম সীমানাতেই আবার হাসিমারা বিমানঘাঁটি। চিকেন নেক ইস্যুতে বাংলাদেশকেও বার্তা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সব মিলিয়ে সেজন্যই আলিপুরদুয়ারকে বাছা হয়েছে। আর অমিত শা-র মূল অনুষ্ঠান ছিল সরকারি সিএফএসএলের উদ্বোধন। রথ দেখার পাশাপাশি কলা বেচার অনুষ্ঠানটিও খুব একটা গুরুত্ব পায়নি দলে।

বঙ্গ বিজেপির নেতারাই বলছেন, এবার অমিত শা দলের সাংগঠনিক বিষয়ে সেভাবে মাথাই ঘামাননি। তিনি এলে সকাল থেকে রাত অবধি নানা পর্যায়ে কয়েকদিন ধরে নেতাদের সঙ্গে বারবার বসে নানা ইস্যুতে কথা বলেন। কিন্তু এবার নেতাজি ইন্ডোরে প্রায় জনসভার স্টাইলে মমতা সম্পর্কে কিছু গরম গরম কথা বলে গিয়েছেন মাত্র। কিন্তু সভাপতি নির্বাচন সহ সাংগঠনিক কোনও ইস্যু নিয়েই মাথা ঘামাননি তিনি। বরং যে 'ভাইপো' ইস্যুতে প্রতিবার রাজ্যে এসে মোদি-শা বাজার গরম করেন, তাঁকে দেশের সম্মাননীয় প্রতিনিধি করে নানা দেশে কেন্দ্রীয় সরকার পাঠিয়েছে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে। ফলে সেই অস্ত্র এমন ভোঁতা হয়েছে যে নির্বাচনে এই ইস্যুতে বিজেপি নেতারা চরম অস্বস্তিতে পড়বেন। তারপরে মমতার বিরুদ্ধে 'সিঁদুরের অপমান' তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করেছেন শা।

প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব যে নির্বাচনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত নয় এটা বুঝেই মোদি-শা তাঁদের নিজেদের কাজ করে গিয়েছেন মাত্র। তাঁরা এই ভোট ঘিরে সিরিয়াস এমন কোনও বার্তাই রাজ্য বিজেপির অন্দরে এখনও নেই। কেন্দ্রীয় নেতারা ভালোই জানেন, সভাপতি নির্বাচনকে ঘিরে অস্থির পরিস্থিতি এই রাজ্যের নেতা-কর্মীদের হতাশ করে রেখেছে। কিন্তু তবুও তাঁরা এই রাজ্যে জয়ের চেষ্টায় প্রাণপাত করার চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত জাতীয় রাজনীতি নিয়ে।

যে সময়ে বিজেপির উত্থান সেই সময়ে কিন্তু ইডি-সিবিআই ময়দানে ছিল না। কয়লা, গোরু, বালি পাচারের ইস্যু ওঠেনি। আরজি কর বা নিয়োগ দুর্নীতির ইস্যুর জন্ম হয়নি। তবুও তখন উত্তরের একেকটি জেলা প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভায় হেলায় হাজার বিশেক লোক দিয়েছে। কিন্তু ইডি-সিবিআইয়ের জমানায়, আরজি কর ও নিয়োগ দুর্নীতির ছায়া পেয়েও ইদানীং হাজার পাঁচেক লোক পাঠাতে জেলার বিজেপি নেতৃত্বকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। সব খবরই থাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। তাই এই মুহূর্তে ভোটের টেম্পো তুললে তা যে এতদিন ধরে রাখা যাবে না তা বিলক্ষণ বুঝছেন মোদি-শা।

দীর্ঘমেয়াদি হিন্দুত্বের জমি তৈরি লক্ষ্য

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গ করে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা-কে পরিযায়ী পাখি বলে ডাকেন। একমাত্র ভোটের সময়ই ঘনঘন এই রাজ্যে দুজনকে উড়ে আসতে দেখা যায় বলেই মমতার এহেন ব্যঙ্গ। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন সমাগতপ্রায়। মোদি-শা'র পিঠোপিঠি বাংলা সফর দেখে অনেকেই মনে করছেন, ভোট যত এগিয়ে আসবে, দুজনের রাজ্য সফরও ততই বেড়ে উঠবে। এরকম মনে করায় ভুল কিছু নেই। কারণ, গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে মোদি-শা'র ডেইলি প্যাসেঞ্জারির মতো রাজ্যে ভোট প্রচারে আসা এসব ধারণার জন্ম দেয়।

এখন প্রশ্ন, সারাবছর যে দুই নেতাকে এই রাজ্যে বিশেষ দেখা যায় না, বা সারাবছর যে দুই নেতাকে রাজ্যের বিজেপি সম্পর্কে বিশেষ উদ্যোগী হতেও দেখা যায় না, তাঁরা ঠিক ভোটপাখির মতো ভোট এলে ঘনঘন এখানে আসেন কেন? কী চান তাঁরা? তাঁদের কাছে দলের কর্মী-সমর্থকরাই বা কী পান? এই যে সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে মোদি এসে সভা করে গেলেন, শোনা যায় যে সভায় অসম থেকে লোক এনে সভাস্থল ভরাতে হয়েছে, সেই সভার উদ্দেশ্যটা ঠিক কী ছিল, তা নিয়ে বোধ করি সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীদের ভিতরই বিস্তর ধন্দ। শা কলকাতায় দলের সাংগঠনিক সভায় যেসব কথা দলীয় নেতা-কর্মীদের বলেছেন, সেকথা এর আগে অন্তত দশবার তিনি বলেছেন। মোদি-শা যদি সত্যিই রাজ্যের বিজেপি সম্পর্কে সিরিয়াস হতেন তাহলে ভোটের প্রাক্কালে তাঁরা রাজ্যে একজন পাকাপাকি রাজ্য সভাপতি নির্বাচন করতেন। তা তাঁরা করেননি। কাজেই তাঁদের আন্তরিকতা নিয়েও সংশয় থেকেই যায়।

শুভেন্দু অধিকারীর মতো বিজেপি নেতারা অবশ্য মোদি-শা'র এইসব সফর নিয়ে খুব উত্তেজিত। তাঁদের ভাষণ উদ্ধৃত করে তাঁরা বলছেন, এইবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদায় করাই মোদি-শা'র লক্ষ্য। যাঁরা রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁরা বোঝেন, ২১-এর ভোটে 'অব কি বার দোশো পার'-এর মতো নিছকই একটি রাজনৈতিক স্লোগান ব্যতীত এবারও দুজনের বক্তব্যে সারবত্তা বিশেষ নেই।

মনে পড়ছে, ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের সঙ্গে মতবিনিময় করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তখনই বুঝেছিলাম, আরএসএস কোনও স্বল্পমেয়াদি নির্বাচনি লড়াইয়ের পক্ষপাতী নয়। আরএসএস চায় একটি দীর্ঘমেয়াদি লড়াই। সেই সময়ই ভাগবত বলেছিলেন, ভোটে জিতে ক্ষমতা দখলের আগে সাংগঠনিক ভিত্তি দৃঢ় করাই বিজেপির লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজনৈতিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝবেন, গত দশ বছরে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা এমন পর্যায়ে নয় যে, একক শক্তিতে বিজেপি তৃণমূলকে টক্কর দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারবে। যতই হিন্দু ভোট একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাক না কেন বিজেপি, এই রাজ্যের গ্রামীণ এবং প্রান্তিক মানুষের গরিষ্ঠাংশ (যার ভিতর হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই রয়েছে) তৃণমূল সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা পান। তাদের সমর্থন চট করে অন্য কোনওদিকে চলে যাবে না।

স্থানীয় স্তরে শাসকদলের নেতাদের সম্পর্কে কিছু ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকলেও ভোটের সময় এদের সমর্থনটা সরকারপক্ষেই যায়। বিগত নির্বাচনগুলিই তার প্রমাণ। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হয় না।

মোদি-শা এই বাস্তবটি বোঝেন। বোঝেন, এই রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য অন্তত আরও কয়েকটি নির্বাচন তাঁদের অপেক্ষা। তবুও ভোট এলেই তাঁরা এই রাজ্যে আসেন একটিই কারণে। তাঁদের পক্ষে জনসমর্থনের ভিত্তিটাকে যাতে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তোলা যায়। বিজেপির বড় অংশের নেতারাই মনে করেন, ২৬-এও হয়তো হবে না। অন্তত ৩১-এর জন্য জমি প্রস্তুতের কাজটা করা যাক।

যাঁরা বিজেপির অন্দরের খবর রাখেন তাঁরা জানেন, ২১-এ বিজেপি যতই 'অব কি বার দোশো পার'-এর স্লোগান দিক না, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা জানতেন, তাঁরা একশোও পেরোতে পারবেন না। দলের সাংগঠনিক রিপোর্টেই সেই সময় বলা হয়েছিল, বিজেপি আশিটির বেশি আসন পাবে না। বাইরে যতই হইচই হোক না কেন, ২১-এ বিজেপি কিন্তু ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করেনি।

গত কয়েকবছরে সারাদেশেই হিন্দুত্বের হাওয়া আরও জোরদার করে তুলতে পেরেছে বিজেপি। কয়েক বছরে তাদের এই 'পলিটিকাল হিন্দুত্ব'-র জমিটি দেশে আরও শক্তপোক্ত করতে চাইছে আরএসএস। আরএসএসও চাইছে এই বিভাজনের রাজনীতিটিকে হাতিয়ার করেই বিজেপি ভোটযুদ্ধে নামুক সব রাজ্যে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাফল্যকে মোদির সাফল্য হিসেবে তুলে ধরতে ব্যস্ত বিজেপি নেতৃত্ব। পহলগামের ঘটনা বিজেপির বিভাজনের রাজনীতিতে আরও ইন্ধন জুগিয়েছে। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষের পর মোদির বিভিন্ন রাজ্যে সভা করার পিছনে দেশব্যাপী হিন্দুত্বের হাওয়া তোলার দীর্ঘমেয়াদি হিসাবও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গও এর বাইরে নয়। এসবের পর বিজেপি কি ২৬-এর ভোটে আরও সাফল্য আশা করবে?

হয়তো এতটা আশা মোদি-শা এখনই করেন না। তাঁরা জমি চষতে আসছেন। জমি আরও চষবেন, যতক্ষণ না হিন্দুত্বের ধানে মাঠ ভরে উঠবে। তবে পশ্চিমবঙ্গের জমি বোধহয় এখনও সেই চাষের জন্য যথেষ্ট উর্বর নয়।

যুদ্ধকে কাজে লাগানোই প্রচারের অঙ্গ

শুভাশিস মৈত্র

পহলগামে নিহতদের পরিবারের মানুষের চোখের জল শুকোনোর আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে রাজ্যে রাজ্যে ভোট প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন, তাতে এমন সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, সামনের নির্বাচনগুলো শুধু উন্নয়ন আর রাজনৈতিক-হিন্দুত্ব দিয়ে জেতা কঠিন বলে মনে করছে বিজেপি। একটা প্রবল জাতীয়তাবাদী হাওয়াও দরকার তাদের।

সেই প্রচার কর্মসূচিতেই সম্প্রতি পরপর পশ্চিমবঙ্গে আগমন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা'র। যদিও পশ্চিমবঙ্গে ভোটের এখনও প্রায় এক বছর বাকি।

প্রধানমন্ত্রী পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর তাঁরই ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত না থেকে ভোট প্রচারে বিহার চলে গিয়েছিলেন। তার আগে গিয়েছিলেন রাজস্থানের পাকিস্তান লাগোয়া জেলা বিকানেরে সভা করতে। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তান ভুলে গিয়েছিল ভারতমাতার সেবক মোদি এখানে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে'। আর বিহারের মতোই আলিপুরদুয়ারে এসেও তিনি মূলত যুদ্ধের সাফল্য, পাকিস্তানের স্পর্ধাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া এবং পরের ভোটে বিজেপির জয় নিশ্চিত করার কথা বলেছেন।

ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধকে এইভাবে দলীয় নির্বাচনে ব্যবহার করেননি। যখন তিনি বলেন, 'মোদি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে', তখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যুদ্ধকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য দাবি করেই ভোট চাইছেন। প্রধানমন্ত্রীর পরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকতায় সভা করলেন। নেতাজি ইন্ডোরে তিনি বললেন, 'দিদি আপনার সময় শেষ, ২০২৬-এ আসছে বিজেপির সরকার।'

বিরোধী শাসিত রাজ্যে এসে যুদ্ধের সাফল্যের সঙ্গে ভোটকে মিশিয়ে এসব কথা যখন বলছেন তাঁরা, ঠিক তখনই কিন্তু বিরোধী সাংসদদের বিরাট দল পৃথিবীর দেশে দেশে যুদ্ধ-পরবর্তী ভারতের পক্ষে নৈতিক সমর্থন গড়ে তুলতে কাজ করে চলেছেন মোদি সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী। এইরকম একটি পরিবেশে মোদি-শা'র এই ভোট প্রচারের কৌশল শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছে বলেই মনে করছেন অনেকে।

একটা সরকার ঠিকভাবে চলছে কি চলছে না বোঝার জন্য নির্বাচনের ফল একটা মাপকাঠি, কিন্তু একমাত্র নয়। বহু সময় দেখা গিয়েছে ভালো কাজ করেও সরকার হেরে গিয়েছে। যেমন ২০০৪-এ অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার। বিধানসভায় যেমন ২০০৪-এ অন্ধ্রের চন্দ্রবাবু নাইডু। সিপিএম ক্ষমতায় এসে বেশ কিছু ভালো কাজ করে টানা পরপর ক্ষমতায় ফিরলেও একটা সময়ের পর ক্ষমতায় টিকে থাকতে তাদের বাঁকা পথ ধরতে হয়েছিল। সেই রাগে বাঙালি এখনও তাদের বিধানসভার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

আবার উলটো দৃষ্টান্তও আছে। যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। অনেক ভালো কাজ করা সত্ত্বেও তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে এই সরকারের কয়েকজন মাথা যেভাবে দুর্নীতির অভিযোগে জেল খাটছেন, একদল মন্ত্রী যেভাবে দুর্নীতির অভিযোগ কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শিক্ষকদের চাকরি নিয়ে দুর্নীতি যেভাবে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত বাঙালির মনকে বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছে, তাতে অনেকের মনে হতে পারে ২০২৬-এর তৃণমূল সরকারের পতন হতে পারে। যদিও, অন্তত এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মনে হয়, এতকিছুর পরেও তার সম্ভাবনা কম।

তার মানে এই নয় যে বাঙালি তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি সমর্থন করছে। মমতা সরকার যদি চতুর্থবার ফের ক্ষমতায় ফেরে তার প্রধান কারণ হবে, অন্য দলগুলো ভোটারদের সামনে নির্ভরযোগ্য বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের যে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছে তার একশো ভাগ দায় পুলিশমন্ত্রী মমতার। তিনি এই ছোট দায়টুকু স্বীকার না করে পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা নিয়ে যখন শা'র পদত্যাগ দাবি করেন, ঠিকই, সেই দাবিতে নৈতিক জোর কম থাকে। কিন্তু, মোদি-শা যখন মুর্শিদাবাদ নিয়ে মমতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান, তখন তাঁরা ভুলে যান ২০০২-এর গুজরাট সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা। যেখানে খুন হওয়া প্রায় ১১০০ জনের মধ্যে ১০০০ জনই ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের ধর্ম দেখে বেছে বেছেই খুন করা হয়েছিল। সেই সরকারের শীর্ষপদে তখন মোদি-শা। ২০২০-র দিল্লির সাম্প্রদায়িক হিংসায় ৫০ জনের বেশি মৃত্যু হয়। দিল্লির আইনশৃঙ্খলা অমিত শা'র। সেখানেও নিহতদের ৯৯ শতাংশ সংখ্যালঘু। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মুখে মুর্শিবাদের কথা শুনতে অনেকেরই আপত্তি থাকবে।

বিজেপি ২০১৪-এ ক্ষমতায় এসেছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। গত ১১ বছরে দুর্নীতির সঙ্গে বিজেপি যেভাবে আপস করেছে, তাতে দলের ছবিটাই মলিন হয়ে গিয়েছে। তার ফলেই বিজেপি চাকরি দুর্নীতি নিয়ে লোকদেখানো আন্দোলন ছাড়া কিছুই করতে পারেনি। কারণ সেই নৈতিক বল বিজেপি অনেকটাই খুইয়ে ফেলেছে। এটাই তৃণমূলকে সুবিধা করে দিচ্ছে।

ব্লকে ব্লকে নানা মাপের অনুব্রত, মাথায় তাদের সরকার এবং পুলিশের হাত, সঙ্গে রাজনীতির রং না দেখে সব মানুষকে অসংখ্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বিতরণ; তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতার এই মডেল ভাঙতে শুধুমাত্র মুসলিম বিরোধিতা পুঁজি নিয়ে এবং একটা বড় অংশ বাম-কংগ্রেসের মমতাবিরোধী ভোটের সমর্থনে, কোনও সন্দেহ নেই বিজেপি এই রাজ্যে অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু এখনও বিকল্প হতে পারেনি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দুর্নীতিতে কোণঠাসা রবি

তৃণমূলের ঘরেই চরম অসন্তোষ

মেলা নিয়ে কার্যত অন্ধকারেই কোচবিহার পুরসভার বেশিরভাগ কাউন্সিলার। ৬ মাস আগে রাসমেলা শেষ হলেও আজ পর্যন্ত বোর্ড মিটিংয়ে মেলার আয়ব্যয়ের হিসেব পেশ হয়নি।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোচবিহার, ৭ জুন : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার দশা। রাসমেলা নিয়ে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠতেই সামনে এল চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য। মেলা নিয়ে কার্যত অন্ধকারেই কোচবিহার পুরসভার বেশিরভাগ কাউন্সিলার। কীভাবে স্টল বণ্টন হয়েছে, কোন নিয়মে স্টল থেকে টাকা আদায় হয়েছে সেই বিষয়ে কিছুই জানেন না তাঁরা। অবাক করার বিষয় হল, ছয় মাস আগে রাসমেলা শেষ হলেও আজ পর্যন্ত বোর্ড মিটিংয়ে মেলার আয়ব্যয়ের হিসেব পেশ হয়নি। বিরোধী নয়, খোদ শাসকদল তৃণমূলের কাউন্সিলারদের একটা বড় অংশই ঘুরিয়ে মেলা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন। ফলে রাসমেলা দুর্নীতি কাণ্ডে আরও বিপাকে পড়লেন পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করলে নথি মিলছে না। কাউন্সিলারদের দাবি, তাঁরা কিছুই জানেন না। আবার বোর্ড মিটিংয়ে হিসেবও পেশ করা হয়নি। সরকারি রাসমেলা নিয়ে কেন এত লুকোচুরি খেলা চলছে? রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'কোনও লুকোচুরি হচ্ছে না। পুরসভার নথিতে সবকিছুই একদম পরিষ্কার। বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত করেই রাসমেলার কাজ হয়েছে। রসিদ দিয়েই স্টল থেকে কর তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আয়ব্যয়ের অডিটও হয়েছে। গরমিল থাকলে সরকারি অডিটেই তা ধরা পড়ত। সবটাই চক্রান্ত।'

চেয়ারম্যান বলছেন ঠিকই, তবে তাঁর দাবি মানতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ভূষণ সিং। উলটে দুর্নীতির অভিযোগকেই সত্য বলেছেন তিনি। তাঁর কথা, 'কোটি কোটি টাকার হিসেব নেই। বারবার চেয়ারম্যানকে বললেও তিনি আজও রাসমেলার হিসেব দেননি। কীভাবে স্টল বণ্টন হয়েছে, কে টাকা তুলেছে, কত টাকা তুলেছে, সেই টাকা আদৌ পুরসভার তহবিলে জমা হয়েছে কি না আমরা কিছুই জানি না।' স্টল বণ্টন বা টাকা আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে বোর্ড মিটিংয়ে যে আলোচনা হয়নি সেকথা বলছেন বিরোধীরাও। পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার মধুছন্দা সেনগুপ্তর বক্তব্য, 'রাসমেলায় কীভাবে কী করা হয়েছে আমরা সেসব কিছুই জানি না। পুরসভার বাজেট বৈঠক হয়েছে তাতেও রাসমেলার হিসেব পেশ করা হয়নি। স্বচ্ছতা থাকলে কেন এতদিনেও হিসেব দেওয়া যাচ্ছে না তা নিয়ে আমাদের মনেও অনেক প্রশ্ন আছে।' সরকারি মেলা তদারকি করার কথা পুরসভার আধিকারিকদের। তবে দুর্নীতির প্রশ্ন উঠতেই ঘাড় থেকে পুরোপুরি দায় ঝেড়ে ফেলেছেন পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার রুদেন শেরিং। একের পর এক প্রশ্ন করলেও তাঁর একটাই উত্তর, 'আমি কিছু জানি না। যা হয়েছে সবটাই চেয়ারম্যান জানেন।'

রাসমেলার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেও তোলপাড় শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের নজরে এনেছেন জেলা তৃণমূলের কয়েকজন নেতা। কোচবিহার পুরসভা তৃণমূলের দখলে। তাই রাসমেলার দুর্নীতির অভিযোগ ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে বলেও রাজ্য নেতাদের কাছে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। যদিও এখনই দলের নেতারা মুখ খুলতে চাইছেন না।

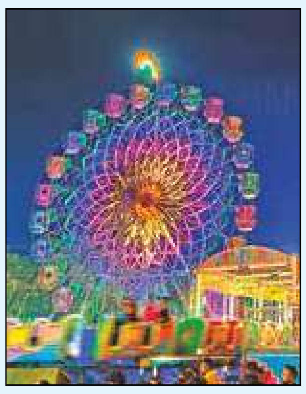

কোনও লুকোচুরি হচ্ছে না। পুরসভার নথিতে সবকিছুই একদম পরিষ্কার। বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত করেই রাসমেলার কাজ হয়েছে। রসিদ দিয়েই স্টল থেকে কর তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আয়ব্যয়ের অডিটও হয়েছে। গরমিল থাকলে সরকারি অডিটেই তা ধরা পড়ত। সবটাই চক্রান্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ *চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা*

ভাড়াবাড়ি থেকে চলত আন্তঃরাজ্য চক্র

জাল আধারে ক্যাফে-যোগ

শমিদীপ দত্ত

ছবি : এআই

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : শিলিগুড়ি শহরের একটি ভাড়াবাড়ি থেকে জাল আধার কার্ড তৈরির আন্তঃরাজ্য চক্র চলছিল। বিভিন্ন ক্যাফের মাধ্যমে সেই সব জাল আধার কার্ড ক্রেতাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হত। পুলিশের জালে গ্রেপ্তার হওয়া জাল আধারচক্রের মূল পান্ডা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে জেরা করে এমনই তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। এই চক্রের পিছনে আর কারা কারা জড়িত আছে, তা খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, তিন বছর ধরে জাল আধার কার্ড তৈরির কাজ চালাচ্ছিল ইন্দ্র। ইন্দ্রনারায়ণের তৈরি জাল আধার কার্ডের চক্র গোটা উত্তরবঙ্গজুড়েই কাজ করত। এমনকি বিহারেও এর জাল ছড়িয়ে পড়েছে বলে অনুমান করছেন তদন্তকারীরা। জাল আধারচক্রে এর আগে ধৃত সুশীল রায়কে জেরা করেই ইন্দ্রর নাগাল পায় পুলিশ। তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন, টিকিট বুকিংয়ের সূত্র ধরেই উত্তরবঙ্গজুড়ে বিভিন্ন ক্যাফে মালিকের সঙ্গে ইন্দ্রর যোগাযোগ ছিল।

তদন্তকারী আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, আগে ইন্দ্রনারায়ণের একটি টিকিট বুকিং কাউন্টারের দোকান ছিল। সেখানে সে রেল ও বিমানের টিকিট বুকিং করত। সেইসঙ্গে আধার কার্ড, প্যান কার্ডেরও কাজ করত। সেই সূত্র ধরেই ধীরে ধীরে সে জাল আধার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরির ব্যাপারে দক্ষ হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে ওই দোকানে বসেই জাল আধার কার্ড ও প্যান কার্ড তৈরি করত ইন্দ্র। তবে মাস কয়েক আগে সে ওই দোকান বন্ধ করে দেয় বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তারপর থেকেই ইন্দ্র ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন একটি আবাসনে বসে জাল আধার কার্ড বানাতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সেই চক্র উত্তরবঙ্গ পেরিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য বিহারেও ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে, জাল আধার কার্ড শুধু সুশীলের মাধ্যমেই নয়, বিভিন্ন ক্যাফে মালিকদের মাধ্যমেও ক্রেতাদের হাতে পৌঁছে দিত ইন্দ্র। এই চক্রে জড়িত সন্দেহে ক্যাফে মালিকদের একটি তালিকাও তৈরি করেছেন তদন্তকারীরা। যেখানে শিলিগুড়ি শহরের পাশাপাশি মাদারিহাট সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার ক্যাফে মালিকদের নাম রয়েছে। প্রসঙ্গত, গত মাসের ৩০ তারিখ ক্রেতা সেজে এই যাবতীয় চক্র ফাঁস করেন গোয়েন্দারা। লিংকম্যান হিসেবে সুশীল রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সূত্র পায় পুলিশ। ধৃত দুজনেই বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছে।

শহরেই ফাঁদ

- বিভিন্ন ক্যাফের মাধ্যমে জাল আধার কার্ড ক্রেতাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হত
- এই চক্রে জড়িত সন্দেহে ক্যাফে মালিকদের একটি তালিকাও তৈরি করেছেন তদন্তকারীরা
- ইন্দ্রনারায়ণের তৈরি জাল আধার কার্ডের চক্র গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে কাজ করত

এবার বন্ধ হল তুরতুরি চা বাগান

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৭ জুন : শনিবার ফের বন্ধ হয়ে গেল ডুয়ার্সের শামুকতলা থানার তুরতুরি চা বাগান। শ্রমিকদের অভিযোগ, বকেয়া বেতনের টাকা না দিয়ে শনিবার রাতে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে মালিকপক্ষ। বাগান বন্ধ হওয়ার অসহায় হয়ে পড়লেন ৫০১ জন স্থায়ী এবং অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ৮০০ চা শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবার।

বছর বছর তুরতুরি চা বাগান বন্ধ হওয়া যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তার ফল ভুগতে হচ্ছে বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের। কখনও বোনাস বা অন্য বকেয়া নিয়ে সমস্যা, কখনও মজুরির টাকা না দিয়ে মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শ্রমিকরা জানান, শনিবার মালিকপক্ষের মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্রমিকদের পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে মালিকপক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিশ ঝুলিয়ে শুক্রবার রাতে বাগান ছেড়ে চলে যায়। বাগান সূত্রেই জানা গিয়েছে, শ্রমিকদের পাঁচটি পাক্ষিক বেতন বকেয়া। শনিবারের একটি পাক্ষিকের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ এভাবে তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করবে, তা ভাবতেও পারেননি শ্রমিকরা।

বাগান বন্ধ হওয়ার খবর পেয়ে এই দিন ওই বাগানে যান তৃণমূলের তুরতুরিখণ্ড অঞ্চল সভাপতি জীবেল কুজুর, কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ এবং কুমারগ্রাম বিডিও অফিসের কর্মীরা। শামুকতলা থানার পুলিশও বাগানের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেয়।

জীবেল বলেন, 'মালিকপক্ষকে বাগান চালানোর ব্যাপারে শ্রমিকরা ভীষণভাবে সাহায্য করছিলেন। এত টাকা মজুরি বকেয়া থাকার পরেও তাঁরা কাজ করে যাচ্ছিলেন। মালিকপক্ষ প্রতিমাসেই এক পক্ষের বেতন বকেয়া রাখছিল। এরপরেও শ্রমিকরা সব মেনে কাজ করছিলেন। এভাবে শ্রমিকদের প্রতারণা করা উচিত হয়নি। আমরা শ্রমিকদের পাশে রয়েছি।' কুমারগ্রামের বিধায়ক চা বাগানে গিয়ে দাবি করেন, 'তুরতুরি চা বাগানের শ্রমিকদের বঞ্চনা করা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। প্রতিবছর বাগান দফায় দফায় বন্ধ হচ্ছে। মালিকপক্ষ বাগান থেকে লাভ করছে অথচ শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা মেটাচ্ছে না। এ ব্যাপারে শ্রমমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে খুব শীঘ্রই আমি কথা বলব। শ্রমিকদের এই বঞ্চনার শেষ চাই।'

বর্তমানে এই বাগানের মালিক শেখর রায়চৌধুরী। তাঁর জমানার আগে ২০১৬ সাল থেকেই শ্রমিকদের প্রতি বঞ্চনা শুরু হয়। প্রতিবছর নিয়ম করে বাগান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল। নতুন মালিক ২০২০ সালে বাগানটি কিনে নেন। কিন্তু নতুন মালিক আসার পরেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ২০১৮ সাল থেকে ছয়বার বাগান বন্ধ হয়েছে।

নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটির ভবনের তৃতীয় তলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। - সঞ্জীব সূত্রধর

বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের স্থায়ী ভবন

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : ভাড়ার ঘর থেকে তিনতলা বিল্ডিং। বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য স্কুল তৈরি করে তাদের নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথটা সহজ ছিল না। অনেক চড়াই-উতরাই পার করে কাওয়াখালিতে নিজস্ব ভবন করে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ স্কুল 'উত্তরণ' তৈরি করে নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি। শনিবার সেই ভবনের তৃতীয় তলের উদ্বোধন হয়ে গেল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটির সভাপতি শ্যামলকুমার দাস, সম্পাদক চন্দনকুমার ঘোষ, চেয়ারম্যান কৈলাস আগরওয়াল নাকিপুরিয়া, সমাজসেবী রামঅবতার বেরেলিয়া, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অ্যাসিস্ট্যান্ট এগজিকিউটিভ অফিসার সঞ্জয় মালাকার সহ আরও অনেকে।

নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন রামঅবতার বেরেলিয়া। সংস্থার সম্পাদক চন্দনকুমার ঘোষ বলেন, '১৯৮৫ সাল থেকেই শহরের কিছু মানুষ চেষ্টা করছিলেন বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে একটা স্কুল তৈরি করার। অনেক চেষ্টার পর ১৯৮৮ সালে তৈরি করা হয় স্কুলটি। এরপর বিভিন্ন জায়গায় বাড়িভাড়া নিয়ে স্কুল চালানো হত। ২০১০ সালে কাওয়াখালি শুশ্রুতনগরে ভবনটির ভিতস্থাপন করা হয়। সেইসময় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন।'

শনিবার তৃতীয় তলের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আসেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাজ্যজুড়েই বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে ভালো কাজ হচ্ছে। এই বিল্ডিংয়ে একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজও রয়েছে। তাই বাচ্চারা নিঃসন্দেহে দক্ষ শিক্ষকদের পাচ্ছেন। এই সুযোগ সব জায়গায় থাকে না। ওঁরা কোনও বিষয়ে সাহায্যের কথা জানালে অবশ্যই আমরা সেটা সরকারের কাছে জানাব।'

সাধারণ মানুষের ডোনেশনের টাকাতেই গড়ে উঠেছে এই নতুন ভবন। এই ভবনটি টিচার্স ট্রেনিংয়ের জন্য এবং অন্য নানা অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা হবে। বর্তমানে স্কুলে ৩০৫ জন পড়ুয়া রয়েছে। রাজ্যের হাতেগোনা কয়েকটি স্কুলেই এত সংখ্যক পড়ুয়া এই মুহূর্তে রয়েছে, বলেন সংস্থার সদস্যরাই। আগামীতে এর মান আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এখনও অনেককিছু করার রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

পদ ছাড়তে চান সুস্মিতা

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : সুস্মিতা বসু মৈত্র তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রীর পদ ছাড়তে চান। তিনি ইতিমধ্যেই দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষকে তাঁর ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন। পাপিয়া এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও সুস্মিতা পদ ছাড়ার ইচ্ছে প্রকাশের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি পেশায় আইনজীবী। পার্টির দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে পেশায় সময় দিতে পারছি না। তাই তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রীর পদ ছাড়তে চাই।'

সুস্মিতা শিলিগুড়ি আদালতে তৃণমূলের আইনজীবী সেলের দায়িত্বে রয়েছেন। কিছুদিন আগে এই বারের নির্বাচনে কংগ্রেস-বাম জোটের কাছে তৃণমূল প্রভাবিত প্রার্থীরা ধরাশায়ী হয়েছেন। তারপর থেকেই সুস্মিতার ওপরে এই পরাজয়ের দায় চাপছে। দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া প্রকাশ্যেই শিলিগুড়ি বারে দলের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁকে এই নির্বাচন নিয়ে কিছু জানানো হয়নি বলে তিনি জানিয়েছিলেন। তাই এই পরাজয়ের দায় আইনজীবী সেলের দায়িত্বপ্রাপ্তদেরই নিতে হবে। সুস্মিতার পদত্যাগের ইচ্ছের ঘটনার পিছনে বারের নির্বাচনই মূল কারণ কি না তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

পরিদর্শন

নাগরাকাটা, ৭ জুন : রেডব্যাংক চা বাগান পরিদর্শন করে গেল রাজ্য মহিলা কমিশন। শনিবার বিকালে কমিশনের সদস্য সুজাতা পাকড়াশি সহ অন্যরা ওই বাগানটিতে আসেন। সেখানকার মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। জেলা ও ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও সেখানে ছিলেন। মহিলাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে যাতে প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হয় এমন কথা সরকারি কর্তাদের জানান তাঁরা। রেডব্যাংকের শ্রমিকরা র‍্যাশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট সহ আরও নানা ইস্যু মহিলা কমিশনের কাছে তুলে ধরেন।

গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : ফাঁসিদেওয়ায় প্যান্ডেলের বাঁশ চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালাগছের বাসিন্দা সুভাষ সিংহ পেশায় প্যান্ডেল ব্যবসায়ী। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ায় মঙ্গল টুডু নামে এক ব্যক্তিকে বাঁশ চুরির অভিযোগে কয়েকজন মিলে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এরপরেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। এখানেই শুক্রবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের ছেলে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত প্যান্ডেল ব্যবসায়ী সুভাষকে কালাগছ থেকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ।

WALK-IN INTERVIEW

24th June 2025 — Accountant
Experience 2 yrs+ | Salary : 18k - 25k

25th June 2025 — Executive Admin (Female)
Experience 2 yrs+ | Salary : 35k - 50k

26th June 2025 — Financial Planner
Experience 1yr+ | Salary : 25k - 40k

Join our team and make an impact everyday!

PRABIN AGARWAL
Empowering Investors

TIMING 4:30PM TO 6:30PM

97330 73333

National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri-734001

পথবাতি নষ্ট, হাতির আতঙ্ক বুড়াগঞ্জবাসীর

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৭ জুন : হাতির করিডরে লাগানো পথবাতি গত ১ বছর ধরে নষ্ট। তাই আতঙ্কে বুড়াগঞ্জবাসী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্ধকার পথে প্রতিদিন যাতায়াত করছেন নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা।

নকশালবাড়ি রথখোলা মোড়ের কাছে এশিয়ান হাইওয়ে-২ থেকে একটি রাজ্য সড়ক সরাসরি খড়িবাড়ি, বুড়াগঞ্জ হয়ে ঘোষপুকুরে রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই রাস্তার মাঝে রয়েছে টুকরিয়া ঝাড় বনাঞ্চল এবং নকশালবাড়ি চা বাগান। বিশেষ করে নকশালবাড়ি রথখোলা পেরিয়ে দাড়াবোকাস এলাকাটি হাতির করিডর হিসেবে পরিচিত। অন্ধকার নামলেই এই এলাকা দিয়ে হাতির দল যাতায়াত করে। প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ পথটি চা বাগান ও জঙ্গলে ঘেরা। অন্ধকারে যাতায়াত করতে গিয়ে হাতির সামনে পড়ে অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। বিশেষ করে টোটোচালক ও বাইকচালকরা বেশ কয়েকবার হাতির মুখোমুখি হয়েও প্রাণে বেঁচেছেন। তাই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পক্ষ থেকে এই এলাকায় রাস্তার দু'ধারে বেশ কয়েকটি জায়গায় সৌর পথবাতি বসানো হয়েছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, পথবাতিগুলি সবগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে। পঞ্চায়েতকে একাধিকবার বলা হলেও মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

রামভোলাজোতের বাসিন্দা বীরেন সাউরিয়া বলেন, 'প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে নকশালবাড়ি যেতে হয়। মাঝখানে দীর্ঘপথ জঙ্গল ও চা বাগান দিয়ে ঘেরা। দিনের যে কোনও সময় হাতির দল এক জঙ্গল থেকে অপর জঙ্গলে যায়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের এই পথে চলতে হয়।' গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় উচ্চ বাতিস্তম্ভ বসালে তবেই সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি জানান। যদিও এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ইলা খেরওয়ার জানিয়েছেন, রাস্তার দুই ধারে উচ্চ বাতিস্তম্ভ বসানোর জন্য তাঁরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের দ্বারস্থ হয়েছেন।

বুড়াগঞ্জের বাসিন্দা স্বপন সরকারের কথায়, 'এখানকার ছেলেমেয়েরা স্কুল, কলেজে যায়। তাদের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হল টোটো, সাইকেল বা বাইক। অন্ধকার পথে বেশ কয়েকবার আমরা হাতির দলের মুখোমুখি হয়েছি।'

টুকরিয়া ঝাড় বনাঞ্চলের আধিকারিক সুরজ মুখিয়ার বক্তব্য, 'সেখানকার জঙ্গলে হাতি রয়েছে। কোনওরকম প্রাণহানি যাতে না হয় সেজন্য আমরা হাতি পারাপারের সময় রাস্তার দুইদিকে টহলদারি চালাই। পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করতে রাস্তার পাশে এলিফ্যান্ট ক্রশিংয়ের বোর্ডও বসিয়েছি।'

অন্ধকার পথে হাতির আতঙ্কেই যাতায়াত চলে বাসিন্দাদের। - ফাইল চিত্র

অভিযোগ

- পথ সৌরবাতি দেওয়ার ১ মাসেই অকেজো হয়ে পড়ে
- সৌরবাতি ১ বছর ধরে নষ্ট
- পঞ্চায়েতকে একাধিকবার বলা হলেও আর মেরামত হয়নি

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বেগুসরাই-এর এক বাসিন্দা

বিহার, বেগুসরাই - এর একজন বাসিন্দা মহম্মদ মোকাবিল - কে 11.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92K 56414 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এমন কিছু অর্জন করেছি যা আমি কখনো কল্পনাও করিনি। ডিয়ার লটারির একাধিক বিজয়ীদের দেখার পর, আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম এবং আমিও একজন কোটিপতি হয়েছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

নোয়াপাড়ায় ফের জমি দখলের ছক

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাবগ্রাম নোয়াপাড়া এলাকায় কৃষি পাট্টার জমিতে নজর পড়েছে দালালদের। এক একরের বেশি কৃষিজমি হাতানোর ছক কষার অভিযোগ রয়েছে জমির দালালদের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ পৌঁছেছে রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের কাছেও। কিছুদিন আগে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা সেই জমি মাপজোখ করে গিয়েছেন। অভিযোগ, সেসবে তোয়াক্কা না করে শনিবারও দালালরা জমি মাপামাপি করেছে। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। নোওয়াপাড়ায় সরকারি জমি দখল করে তা বিক্রি করে দেওয়ার ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। এবার এলাকার একটি চাল কলের পাশে থাকা কৃষিজমির ওপর নজর পড়েছে দালালদের।

এ বিষয়ে জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য মণীশা রায় বলেন, ‘কৃষি পাট্টা যাঁর নামে রয়েছে, তাঁর কিংবা তাঁর পরিবারের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সোমবার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ফের বিষয়টি চিঠি দিয়ে জানাব।’ তাঁর সংযোজন, ‘ভুয়ো কাগজ বানিয়ে দালালরা জমি বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে শুনেছি। এক্ষেত্রে যাতে সেখানে প্রশাসনের তরফে বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, সেই আবেদন জানাব ভূমি দপ্তরে।’ স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন চারজন দালাল ওই জমিতে ঢুকে সেটি মাপজোখ শুরু করে। কিছুক্ষণ পর অবশ্য তারা সেখান থেকে চলেও যায়। গোরা মোড়ের বাসিন্দা স্বপন রায়ের কথায়, ‘এই এলাকা ব্যবসায়িক অঞ্চলে পরিণত হওয়ায় জমির বিপুল চাহিদা। সেই কারণে দালালরা সক্রিয় হয়ে রয়েছে। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত।’ একই মন্তব্য সন্দীপ বর্মন সহ অন্যদের।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল ঘিরনিগাঁও

চোপড়া, ৭ জুন : লোডশেডিংয়ের সমস্যায় জেরবার চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। গরমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকায় তাঁরা ক্ষুব্ধ। ১০-১৫ দিন থেকে এই সমস্যা চলছে বলে অবিযোগ। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে মণ্ডলবস্তি, কবিলবস্তি, ধনীরহাট, জানকিগছ, দোলাপাড়ার গ্রামের বাসিন্দাদের। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে তাঁদের দাবি। জানকিগছের বাসিন্দা সেলিম আখতার বলছেন, ‘বিদুৎ বিভ্রাটের জেরে শিশু, বয়স্কদের বেশি সমস্যা হচ্ছে।’ দোলাপাড়ার বাসিন্দা মেহবুব আলমের বক্তব্য, ‘শুক্রবার দফায় দফায় বিদুৎ বিভ্রাট হয়েছে।’ মণ্ডলবস্তি গ্রামের বাসিন্দা সাদ্দিক হুসেনের কথায়, ‘বিদুৎ বণ্টন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হচ্ছে না।’ এদিকে, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির চোপড়া স্টেশনের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভবত ভোল্টেজের সমস্যা হচ্ছে। তবে ওই এলাকার বিদুৎ পরিষেবা ইসলামপুর ডিভিশনাল অফিস থেকে দেখভাল করা হয়। এব্যাপারে ডিভিশনাল অফিসে যোগাযোগ করা হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আদিবাসী উন্নয়নে বরাদ্দ ২৫ কোটি

ধূপগুড়ি, ৭ জুন : চলতি অর্থবর্ষে জলপাইগুড়ি জেলার সাত ব্লকে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নে গতি আনতে মোট ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর। জেলার নয়টি ব্লকের মধ্যে রাজগঞ্জ ও সদর ব্লক বাদে বাকি সাতটি ব্লকের উন্নয়নেই আলাদাভাবে বরাদ্দ হয়েছে অর্থ। আগামী বছর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ইতিবাচক ছাপ ফেলতেই একলপ্তে এই বিপুল বরাদ্দ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের তরফে সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনের কাছে দ্রুত ওই বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্প নির্মাণ করে জমা করতে বলা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, চলতি অর্থবর্ষেই বরাদ্দ অর্থব্যয় এবং প্রকল্প সম্পন্ন করার ওপর জোর দিয়েছেন দপ্তরের কর্তারা। জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলোর মাধ্যমে অর্থব্যয় করা হবে।

নির্দেশিকা অনুয়ায়ী, আদিবাসী অধ্যুষিত প্রান্তিক এলাকায় যোগাযোগের উন্নতিতে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, কমিউনিটি হল, আশ্রম বা হস্টেলের সংস্কার, সৌর বিদ্যুৎচালিত পানীয় জল, হাইমাস্ট ছাড়াও আদিবাসী উন্নয়নে যে কোনও জুতসই প্রকল্প তৈরি করতে বলা হয়েছে দপ্তরের তরফে।

নিরাপদ আশ্রয়ে।। *সাউথ খয়েরবাড়ি ইকো পার্কে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার অনিন্দ্য দাশগুপ্ত।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উদাসীন রেল

অধিকারী স্টেশনে ঝুঁকির পারাপার

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৭ জুন : পিঠে ব্যাগ নিয়ে রেললাইন পার করছে একটি মেয়ে। পরনের পোশাক দেখেই বোঝা যায় স্কুল ছাত্রী। ওই সময় দূর থেকে আসছে দ্রুতগতির ট্রেন। হুইসেলের আওয়াজ কানে যেতেই কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছিল না মেয়েটি। এক তরুণ মেয়েটির হাত ধরে রেললাইন পার করিয়ে দেন। একদিন নয়, প্রায় সময়ই এমন ঘটনা ঘটে। কখনও স্কুল পড়ুয়া, কখনও আবার মাঝবয়সিকে এমন অবস্থায় পড়তে হয়। কিন্তু বারবার দাবি জানানোর পরেও অধিকারী রেলস্টেশনে ফুট ওভারব্রিজ তৈরিতে উদ্যোগ নেই রেলের। যা নিয়ে খড়িবাড়ি ব্লকে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকারী রেলস্টেশনের ম্যানেজার অরিমার্দনকুমার সিং বলছেন, ‘মানুষের দাবির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। খুব দ্রুত ডাবল লাইনের কাজ শুরু হবে। তখনই ফুট ওভারব্রিজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’ এই রুটে ডাবল লাইনের সিদ্ধান্ত নতুন নয়। কিন্তু প্রকল্পটি আটকে আছে জমিজটের কারণে। ফলে কবে সেই জট খুলবে, আর কবে ফুট ওভারব্রিজ তৈরি হবে, তা নিয়ে বাসিন্দারা রয়েছেন ঘোর অনিশ্চয়তায়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত অধিকারী রেলস্টেশনের একদিকে রয়েছে ভারত-নেপাল সীমান্ত, অন্যদিকে বিহার রাজ্য। স্টেশন লাগোয়া অধিকারীহাট এবং রানিগঞ্জ-পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮টি গ্রাম। রেললাইনের উপর দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত বিভিন্ন গ্রামের কয়েকশো স্কুল পড়ুয়া, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের। পাশাপাশি, রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাটের দিন কয়েক হাজার মানুষ রেললাইন পারাপার করে। এছাড়াও যাত্রীদের ভারী লাগেজ নিয়ে রেললাইন পার হতে হয়। যে কারণে দীর্ঘদিন থেকে ফুট ওভারব্রিজের দাবি উঠছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বহুবার আন্দোলন করেছে। কিন্তু দাবি পূরণ হয়নি। যে কারণে ক্ষোভ বাড়ছে দিন-দিন।

অধিকারী বাজারের ব্যবসায়ী উপেন্দ্র শা বলেন, ‘ফুট ওভারব্রিজ না থাকায় মানুষের চরম ভোগান্তি হচ্ছে। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের নীচ দিয়ে চলাচল করতে হয়।’ ট্রেনযাত্রী পার্থ মাজি বলেন, স্টেশনে ট্রেন থেকে

অধিকারী রেলস্টেশন।

নামার পর লাগেজ ও শিশুদের নিয়ে রেললাইন পার হতে হয়। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বুঝতে পারছি না কেন রেল গুরুত্ব দিচ্ছে না।’ বিজেপির কিষান মোর্চার খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি সঞ্জয় মণ্ডলের বক্তব্য, ‘ফুট ওভারব্রিজের জন্য বহুবার আন্দোলন হয়েছে। দার্জিলিয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ও ডিআরএমের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ উদাসীন।’ জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের ১৬ মার্চ এ ব্যাপারে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে চিঠি দিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। কিন্তু এখন পর্যন্ত রেলের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ছুটির দিনে বন্ধ ইউএসজি

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : ইদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি থাকায় বহির্বিভাগ বন্ধ থাকার কথা। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শনিবার শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা বিভাগগুলিও বেশিরভাগই বন্ধ ছিল। অনেক রোগী চিকিৎসা, পরীক্ষার জন্য এসে পরিষেবা না পেয়ে ফিরে গিয়েছেন। এমনকি মেডিকেল কর্তাদের কাউকেই এদিন হাসপাতালে দেখা যায়নি। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মেডিকেলের ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডল বলেছেন, ‘এদিন সরকারি ছুটি ছিল। তবে, অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীদের সবরকম শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে।’ ডেপুটি সুপার এই দাবি করলেও বাস্তবে সমস্ত বিভাগই দরজা বন্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, মে দিবস, দুর্গাপুজোয় একদিন, ইদুজ্জোহা সহ বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন বহির্বিভাগ বন্ধ থাকে। তবে, এই দিনগুলিতে রোগীদের স্বার্থে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার বিভাগগুলি চালু রাখা হয়। কিন্তু শনিবার বহির্বিভাগের পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষার বিভাগ বন্ধ ছিল। তবে, বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা (পিপিপি) এমআরআই পরিষেবা চালু ছিল। ছুটি জানা না থাকায় এদিনও অনেক রোগী মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের পুরাতনপল্লির বাসিন্দা নিবিড় দাস বললেন, ‘চিকিৎসার জন্য এসেছিলাম। এখানে তো সব বিভাগই বন্ধ। স্ত্রীর আল্ট্রাসনোগ্রাফি করার কথা ছিল, সেই বিভাগ খোলেনি। তাই ফিরে যাচ্ছি।’

নাকাল রোগীরা

- ইউএসজি বিভাগের সামনে গিয়ে দেখা গেল দরজা বন্ধ
- অথচ দরজার ওপরে বড় বড় করে লেখা রয়েছে প্রতিদিন এই বিভাগ খোলা
- রক্ত, মলমূত্র পরীক্ষার জন্য সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরির রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার এবং পরীক্ষার কাউন্টার - দুটোই এদিন বন্ধ ছিল
- অথচ এই বিভাগগুলি বন্ধ থাকার কথা নয় বলেই হাসপাতাল সূত্রের খবর

আল্ট্রাসনোগ্রাফি (ইউএসজি) বিভাগের সামনে গিয়ে দরজা বন্ধ অবস্থায় দেখা গেল। অথচ দরজার ওপরে বড় বড় করে লেখা রয়েছে এভরি ডে অর্থাৎ প্রতিদিন এই বিভাগ খোলা। হাসপাতালের এক কর্মী জানালেন, বহির্বিভাগ বন্ধ থাকলেও আল্ট্রাসনোগ্রাফি বিভাগ খোলা থাকার কথা। কারণ অন্তর্বিভাগের রোগীদের পরীক্ষা করাতে হয়। বহির্বিভাগেও অনেক রোগীকে আগাম দিনক্ষণ দেওয়া হয়। এদিন তাঁরা সকালে এসে ফিরে গিয়েছেন।

একই অবস্থা সিটি স্ক্যান বিভাগের। এই বিভাগ খোলা থাকলেও রোগীদের সিটি স্ক্যান করা হয়নি। মেশিনের মেরামত চলছে বলে লেখা রয়েছে। রক্ত, মলমূত্র পরীক্ষার জন্য সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরির রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার এবং পরীক্ষার কাউন্টার - দুটোই এদিন বন্ধ ছিল। অথচ এই বিভাগগুলি বন্ধ থাকার কথা নয় বলেই হাসপাতাল সূত্রের খবর। শনিবার হাসপাতালে এসে মানুষ পরিষেবা পাননি, পরদিন রবিবারও সমস্তটাই ছুটি। সোমবারের আগে হাসপাতালে পরীক্ষা করানো সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষের এই দায়সারা মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অস্থায়ী কর্মীদের বেতন নিয়ে ফের জটিলতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন নিয়ে ফের জটিলতা তৈরি হয়েছে। জুন মাসের ৭ তারিখ পেরিয়ে গেলেও এখনও এখানকার সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অস্থায়ী কর্মীরা মে মাসের বেতন পাননি। এই পরিস্থিতিতে প্রায় ৩০০ কর্মীর পরিবার সমস্যায় পড়েছে। বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার পক্ষে মিঠু সাহা শনিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে আর্থিক বরাদ্দ না আসায় এই মাসেও বেতন নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। আর এতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রায় প্রতি মাসেই বেতন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। গত মাসেও অনেক আন্দোলনের পরে বেতন দেওয়া হয়েছিল। এবারও আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে কনট্রাকচুয়াল ওয়েলফেয়ার ফোরামের সম্পাদক প্রতিমা চক্রবর্তী জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘আমাদের আন্দোলনের জেরে রোগী পরিষেবা ব্যাহত হলে তার দায় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।’

মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লক পরিচালনার জন্য প্রায় ৩০০ অস্থায়ী কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে কলকাতার একটি এজেন্সিকে এই নিয়োগের বরাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকেই কর্মীদের বেতন নিয়ে সমস্যা জিইয়ে রয়েছে। কোনও মাসে প্রথম সপ্তাহে, কোনও মাসে ১০ তারিখে আবার কোনও মাসে ১৫-১৬ তারিখের পরে বেতন দেওয়া হচ্ছে। যা নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।

অথচ এই কর্মীদের দিয়েই পুরো সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নিরাপত্তা, রোগীদের সহায়তা দেওয়া, রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক সামলানো সহ সমস্ত কাজ করানো হয়।

গত মাসেও ১৫ তারিখ পর্যন্ত বেতন না পেয়ে কর্মীরা আন্দোলনে নেমেছিলেন। ১৭ মে নাগাদ ধাপে ধাপে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বেতন পৌঁছেছে।

এই মাসেও একই পরিস্থিতির আশঙ্কায় শনিবারই নিয়োগকারী সংস্থার তরফে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বেতন নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা লেখা রয়েছে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ কর্মীরা। তাঁদের সংগঠন নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কনট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ফোরামের সম্পাদক প্রতিমা চক্রবর্তী এদিন বলেন, ‘প্রতি মাসেই বেতন নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে কর্মীদের কাজ করতে হচ্ছে। গত মাসেও আমরা অনেক আন্দোলন করে বেতন আদায় করেছি। আবার এই মাসেও বেতন নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা বলা হচ্ছে। এভাবে তো কাজ

পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা

চলতে পারে না। আমরা ১০ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সেই সময়ের মধ্যে বেতন না হলে ১১ তারিখ থেকে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করা হবে। এখানকার অস্থায়ী কর্মীরা আন্দোলনে নামলে রোগী পরিষেবা পুরোপুরি ব্যাহত হবে। আর তার দায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।’

নিয়োগকারী সংস্থার তরফে মিঠু সাহার বক্তব্য, ‘স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী টানা দু’মাস সরকার বরাদ্দ না দিলেও সংস্থা কর্মীদের মাইনে মিটিয়ে দেবে। কিন্তু গত বছরের সেপ্টেম্বর এবং এই বছরের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট চার মাসের মাইনে বাবদ বকেয়া স্বাস্থ্য দপ্তর মেটায়নি। তাহলে আমরা কীভাবে কর্মীদের বেতন দেব?’ হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, ‘এই কর্মীদের বেতন চুক্তি পুরোটাই কলকাতা থেকে হয়। আমাদের এখান থেকে কিছু করার নেই।’

গরমে কাহিল।। *তপ্ত দুপুরে একটু জিরিয়ে নেওয়া। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

ফের সন্দেহজনক শংসাপত্র

মালবাজার

মালবাজার, ৭ জুন : আবার মাল পুরসভা থেকে সন্দেহজনক জন্ম শংসাপত্র ইস্যু করার ঘটনা সামনে এল। এবার মুম্বই পুলিশের তরফে মালবাজার পুরসভায় এই সংক্রান্ত চিঠি এসেছে। মুম্বইয়ের এক ব্যক্তির পাসপোর্টের আবেদনে মেটেলির ঠিকানা দিয়ে মালবাজার পুরসভা থেকে দেওয়া জন্মের শংসাপত্র ব্যবহার হয়েছে। তবে পুরসভার তরফে এখনও তথ্য যাচাই করে মুম্বই পুলিশকে জানানো হয়নি। যে সময় এই শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল তখনও দায়িত্বে ছিলেন ফেরার পুরকর্মী প্রসেনজিৎ দত্ত। ফলে আশঙ্কা থাকছে সেই শংসাপত্রের বৈধতা নিয়ে। তবে আগামী সপ্তাহের গোড়াতেই শংসাপত্রের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখবে পুরসভা।

মুম্বই পুলিশের তরফে একটি জন্মের শংসাপত্র যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে মালবাজার পুরসভার জন্মমৃত্যু নিবন্ধীকরণ বিভাগে। এছাড়াও একটি চিঠি পাঠিয়ে সমস্ত তথ্য জানতে চেয়েছে মুম্বই পুলিশের এমআরএ মার্গ পুলিশ স্টেশন। পুলিশ যাঁর জন্মের শংসাপত্র যাচাইয়ের জন্য পাঠিয়েছে, শংসাপত্র অনুযায়ী তাঁর জন্ম জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার শহরে। জন্মের শংসাপত্র ৫ অক্টোবর ২০২৪ সালে ইস্যু করেছে মালবাজার পুরসভা। জন্মের সাল ১৯৮২। স্থায়ী ঠিকানা লেখা মেটেলি বাজার।

সন্দেহের শুরু এখানেই। ১৯৮৯ সালে মাল পুরসভা গঠন হয়। ফলে ১৯৮২-র জন্মের নথি কীভাবে মাল পুরসভায় সংরক্ষিত হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যে সময়ে এই জন্মের শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল সে সময়ে সেই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন প্রসেনজিৎ। বিভিন্ন জাল নথিপত্র ব্যবহার করে এর আগে মাল পুরসভা থেকে ১১টি জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু হয়েছিল। সেগুলি সবই আবার আফগান নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য। সেই ১১টি শংসাপত্রে মেটেলি বাজার এলাকার এক পরিবারের ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই ঠিকানা ব্যবহার করেই মেটেলি ব্লকের রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নিয়ে মাল পুরসভায় জমা করা হয়েছিল। গত বছর অক্টোবর মাসে প্রথম সিবিআইয়ের নজরে আসে এই বিষয়টি।

এবারও মুম্বই পুলিশ হাবিবুল্লা মহম্মদ খুশল নামে এক ব্যক্তির পাসপোর্টের আবেদনের সঙ্গে জমা পড়া জন্ম সার্টিফিকেটের নথি যাচাইয়ের জন্য মাল পুরসভায় পাঠিয়েছে। এবারও মেটেলির ওই একই পরিবারের ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে। আবেদনকারীর পদবি অনুযায়ী তিনি সম্ভবত কোনও আফগান পরিবারের সদস্য। কারণ ‘খুশল’ একটি আফগান উপজাতি। সেই উপজাতির কারও পদবিতেই সাধারণত উপজাতির নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

রাস্তায় দাদার বুকে ছুরি

ধূপগুড়ি, ৭ জুন : জুয়া সহ অন্যান্য কুঅভ্যাসের জেরে আগেই স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এবারে শেষ সম্বল এক বিঘা জমিও বিক্রি করে দিতে উদ্যত হয়েছিল ঝাড়মাগুরমারির বাসিন্দা স্বপন ঘোষ। কিন্তু স্বপনের এক মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুই দাদা জমি বিক্রি না করার পরামর্শই দিয়েছিলেন। আর সেই পরামর্শই কাল হয়ে দাঁড়াল দাদা সুভাষ ঘোষের। রাস্তায় দাদাকে দাঁড় করিয়ে বুকে ছুরি মারল স্বপন। এমনকি দাদাকে পালটা অভিযুক্ত বানাতে ব্যাগের অপর ছুরি বের করে দাদার হাতে দিয়ে তাকে পালটা মারার প্রস্তাবও দিয়েছিল স্বপন। তবে দাদা পারেননি। ছুরির আঘাতে আহত হয়ে ততক্ষণে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি। শুক্রবারের ওই ঘটনায় রাতে অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছিল। শনিবার গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত স্বপনকে।

উৎসব আবহে ইদ

শিলিগুড়ি ব্যুরো

৭ জুন : উত্তরবঙ্গের বাকি অংশের সঙ্গে উৎসবের আবহে শিলিগুড়িতেও পালিত হল ইদ। শনিবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে নমাজের মাধ্যমে দোয়া করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। এরপরেই পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা বিনিময় চলে। বাগডোগরা এবং মাটিগাড়া এলাকাতেও পবিত্র ইদ উৎসবের আবহে পালিত হয়েছে। এদিন বাগডোগরা মসজিদপাড়া, ডিগরাভিটা, হালাল, হাঁসখোয়া, ত্রিহানা, রাজাঝাড় এবং মুনিভিস্তিতে ইদের নমাজ আদায় করা হয়। এদিকে মাটিগাড়া বেলডাঙ্গি, খোলাই বক্তরি, তারিজোত, বিশ্বাস কলোনি, কলমজোত সহ ১৩টি স্থানে ইদের নমাজ আদায় করা হয়েছে। চোপড়াতেও শান্তিতে পালিত হয়েছে ইদ।

অনুপান জোগাড়ে শপিং মলে চুরি, ধৃত তরুণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : পানীয় ছিল, অনুপান ছিল না। তাই শপিং মলে ঢুকে কাজুবাদামের দুটো প্যাকেট পকেটে পুরেছিল এক তরুণ। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

সকাল এগারোটা নাগাদ পানিট্যাঙ্কি মোড় সংলগ্ন একটি শপিং মলের সামনে দাঁড়িয়ে তখন ‘চোর’, ‘চোর’ করে চিৎকার করছিলেন ওই মলের কর্মীরা। টি শার্ট-জিনসের প্যান্ট পরা এক তরুণ তখন মলের গেট থেকে বেরিয়ে সেবক মোড়ের দিকে ছুটছিলেন। বিষয়টা হঠাৎ করে নজরে আসে বিশ্বজিৎ পোদ্দারের। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা তরুণকে পাকড়াও করে ফেলেন তিনি। আর তাতেই কিছুদূরে থাকা মলের কর্মীদের চোখেমুখে ‘স্বস্তি’।

আশপাশে জমে যাওয়া ভিড় থেকে তখন একটাই প্রশ্ন, কী চুরি করেছে? হঠাৎ করেই সকলের নজরে পড়ে তরুণের কোমরের পিছনে গুঁজে রাখা কাজুর দুটো প্যাকেটের দিকে। কিন্তু হঠাৎ মলে ঢুকে কাজুর প্যাকেট চুরি কেন? পেছনে অন্য কোনও বড় ফন্দি নেই তো? এমন প্রশ্ন মনে এসেছিল পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়ির কর্মীদের মধ্যেও। ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকা ওই তরুণের কথায়, ‘একটু নেশার মন করছিল। ভাবছিলাম একটু যদি কাজু পাওয়া যায়। মলে ঢুকে তাই কাজুর প্যাকেট নিলাম। কিন্তু দুটো কাজুর প্যাকেটের যা দাম তাতে পকেট ফেল। তাই কাজুর প্যাকেট দুটো নিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করেছিলাম।’

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম প্রবীণ গুরুং। গাড়ির খালাসির কাজে যুক্ত এই তরুণের বাড়ি দার্জিলিংয়ে। তবে গত কয়েকমাস ধরে সে প্রধাননগরে তার বন্ধুর বাড়িতেই থাকত। গত মাসে চেকপোস্টের একটি মল থেকে দামি সানগ্লাস নিয়ে এক তরুণ পগারপাড় হয়েছিল। সেই ঘটনাও প্রবীণই ঘটিয়েছিল কি না, সে বিষয়টাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তরুণ সকাল এগারোটার কিছু আগে ওই মলে ঢোকে। এরপর সোজাসুজি সে চলে যায় ফুড কাউন্টারে। সেখানে সে দুটো কাজুর প্যাকেট নেয়। মলে তখন লোক কম থাকায় বিষয়টা সহজেই নজরে রাখছিলেন কর্মীরা। হঠাৎ দেখা যায়, ওই তরুণ কাজুর প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গেটে থাকা নিরাপত্তারক্ষী ওই প্যাকেট দেখাতে বললেই সে দৌড়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। মলের মূল গেট দিয়ে বেরিয়ে সে ছুটতে থাকে। বিশ্বজিতের কথায়, ‘লোকটাকে ওভাবে দৌড়াতে দেখে ভেবেছিলাম, সে নিশ্চয়ই বড় কোনও কাণ্ড ঘটিয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত কাজুর প্যাকেট বেরোবে, সেটা ভাবতে পারিনি।’ সবমিলিয়ে, চোখের জলে থানার হাজতে ঠাঁই হয়েছে প্রবীণের। স্থানীয়দের কেউ কেউ কটাক্ষ করলেন, কাজুর লোভে পুরো পার্টিটাই ভেস্তে গেল।

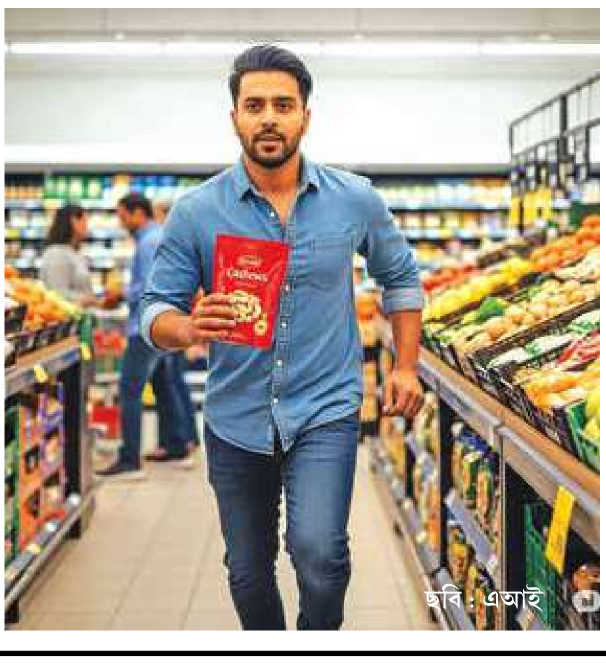

ছবি : এআই

কী ঘটনা

- তরুণ সকাল এগারোটার কিছু আগে ওই মলে ঢোকে
- এরপর সোজাসুজি সে চলে যায় ফুড কাউন্টারে, সেখানে সে দুটো কাজুর প্যাকেট নেয়
- মলে তখন লোক কম থাকায় বিষয়টা সহজেই নজরে রাখছিলেন কর্মীরা
- দেখা যায়, ওই তরুণ কাজুর প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে
- নিরাপত্তারক্ষী ওই প্যাকেট দেখাতে বললেই সে ছুটে বেরিয়ে যায়
- মলের মূল গেট দিয়ে বেরিয়ে সে ছুটতে থাকে

সবুজ দিশারি
(৫ জুন)

সাত দশক ধরে কুড়ি বিঘা জমিতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়ার বাসিন্দা জ্ঞানেন্দ্র সরকার এক হাজারেরও বেশি গাছপালা লাগিয়েছেন। নীরবে।

কাণ্ড বটে
(৬ জুন)

পাচারের আগে রেলের পার্সেল ভ্যান থেকে ২১০টি সেগুন কাঠের লগ, সুপারি ও গাঁজা উদ্ধার। খোঁজ মেলেনি লোকোপাইলট, ট্রেন ম্যানেজারের। এনজেপি জংশনের ঘটনা।

খাসমহলে কোপ
(২ জুন)

কোচবিহারে সরকারি উদ্যোগেই হেরিটেজ স্থাপত্য ভেঙে মনোমতো সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এবারে খাসমহল নামে পরিচিত হেরিটেজ ভবনে কোপ পড়েছে।

টাকা গায়েব
(৫ জুন)

মানিকচকের ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে বন্যাত্রাণের প্রায় দেড় কোটি টাকা গায়েবের অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সুন্দরী হবেন চায়ের বর্জ্যেও

চা তৈরির পর পড়ে থাকে টি ওয়েস্ট বা চা বর্জ্য। এটি ব্যবহার করে ফের চা তৈরি করা যায় না মোটেই। তবে অনায়াসে তৈরি করা যাবে ফর্সা হওয়ার ফেস প্যাক, ব্যবহার করা যাবে টুথপেস্ট, ডিওডরান্ট, বডিওয়াশে। বিজ্ঞানীরা সেই দিশাই দেখাচ্ছেন।

শুভজিৎ দত্ত

অপাংক্তেয় বলেই ধারণা ছিল আমআদমির। পথেঘাটে, পাউরুটিতে কিংবা সবজিতে জন্মানো সেই পেনিসিলিয়াম নামে এক ধরনের ছত্রাক থেকে স্যর আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আবিষ্কার করেছিলেন ‘পেনিসিলিন’। ওই অ্যান্টিবায়োটিকই পরে মৃতসঞ্জীবনী হিসেবে প্রমাণিত হয় অযুতনিযুত জীবন বাঁচিয়ে। এই কাহিনী ঠিক তা নয়। তবে গভীরভাবে ভাবতে বসলে কিছু মিল থাকলেও থাকতে পারে। এক কাপ ধূমায়িত চা হাতে না পেলে সকাল হয় না বেশিরভাগেরই। অস্থিমজ্জায় ঢুকে যাওয়া এই অভ্যেস তো আছেই। পাশাপাশি আদর, আপ্যায়ন, সোহাগ, রাগ, দুঃখ, উদ্বেগ সমস্ত কিছুর উপশমের সঙ্গেও চা যেন মিলেমিশে একাকার। হয়তো একারণেই কবীর সুমনের গান ‘এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই।’ পৃথিবীর জনপ্রিয়তম পানীয় হিসেবে পরিচিতিলাভ করা সেই চা জাত পণ্যকেই যদি আমাদের বাড়ির কন্যাশ্রীরা আরও সুন্দর হতে ফেসপ্যাক হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে দেয় তবে কেমন হত! বুড়ো নাকি কেউই হতে চান না। বার্ধক্য ঠেকাতে সেই চা-ই যদি হয়ে ওঠে ব্রহ্মাস্ত্র, মন্দ যে হত না বলাই বাহুল্য। নাহ, এসব আর এখন কল্পকথা নয়। বাস্তবে যে ঠিক এটাই হবে তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন আইআইটি গুয়াহাটির রসায়ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের কাজকর্ম সম্প্রতি চাক্ষুষ করে এসেছেন জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিদের একদল প্রতিনিধি। বিজ্ঞানের ওই সব উদ্ভাবনই এখন নতুন করে আশার আলো জাগাচ্ছে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির রাজ্য উত্তরবঙ্গেও।

আসলে বিষয়টি হচ্ছে চায়ের বিকল্প ব্যবহার। ভিন্ন পথে বাড়তি কিছু উপার্জন ও সেইসঙ্গে কর্মসংস্থান। কাঁচা পাতা থেকে চা তৈরি হয়। মূলত সিটিসি, গ্রিন ও অর্থডক্স- এই তিন রকম। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স-তরাইয়ের বাগান সিটিসি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ভুবনজয়ী দার্জিলিং অর্থডক্স চায়ের সুখ্যাতি স্বাদ-গন্ধে। তবে জলবায়ুর আমূল পরিবর্তন, রোগপোকার বল্গাহীন হামলা, ন্যায্য দাম না পাওয়ার মতো নানা সমস্যা এখন এই শিল্পের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে অসম ও উত্তরবঙ্গের সংগঠিত ক্ষেত্রের মূল শিল্প চা-কে ভিন্ন কোন পথে কাজে লাগানো যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। সেটাই এখন ধীরে ধীরে ডানা মেলতে শুরু করেছে। কাঁচা পাতা ব্যবহার করে অ্যান্টি এজিং (বার্ধক্য রোধ) ও সাইকো অ্যাক্টিভ ওষুধ তৈরি যে সম্ভব হাতেকলমে দেখিয়ে দিয়েছে গুয়াহাটি আইআইটি। সবুজ পাতার গুঁড়ো। ফ্যালনা নয় সে-ও। হতে পারে টি ক্যাপসুল। চা খেতে ইচ্ছে করছে। ধারেকাছে দোকান নেই তো কী হয়েছে। পকেটে রাখা ওই ক্যাপসুল মুখে পুরে নিন। একদম সেই আস্বাদই পাওয়া যাবে যা এক কাপ চা পান করলে মিলত। প্রতিটি বাগানের ফ্যাক্টরিতেই কাঁচা পাতা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে চা তৈরির পর অবশেষ হিসেবে বর্জ্য পড়ে থাকে। যা ‘টি ওয়েস্ট’ নামে পরিচিত। ওই অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করে তৈরি করা চা পান করার একেবারেই উপযুক্ত নয়। টি বোর্ড এর অপব্যবহার ঠেকাতে যথেষ্টই কড়া। চা বর্জ্যকে বাগানে নষ্ট করে ফেলাই নিয়ম। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন ফ্যালনা নয় এটাও। অনেকটা ‘ছাই থেকে মানিক রতন প্রাপ্তি’-র আপ্তবাক্যের মতো। বর্জ্যকে পরিণত করা যেতে পারে সম্পদে।

আশার আলো।। গুয়াহাটি আইআইটি’র গবেষণাগার। চা’কে নবদিশা দেখানোর চেষ্টা চলছে এখানে।

তৈরি হবে ফর্সা হওয়ার ফেসপ্যাক, ব্যবহার করা যাবে টুথপেস্ট, বডিওয়াশে। দূষণ প্রতিরোধক মাস্ক কিংবা ব্যবহৃত মোজার দুর্গন্ধ ঠেকাতে ডিওডরান্ট হিসেবে ব্যবহার করাও সম্ভব। এমনকি আইসক্রিম, কেক, বিস্কুটের মতো খাদ্যসামগ্রীর স্বাদও আরও বাড়িয়ে তুলবে।

এবারে সহজ ভাষায় একটু বিজ্ঞানের দিকটি দেখা যাক। কাঁচা পাতা কিংবা চা বর্জ্যের এইসব ব্যবহারের সবকিছুর মূলে রয়েছে কার্বনের খেলা। বর্তমান বাজার সম্পর্কে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁদের জানা আছে ‘সক্রিয় কার্বন’ ব্যবহার করে বর্তমানে নানা ধরনের বস্তু তৈরি হচ্ছে। কার্বন ব্যবহারে ওই পণ্যে যে বাড়তি গুণ যুক্ত হচ্ছে তাতে দুটো টাকা বেশি দামও পাওয়া যাচ্ছে এসব সামগ্রীর। চা বর্জ্যে প্রচুর পরিমাণ সক্রিয় কার্বন থাকে। শুধু চা বর্জ্য যেখানে কারখানায় সার তৈরির জন্য ২০ টাকা কিলো করে বিক্রি হত সেটাই এতে উপস্থিত সক্রিয় কার্বনকে আলাদা করে ভোগ্যপণ্যে কাজে লাগানোর জন্য ১০০ টাকা কিলো দরে বিক্রি করা সম্ভব। কাঁচা চা পাতায় থাকে ক্যাটেচিন নামে এক ধরনের জৈব রাসায়নিক। যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি মাইক্রোবিয়ালের মতো নানা উপাদানে সমৃদ্ধ। ক্যাটেচিন দিয়ে চা রস বা টি জুস তৈরি করা যেতে পারে। শাকসবজি, ফলমূল অন্তত এক বছর অনায়াসে সংরক্ষণ করে রাখতে পারে ওই রস।

গুয়াহাটি আইআইটি-র রসায়ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মিহিরকুমার পুরকায়েত বললেন, ‘আমরা প্রয়োগের দিকটি দেখিয়ে দিয়েছি। বাণিজ্যিকভাবে এর ব্যবহার চা শিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলেই বিশ্বাস করি।’ চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) প্রাক্তন নির্দেশক ডঃ মৃদুল হাজারিকা বলেন, ‘একটা সময় টি ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট নিয়ে কাজ করেছিলাম। বর্তমানে প্রযুক্তির আরও উন্নতি ঘটে গিয়েছে। লাগাতার গবেষণায় চায়ের নানাবিধ ব্যবহার যে সম্ভব সেটা এখন প্রমাণিত। এতে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে গিয়েছে।’ জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি রজত রায় কার্জি বলছেন, ‘গুয়াহাটি আইআইটিতে গিয়ে আমাদেরও চোখ খুলে গিয়েছে। এখানে যাতে চায়ের বিকল্প ব্যবহারের প্রকল্প চালু করা যেতে পারে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। আগামীতে এটাই হবে চা কারবারিদের বাড়তি উপার্জনের একমাত্র পথ। সঙ্গে কাজের বাজার সম্প্রসারণেরও।’

তদন্ত।। তপনে খুনের ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ।

গভীরে যাও, আরও গভীরে যাও...

একের পর এক নৃশংস খুন। অথচ খুনিরা নির্বিকার। ডাক্তারি পরিভাষায় এসব ‘ক্রাইম অফ প্যাশন’, ‘ক্রাইম অফ অ্যাঙ্গার’। অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিকতাই কি এসবের মূলে?

শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিপছিপে চেহারার শ্যামবর্ণ ছেলেটার চোখদুটো কেমন যেন অদ্ভুতভাবে স্থির হয়ে আছে। তখনও বিছানায় মশারি টাঙানো। সামনেই বসে আসিফ মহম্মদ। দেখে বোঝার জো নেই, চার-চারটে খুন করেছে এই ‘গুণধর’। নিজের মা, বাবা, বোন ও ঠাকুমাকে খুনের পর বাড়ির গোডাউনেই পুঁতে রেখেছিল কালিয়াচকের এই স্কুলছুট। প্রায় চার মাস ধরে সেই বাড়িতেই মৃতদেহগুলির সঙ্গে ভাবলেশহীনভাবে কাটিয়ে দিয়েছিল সে। ২০২১ সালের সেই হাড়-হিম ঘটনায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন দুঁদে গোয়েন্দারাও। কেস অফিসারের বয়ান থেকে জানা যায়, যখন তাঁরা আসিফকে ধরতে তার ঘরে পৌঁছান, তখন এতটুকুও অনুতপ্ত দেখায়নি তাকে। বরং নিজের দাদাকে খুন করতে না পারার আফসোস করতে দেখা গিয়েছে।

ডাক্তারি পরিভাষায় এই ধরনের খুনকে বলে ‘ক্রাইম অফ প্যাশন’। সম্পর্কের টানাপোড়েন বা কোনও ব্যক্তিগত কারণে নিজের আত্মীয়কে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় দেহকে কোথাও পুঁতে রাখার এমন ঘটনা অবশ্য বিরল। ঠিক একারণেই বিচারক আসিফকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছেন।

তবে আসিফ একা নয়, কালিয়াচকের এই তরুণের সঙ্গে এক সারিতে বসে আছে তপনের মৌমিতা হাসানও। সম্পর্কের জটিল আবর্তে নিজের ভাশুরপোকে নৃশংসভাবে খুন করে রান্নাঘরের চিলেকোঠায় পুঁতে রেখেছিল। রতুয়ার ছেলে সাদ্দামকে খুনের পর দেহ তপনে নিজের বাপের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল মৌমিতা। প্রায় সমবয়স্ক ভাশুরপোর সঙ্গে মৌমিতার ‘আলাদা’ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু শুধু কি সম্পর্কের টানাপোড়েনেই এমন বীভৎস ঘটনা ঘটাতে পারে এক সাধারণ গৃহবধূ! নাকি এর পিছনে বহু টাকার ব্যবসায়িক লেনদেনও কাজ করেছে? এই ঘটনাকে কি ‘ক্রাইম অফ প্যাশন’ বলা যায়?

ডাক্তারি পরিভাষায় মৌমিতার ঘটনাকে ‘ক্রাইম অফ অ্যাঙ্গার’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আচমকা রাগের বশে খুন করে ফেললেও তারপর প্রমাণ লোপাটের জন্য রীতিমতো পরিকল্পনা করে এই ধরনের অপরাধীরা। তাহলে আসিফ আর মৌমিতার ঘটনায় মিলটা কোথায়? ‘ক্রাইম অফ প্যাশন’ আর ‘ক্রাইম অফ অ্যাঙ্গারের’ মধ্যেই বা মিলটা ঠিক কোন জায়গায়?

মনোবিদরা মনে করছেন, আসিফ আর মৌমিতা, দুজনের মধ্যেই কিছু একটা না পাওয়ার অতৃপ্তি কাজ করেছে। সেই মনের খিদেটা মৌমিতার ক্ষেত্রে যখন ‘বিশেষ’ কোনও সম্পর্ক হতে পারে, তখন আসিফের ক্ষেত্রে এই খিদেটা খানিকটা আর্থিক বিষয় ছিল। ডার্ক ওয়েবে জড়িয়ে বিপুল টাকাপয়সার প্রয়োজন থেকেই আসিফের মনে পরিবারের সকলকে সরিয়ে দেওয়া ও তাদের সম্পত্তি হাতানোর ভাবনার উৎপত্তি বলে মনে করা হচ্ছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অসীম চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ‘আত্মীয়কে খুন করার এই ধরনের অপরাধকে প্যারিসাইড হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবারের সকলকে বা কাউকে হত্যা করার ঘটনা সামনে আসে।’ এখানে মৌমিতা অবশ্য আসিফের মতো পরিবারের একাধিক সদস্যকে নয়, ভাশুরপোকে খুন করেছে বলে দাবি করেছে সে নিজেই।

‘প্যারিসাইড’ মামলার আরেকটি উদাহরণ মিলেছিল দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনেই। ২০২০ সালের সেই ঘটনাটিও কম হাড়-হিম করা ছিল না। একই পরিবারের পাঁচজনের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় আলোড়িত হয়েছিল গৌড়বঙ্গ। তপনের চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামালপুরে সেই ঘটনার রহস্যের কিনারা আজও হয়নি। পরিবারের চারজনকে খুন করে অপরাধী নিজে আত্মহত্যা করে বলে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল তদন্তকারীদের। দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত অনু বর্মন মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। ৩৩ বছরের ওই তরুণ মানসিক অবসাদ থেকেই যে অনু ৬০ বছরের বৃদ্ধ মা উলুবালা বর্মন, ২৬ বছরের স্ত্রী মল্লিকা বর্মন, দুই মেয়ে ১০ বছরের বিউটি বর্মন এবং ৬ বছরের স্নিগ্ধা বর্মনকে খুন করে। তারপর নিজে আত্মহত্যা করে বলে অনুমান তদন্তকারীদের। এই ‘প্যারিসাইড’ মামলাটি অনেকটা আসিফের ঘটনার মতো।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, অনুর মানসিক অবসাদ তার পরিবারকে মর্মান্তিক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। যেমনটা আসিফের ক্ষেত্রে তার মানসিক চাপ কাজ করেছিল। একইভাবে মৌমিতার ওপরেও ভয়ংকর মানসিক চাপ কাজ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আর এই ধরনের মানসিক চাপ কোনও এক পয়েন্টে খুনের মতো ভয়ংকর সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয় অনু-আসিফ-মৌমিতাদের। স্থান, কাল, পাত্র আলাদা হলেও খুনের পিছনে মানসিক চাপই যে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে, তা মনে করছেন ডাঃ অসীম চট্টোপাধ্যায়। তবে আদপে মানুষের মনের মধ্যে কোন জটিল রসায়ন বিক্রিয়া ঘটিয়ে চলেছে, আর তার পরিণতিতে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটবে, তা কারও পক্ষেই অনুমান সম্ভব নয়। ফলে এই ধরনের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার বিকাশ ঘটার লক্ষ্মণ অধিকাংশ সময়েই আগাম আঁচ করা যায় না। কিন্তু তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এমন অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে কেন?

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিকতাই এমন পরিণতির একটা কারণ। যেমন আসিফের ক্ষেত্রে। কিন্তু যৌথ পরিবারে থেকেও কীভাবে এতটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারে কেউ? এজন্য অনেকেই মোবাইল নির্ভরতা, সামাজিক মাধ্যমে বুঁদ হয়ে থাকাকে দায়ী করছেন। তবে কারও সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এসব কোনও সূত্রই খাটে না। পরকীয়ায় জড়িয়ে আপনজনকে খুনের নজির বহু আছে।

চাকরি না খুঁজে কৃষিকাজেই জীবন বদল

সুভাষ বর্মন

কেউ সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর, কেউ স্নাতক হয়ে চাকরির খোঁজ করছিলেন। কেউবা টিউশন পড়াতেন। কিন্তু জীবনে সাফল্য আসছিল না। হাল না ছেড়ে কৃষিকাজকে আঁকড়ে ধরার পরই জীবন বদল। এতটাই বদলেছে যে এখন চাকরির খোঁজ পেলেও সেদিকে চোখ দেওয়ার সময়টুকুও নেই।

এ রাজ্যে চাকরি পেয়েও চাকরিহারা হতে হয়। তার উদাহরণ তো সদ্য চাকরিহারা শিক্ষকরাই। কিন্তু শিক্ষিত হয়ে বছরের পর বছর চেষ্টা করেও যখন চাকরি হচ্ছিল না তখন কৃষিকাজে নেমে নিজেদের জীবনযাত্রায় আমূল বদল এনেছেন আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার কেউ কেউ। এখনকার কৃষিকাজ অনেকাংশেই বাণিজ্যিক। ফালাকাটায় রাজ্যের মধ্যে এক নম্বর কৃষক বাজারও রয়েছে। তাই কৃষিকাজকে জীবিকা করেই নিজেদের সংসারে যেন বিপ্লব ঘটিয়ে দেন রথীশ মণ্ডল, আবুল কালাম আজাদ, লিটন পাল, বিজন রায়দের মতো শিক্ষিত তরুণরা। তাঁদের কাছে এখন চাকরির থেকে অনেক বেশি তৃপ্তি ও সুখ কৃষিকাজের মধ্যেই। এমন শিক্ষিত তরুণ চাষিদের সবরকমভাবে উৎসাহিত করছে কৃষি দপ্তরও।

কীভাবে ঘটল তাঁদের এই জীবনে ব্যাপক রদবদল? বালাসুন্দর গ্রামে বাড়ি বছর পঁয়ত্রিশের রথীশ মণ্ডলের। বাবা রমেশ মণ্ডল পেশায় কৃষক। ১২-১৩ বিঘা চাষের জমি। বাবাও ভেবেছিলেন ছেলে পড়াশোনা করে একদিন সরকারি চাকরি পাবে। তাই ছাত্রাবস্থায় কৃষিকাজের প্রতি সেভাবে ঝোঁক ছিল না রথীশের। সংস্কৃত বিষয়ে স্নাতকোত্তর হন ২০১১ সালে। স্বপ্ন ছিল স্কুলে চাকরি করার। বিএড করেন। চাকরির প্রস্তুতিও নেন। কিন্তু তা আর জোটেনি। তখন চাষের কাজ শুরু করেন। আলু, ভুট্টা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, শসার মতো লাভজনক চাষে এখন অভ্যস্ত রথীশ। এভাবেই রথীশের জীবন মোড় নেয়। এখন সংসারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই। রথীশ বিয়েও করেছেন। লাভজনক চাষাবাদ নিয়ে রথীশ বললেন, ‘এবার ছয় বিঘা জমিতে ভুট্টার চাষ করেছি। খরচ হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। আর ভুট্টা বিক্রি করেছি এক লক্ষ টাকার।’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘এক বিঘা জমিতে শসার চাষও করেছি। তাতে খরচ হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। ইতিমধ্যে এক লক্ষ টাকার শসা বিক্রি করেছি।’ তাই এখন আর চাকরির কথা ভাবার সময় নেই তাঁর।

খগেনহাটের দেওমালি গ্রামে বাড়ি আবুল কালাম আজাদের। তিনি ২০১৩ সালে স্নাতক। চাকরির প্রস্তুতিও নেন। কিন্তু হতাশ হতে হয়। বাবা আইজুল হকের আট বিঘা চাষের জমি। আবুলও চাকরির আশা ছেড়ে জমিতে নজর দেন। তাঁর ক্ষেত্রেও ঘটে যায় রদবদল। কৃষি দপ্তরের সহায়তায় এফপিসি (ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি) খোলেন। এলাকার আরও কৃষককে তাতে যুক্ত করেন। আর কৃষি আধিকারিকদের পরামর্শে একের পর চাষাবাদে লাভ হতে শুরু করে। আলু, ধান, ভুট্টার মতো অর্থকরী ফসল আবাদ করেন। নিজে ট্র্যাক্টর কিনেছেন। নিজের জমিতে নিজেই ট্র্যাক্টর চালিয়ে চাষ করেন। এখন তো ২০-২৫ বিঘা জমি লিজে নিয়েও চাষাবাদ করেন। আবুলের কথায়, ‘নিজেকে দিয়েই বুঝেছি যে শিক্ষিতদের চাষাবাদের কাজে এগিয়ে আসা উচিত। এখনকার কৃষিকাজ আগের মতো নেই। বরং শিক্ষিতরা এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে উন্নতি দ্রুত সম্ভব। আমি শিক্ষিত বলে কৃষি দপ্তরও গুরুত্ব দেয়। সহযোগিতাও মেলে। তাই চাকরির আর প্রয়োজন নেই।’

বাগানবাড়ির লিটন পালকে অবশ্য উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েই পড়া ছাড়তে হয়। কারণ, পরিবারে আর্থিক সংকট। তখন সেই শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও চাকরির চেষ্টা করেন। কয়েক বছর পর হাল ছেড়ে কৃষিকাজে ঝোঁক দেন। এতেই সাফল্য আসে। নিজেদের ১০ বিঘার মতো চাষের জমি। কিন্তু কোনও কোনও বছর লিটন একশো বিঘা পর্যন্ত জমি লিজে নিয়ে আলু চাষ করেন। এছাড়া নিজের জমিতে ধান, ভুট্টা, বেগুন, লংকা, ঝিঙে, চালকুমড়ো, গাজর, কাঁকরোল চাষ করে লাভবান। এবারের গাজর চাষ প্রসঙ্গে লিটন বললেন, ‘চার বিঘাতে গাজরের চাষ করি। প্রতি বিঘায় খরচ হয় ২০ হাজার টাকা। আর প্রতি বিঘা থেকে ৫০ হাজার টাকার গাজর বিক্রি করতে পেরেছি।’ লিটনের জমিতে এখন ৫০-৬০ জন শ্রমিক কাজ করেন। সারাবছরেই কাজ লেগেই থাকে। তাই চাকরির পেছনে না ছুটে কৃষিকাজ করাতেই তাঁর জীবন বদলে যায়। একইভাবে পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির তরুণ বিজন রায়ও চলতি বছরে কৃষিকাজে ঝুঁকেছেন। এমএ পাশ করে টিউশন পড়াতেন। চেষ্টা করেও চাকরি মিলছিল না। তাই এবারই প্রথম ১০ বিঘা জমি লিজে নিয়ে ভুট্টা চাষ করেন। এতে খরচের দ্বিগুণ লাভ আসে। বিজনের কথায়, ‘এখন আর চাকরির জন্য অপেক্ষা করব না। প্রথমবার ভুট্টা চাষ করে লাভ হয়েছে। এখন ধাপে ধাপে সবকিছুই আবাদ করব।’

ফালাকাটা ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস এমন শিক্ষিত চাষিদের প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায়, ‘শিক্ষিতদের কেউ কেউ এখন চাষাবাদে ঝুঁকেছেন। তাঁদের আমরা সবসময় উৎসাহিত ও সহযোগিতা করি। কারণ, শিক্ষিত কৃষকরা সহজে কোথাও ঠকবেন না। তাঁদের মাধ্যমে বাকি কৃষকরাও উপকৃত হবেন।’

স্বপ্নদ্রষ্টা।। ঝিঙেখেতে শ্রমিকদের নিয়ে চাষের কাজে ব্যস্ত লিটন পাল।

ইউনূসের ভোট ভাবনায় ক্ষুব্ধ বিএনপি

ঢাকা, ৭ জুন : বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন হবে এপ্রিলের প্রথম দিকে। শুক্রবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে একথা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। ভোট পিছিয়ে যাওয়ায় দৃশ্যতই অসন্তুষ্ট বিএনপি। খালেদা জিয়ার দলের নেতাদের মতে, নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিতেই এপ্রিলে ভোটের কথা বলেছেন ইউনূস। শনিবার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন দলের নেতারা। সেখানে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান, জাতীয় নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে না হয় সেজন্যই এপ্রিলে ভোটের কথা বলা হয়েছে। ইউনূসের ঘোষিত সময়ে ভোট না করার জন্য একাধিক কারণের উল্লেখ করেছেন তিনি।

বিএনপির প্রবীণ নেতার যুক্তি, এপ্রিলে ভরা গরমে কালবৈশাখীর প্রকোপ বাড়ে। ওই সময় বাংলাদেশে একাধিক বোর্ড পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। তিনি আরও জানান, যে সময় ভোটের কথা বলা হচ্ছে তার ঠিক আগে রমজান মাস। ফলে প্রচার পর্বের বড় অংশই হবে রোজা চলাকালীন। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলি সমস্যায় পড়বে। ইউনূসের মনোভাব এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ। তাঁর বক্তব্য, 'গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে দেরি হলে সংকট আরও তীব্র হবে। প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী নিরপেক্ষ চরিত্র হারিয়েছেন। এপ্রিল কোনওভাবেই নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে আদর্শ সময় হতে পারে না।'

বিএনপি প্রতিবাদ জানালেও জামায়াতে ইসলামি সহ কয়েকটি দল ইউনূসের অবস্থানকে সমর্থন জানিয়েছে। এনসিপি আবার তাদের সংস্কারের দাবি ও জুলাই সনদ কার্যকর করার আগে নির্বাচন করতে না দেওয়ার দাবিতে অনড় রয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, বিএনপিকে চাপে রাখতেই জামায়াত ও এনসিপির সমর্থনে এপ্রিলে নির্বাচনের কথা বলছেন ইউনূস। এর ফলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিরোধ আরও তীব্র হবে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

এদিকে শনিবার ঢাকায় ইউনূসের সরকারি বাসভবন যমুনায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান। সেনাপ্রধানের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী-ও। পবিত্র ইদুল আজহা উপলক্ষ্যে ইউনূসকে শুভেচ্ছা জানান জেনারেল ওয়াকার। এদিন বিকালে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান অ্যামিরাল নাজমুল হাসান এবং তাঁর স্ত্রী। এপ্রিলে ভোট প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানের মাছউদের বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশন হল ভোটপ্রক্রিয়া বাস্তবায়নকারী সংস্থা। ফলে আমাদের প্রস্তুতি নিতেই হবে। আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিও।' নির্বাচন কমিশনের সিনিয়ার সচিব আখতার আহমেদ বলেন, 'ঐকমত্য কমিশনের যেমন কাজ চলছে, আমরাও আমাদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য, সুষ্ঠুভাবে ভোটের আয়োজন করা।'

প্রধান উপদেষ্টার বাড়িতে সস্ত্রীক সেনাপ্রধান

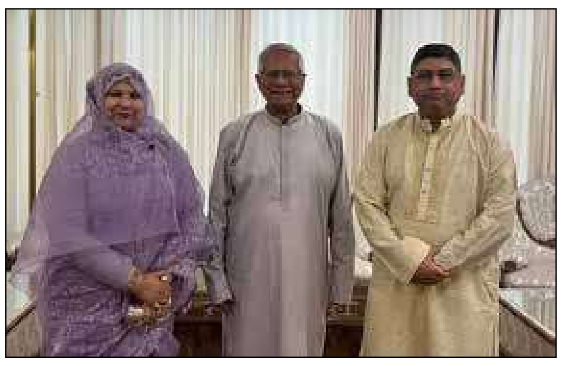

গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে দেরি হলে সংকট আরও তীব্র হবে। প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী নিরপেক্ষ চরিত্র হারিয়েছেন। এপ্রিল কোনওভাবেই নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে আদর্শ সময় হতে পারে না।

সালাউদ্দিন আহমেদ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য

ট্রাম্পের মোকাবিলায় নয়া ভূমিকায় মাস্ক

ওয়াশিংটন, ৭ জুন : ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সংঘাতের আবহেই এবার সরাসরি রাজনীতিতে পা রাখার ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি, যার নাম 'দ্য আমেরিকা পার্টি'।

সম্প্রতি নিজের মালিকানাধীন সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্সে মাস্ক একটি জনমত সমীক্ষা চালান। তাতে প্রশ্ন ছিল, 'আমেরিকায় কি এমন একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সময় এসে গিয়েছে, যা মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা ৮০ শতাংশ মানুষের কথা বলবে?' এই প্রশ্নের জবাবে ইতিবাচক সাড়া দেন সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৮০.৪ শতাংশ মানুষ। অর্থাৎ, আমেরিকার বেশিরভাগ মানুষ নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার পক্ষে রায় দেন।

জনমত সমীক্ষার ফলাফলে উচ্ছ্বসিত মাস্ক এরপর এক্সে লেখেন, 'মানুষ রায় দিয়েছে। একটি নতুন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন যে আছে, তা স্পষ্ট। এই দল সেই ৮০ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবে, যাঁরা উগ্র ডান বা বাম নন। আগামীর গর্ভে থাকা সেই স্বপ্নের দল ঠিক ৮০ শতাংশের পক্ষেই কথা বলবে। এটা মনে হচ্ছে নিয়তির নির্দেশ!'

ভোটের ফলাফল প্রকাশ করে টেসলা-স্পেস এক্সের সর্বেসর্বা লেখেন, 'দ্য আমেরিকা পার্টি'। মাস্ক এই বিষয়ে আর কিছু পরিষ্কার করে না বললেও এটাই তাঁর কল্পিত রাজনৈতিক দলের নাম বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্পের সঙ্গে মাস্কের সংঘাত বাধে আমেরিকার একটি বড় বাজেট বিল নিয়ে। মাস্ক এই বিলের সমালোচনা করেন। কারণ, এতে তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলির জন্য সহায়তা অব্যাহত রাখা হলেও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রিক গাড়ির জন্য বরাদ্দ কমানো হয়েছে, যা সরাসরি ক্ষতি করছে মাস্কের কোম্পানিগুলির। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় মাস্ক রাজনীতিকে হাতিয়ার করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই বলেই বিশেষজ্ঞদের মত।

অবশ্য নতুন দল নিয়ে সত্যিই মাস্ক রাজনীতিতে আসবেন, নাকি সবটাই তাঁর চমক, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের। কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকায় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা চলছে। লড়াই হয় মূলত ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় পক্ষ হিসাবে মাস্ক কীভাবে আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশ নেবেন, তা স্পষ্ট নয়। তবে দল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং পরিকাঠামোর অভাব যে তাঁর হবে না, সে নিয়ে তাঁর সমালোচকদের মনেও কোনও সংশয় নেই।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, মাস্কের এই নতুন দল গঠনের প্রস্তাব আমেরিকার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের নতুন এক দ্বন্দ্বের সূচনা হতে পারে। বিশেষ করে তিনি যদি সত্যিই 'মধ্যপন্থী' ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করতে চান, তাহলে ট্রাম্প-বাইডেন উভয়ের পক্ষেই তা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

মশকরা রাশিয়ার

মস্কো, ৭ জুন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও টেসলা প্রধান এলন মাস্কের মধ্যে সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বকে ঘিরে মজা নিতে ছাড়ছে না রাশিয়া। একদিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব, অন্যদিকে শান্তিচুক্তির উদ্যোগ—সব মিলিয়ে রুশ নেতারা কৌতুকপূর্ণ মন্তব্যে ব্যস্ত, আর এসব উপভোগ করছেন মাস্কও!

প্রাক্তন রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ এক টুইটে লিখেছেন, তিনি দু'পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি করাতে প্রস্তুত। ট্রাম্প-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা করছে, তাকে ব্যঙ্গ করেই মেদভেদেভ এই প্রস্তাব দেন বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি পোস্টে সরাসরি নাম না লিখে 'ডি' ও 'ই' আদ্যক্ষর ব্যবহার করে বলেন, 'স্টারলিংকের বিনিময়ে' শান্তিচুক্তি সম্ভব। টেসলা সিইও মাস্ক তাঁর উত্তরে একটি ইমোজি দিয়ে সাড়া দেন, যা ভাইরাল হয়ে যায়।

রুশ আইনসভার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কমিটির উপ-চেয়ারম্যান দিমিত্রি নোভিকভ বলেন, 'যদি মাস্ক চান, রাশিয়া তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে প্রস্তুত।' তবে তাঁর মতে, মাস্ক নিজেই অন্য ধরনের খেলা খেলছেন, তাই আশ্রয়ের প্রয়োজন হবে না তাঁর।

আরেক রুশ রাজনীতিক ও সেনেটর দিমিত্রি রোগোজিন এক টুইটে লেখেন, 'এলন, মন খারাপ কোরো না! আমেরিকায় থাকতে না পারলে তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। এখানে তোমার জন্য রয়েছে বিশ্বস্ত সঙ্গী ও প্রযুক্তিগত সৃজনশীলতার পূর্ণ স্বাধীনতা।'

তবে এই গোটা ঘটনার সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দপ্তরের কোনও যোগ নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ। তিনি বলেন, 'এটা আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাশিয়া নাক গলায় না।'

বৃষ্টিতে প্রেম জারি... শনিবার মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভে।

ইলনের সেই 'বিগ বস্ব' পোস্ট উধাও

ওয়াশিংটন, ৭ জুন : কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের ফাইলে নাম রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। দিন দুয়েক আগে এমনটাই দাবি করেছিলেন একদা 'ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ' ধনকুবের ইলন মাস্ক। এ বার সেই পোস্ট সমাজমাধ্যম থেকে সরিয়ে দিলেন তিনি।

শনিবার দুপুরে বিতর্কিত পোস্টটি ডিলিট করেন টেসলা-কর্তা। বৃহস্পতিবার মাস্ক নিজের এক্স-এ দাবি করেছিলেন, 'এপস্টিন ফাইল'-এ ট্রাম্পের নাম রয়েছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সুর আরও চড়িয়ে 'বড় বোমা' ফেলার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন মাস্ক। তিনি আরও দাবি করেন, শুধু এই কারণেই ফাইলটি প্রকাশ্যে আনা হয়নি। বোমা সংক্রান্ত পোস্টটি উদ্ধৃত করে মাস্ক পুনরায় লেখেন, 'ভবিষ্যতের জন্য এটা মাথায় রেখে দিন। সত্যি সামনে আসবেই।' কিন্তু ৪৮ ঘণ্টার মাথায় সেই পোস্টটি মুছে ফেলেছেন তিনি।

ইনজেকশন দিয়ে ধর্ষণ রোগিণীকে

জয়পুর, ৭ জুন : সরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে এক রোগিণীকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল রাজস্থানে। অলয়ার জেলায় ওই হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি ছিলেন ৩২ বছর বয়সি মহিলা। অভিযোগ, গত বুধবার সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। অভিযুক্ত তরুণ ওই হাসপাতালেরই এক পুরুষ নার্স। পরিবারের দাবি, আইসিইউতে ভর্তি মহিলাকে তিনি প্রথমে অচেতন করার একটি ইনজেকশন দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তরুণী অর্ধচেতন হয়ে পড়লে সেই অবস্থায় তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। ঘটনার সময় রোগীর স্বামী ও পরিবারের লোকজন আইসিইউ'র বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ৪ জুন রাতে এই ঘটনা ঘটে। অচেতন অবস্থায় থাকলেও ওই নির্যাতিতা ধীরে ধীরে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন ও স্বামীর নাম ধরে ডাকতে থাকেন। তখন আইসিইউ'র কর্মীরা তাঁর স্বামীকে ভিতরে ডাকেন। কিন্তু ওষুধের প্রভাবে কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি ওই মহিলা। পরদিন সকালে জ্ঞান ফেরার পর তিনি পুরো ঘটনা পরিবারকে জানান।

অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শুরুতে বিষয়টি চেপে যেতে চান। এমনকি অভিযুক্ত কর্মী রোগিণী ও তাঁর পরিবারের কাছে ক্ষমাও চান। কিন্তু চাপ সত্ত্বেও বিষয়টি রোগিণীর পরিবার অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে জানালে প্রশাসন তৎপর হয়। এডিএমের নির্দেশে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে। একই সঙ্গে মেডিকেল পরীক্ষা ও ভিডিও বয়ান গ্রহণ করা হয় নির্যাতিতার। সেই ভিডিওতে নির্যাতিতা স্পষ্টভাবে অভিযুক্তের নাম জানান।

অল্পের জন্য রক্ষা তেজস্বীর

পাটনা, ৭ জুন : বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তথা বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। শুক্রবার গভীর রাতে বৈশালী জেলার গরৌলে ২২ নম্বর জাতীয় সড়কে লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্রের কনভয় দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। তাঁর তিন নিরাপত্তাকর্মী জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ একটি লরি তেজস্বীর কনভয়ের কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। তাতে জখম হন তাঁর তিন নিরাপত্তারক্ষী।

শনিবার তেজস্বী জানান, দলের কয়েকজন নেতাকে নিয়ে পাটনার মাধেপুরা থেকে ফিরছিলেন। চা খাওয়ার জন্য হাইওয়ের ধারে গাড়ি থামিয়েছিলেন। তখনই ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

তেজস্বী বলেন, 'একটি দলীয় কর্মসূচি শেষ করে আমরা মাধেপুরা থেকে ফিরছিলাম। একটা জায়গায় গাড়ি থামাই চা খাব বলে। তখনই একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমার কনভয়ের দু-তিনটে গাড়িতে ধাক্কা মারে। আমার চোখের সামনেই ঘটে গোটা ব্যাপারটা। কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী দাঁড়িয়েছিলেন রাস্তার পাশে। তাঁদের মধ্যে তিনজন জখম হন।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'আমার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর একটু এদিক-ওদিক হলেই আমাদের ধাক্কা দিত লরিটা। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছি।'

লরিচালককে আটক করেছে পুলিশ। তেজস্বীর নিরাপত্তারক্ষীদের চিকিৎসা চলছে হাজিপুরের সদর হাসপাতালে। প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

মোদিকে আমন্ত্রণে খালিস্তানি রোষে কার্নি

অটোয়া, ৭ জুন : আসন্ন জি৭ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে খালিস্তানপন্থী সংগঠনগুলির রোষে পড়লেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। ১৫-১৭ জুন কানাডার কানানাস্কিসে ওই জি৭-এর আসর বসছে। শুক্রবার মোদিকে ফোন করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান কার্নি। এই ঘটনায় কানাডার খালিস্তানপন্থী সংগঠনগুলি বলেছে, 'ভারত সরকারের বিরুদ্ধে খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানো ঠিক হয়নি।' কার্নি অবশ্য বিষয়টি বিচারাধীন বলে এড়িয়ে গিয়েছেন।

ভারতকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে তাঁর যুক্তি, 'বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হল ভারত। তাছাড়া বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশও হল ভারত। বিশ্বের পণ্যবণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জি৭ বৈঠকে শক্তি, নিরাপত্তা, ডিজিটাল ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্যের ব্যাপারে আলোচনা হবে। সেই কারণেই ভারতকে বৈঠকে আমন্ত্রণ নিতে বলা হয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং উনি সেটা গ্রহণ করেছেন।' এর আগে ৬ বার জি৭ বৈঠকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছিল ভারত। কানাডা এবারের বৈঠকে উদ্যোক্তা। কিন্তু নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের জেরে জাস্টিন ট্রুডো সরকারের সঙ্গে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল মোদি সরকারের। ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতিও ঘটে। কিন্তু মার্ক কার্নি ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি শোধরাতে শুরু করে। জয়ের জন্য কার্নিকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন মোদি। তবে তাতে ভারত-কানাডা শীতলতা কতটা কাটবে তা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। ভারত ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি এবং মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শিনবাউমকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে কানাডা।

জোট বাঁধছেন উদ্ধব-রাজ

মুম্বই, ৭ জুন : বৃহন্মুম্বই পুরসভার ভোটের দিকে তাকিয়ে জোট বাঁধার পথে এগোচ্ছেন শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে এবং এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরে। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলের জোর জল্পনা চলছে, শীঘ্রই মহা বিকাশ আঘাড়িতে (এমভিএ) যোগ দিতে পারে এমএনএস। এমভিএ-র বাকি দুই শরিক এনসিপি (এসপি) এবং কংগ্রেস ইতিমধ্যে রাজ ঠাকরের দলকে জোটে স্বাগত জানিয়েছে। এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারের মেয়ে সুপ্রিয়া সুলে বলেন, 'আমি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওঁরা একটিই পরিবার। বালাসাহেবের বিপুল পরম্পরার অংশ। উদ্ধব এবং রাজ ঠাকরে একজোট হলে যদি সেই পরম্পরা জারি থাকে, তাহলে অবশ্যই এটা আমাদের কাছে আনন্দদায়ক মুহূর্ত। আমরা মহারাষ্ট্রের জন্য একযোগে কাজ করব। জোট আরও মজবুত হবে।' ২০১৭ সালে শেষবার বিএমসি-তে ভোট হয়েছিল। চলতি বছর ভোট হওয়ার কথা থাকলেও এখনও তার দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হর্ষবর্ধন সাপকাল বলেন, 'রাজ ঠাকরে যদি গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষায় বিজেপির বিরুদ্ধে কাজ করেন, তাহলে তাঁকে জোটে নেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনা করা যেতেই পারে।' ২০০৬ সালে শিবসেনা ভেঙে বেরিয়ে এসে এমএনএস তৈরি করেন রাজ। কিন্তু আলাদা দল তৈরি করেও নির্বাচনি সাফল্য বিশেষ জোটেনি তাঁর। রাজের সঙ্গে জোট বাঁধার জল্পনাকে অবশ্য অস্বীকার করেননি উদ্ধব ঠাকরে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মহারাষ্ট্রের মানুষ যা চাইবেন তাই হবে।' তবে রাজ-পুত্র অমিত ঠাকরের মন্তব্য, 'সংবাদমাধ্যমের সামনে কথা বলে জোট হয় না। দু'জনের কাছেই পরস্পরের মোবাইল নম্বর রয়েছে। ওঁরা কথা বলবেন।' এদিকে উদ্ধব-রাজ জোট সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেন, 'জোট করবেন কি করবেন না, সেটা ওঁরা ঠিক করবেন।'

বাহিনীর অভিযানে নিহত ৭ মাওবাদী

দু'রাজ্যে আত্মসমর্পণ ১৯ জনের

রায়পুর, ৭ জুন : ছত্তিশগড়ে মাওবাদী বিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পেল যৌথ বাহিনী। শনিবার রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, ৩ দিন ধরে চলা অভিযানে ৭ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দুই শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতা সুধাকর ও ভাস্কর। তাঁদের মাথার দাম ছিল যথাক্রমে ৪০ লক্ষ এবং ৪৫ লক্ষ টাকা। সূত্রের খবর, বিজাপুরের ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন জঙ্গলে মাওবাদীদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে বুধবার অভিযান শুরু করেছিল ছত্তিশগড় পুলিশের ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও সিআরপিএফের কোবরা কমান্ডোদের যৌথ বাহিনী। বৃহস্পতিবার তল্লাশির সময় মাওবাদীরা নিরাপত্তা কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। জবাব দেয় সরকারি বাহিনী। তখন থেকে দু'পক্ষের সংঘর্ষ চলছে। গুলির লড়াইয়ে দুই নেতা সহ ৭ মাওবাদীর মৃত্যু হয়। তবে মাওবাদীদের একাংশ এখনও ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। শনিবারও দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াইয়ের খবর মিলেছে।

শুক্রবার দান্তেওয়াড়া জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন ৭ জন মাওবাদী। এদিকে শনিবার মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সামনে আরও ১২ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণকারীদের মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। ফড়নবিশ বলেন, 'কিছুদিন ধরে মাওবাদীদের মধ্যে আত্মসমর্পণের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ দেখে মনে হচ্ছে, মহারাষ্ট্র খুব তাড়াতাড়ি মাওবাদীমুক্ত হবে।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত দেড় বছরে রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ২৮ জন মাওবাদী প্রাণ হারিয়েছেন। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩১ জনকে। আত্মসমর্পণ করা মাওবাদীর সংখ্যা ৪৪-এ পৌঁছে গিয়েছে।

সিদ্দারামাইয়াকে বিঁধে আদালতে আরসিবি কর্তা

বেঙ্গালুরু, ৭ জুন : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপণন বিভাগের প্রধান নিখিল সোসালেকে পদপিষ্টে মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে সেই গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কর্ণাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নিখিল। আদালতে দাখিল করা পিটিশনে তিনি তাঁর গ্রেপ্তারিকে 'স্বেচ্ছাচারী, অবৈধ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে অভিহিত করেছেন।

পদপিষ্টের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। সেই নির্দেশের পরই শুক্রবার (৬ জুন) গ্রেপ্তার হন আরসিবি-র মার্কেটিং প্রধান নিখিল সোসালে সহ চারজন।

গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিখিল কর্ণাটক হাইকোর্টে এক আবেদনে দাবি করেন, তাঁকে বেআইনিভাবে ও তদন্ত ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আবেদনে তিনি বলেন, 'আমার গ্রেপ্তারি মুখ্যমন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশ অনুযায়ী হয়েছে। কোনও প্রাথমিক তদন্ত ছাড়াই এই গ্রেপ্তার। এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে দুর্ঘটনার পুরো দায়ভার আরসিবি ও তার কর্মকর্তাদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে।'

রাজ্য সরকারের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল শশীকিরণ শেঠি পালটা দাবি করেন, নিখিল দেশ ছাড়ার চেষ্টা করছিলেন। সেইসময় তাঁকে আটক করা হয়। সংক্ষিপ্ত শুনানির পর বিচারপতি এসআর কৃষ্ণকুমার বিষয়টি ৯ জুন পর্যন্ত মুলতুবি রেখে বলেন, নিখিলের মুক্তির বিরুদ্ধে সরকারের কী কী আপত্তি আছে তা তাঁরা বিবৃতি আকারে দাখিল করুক। তারপর নিখিলকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

আজব দুনিয়া

নিরাপদ আবু ধাবি

রাস্তায় বেরোলে চুরি-ছিনতাইয়ের চিন্তা বা রাতে নিভৃতে ঘোরাঘুরি করতে ভয়, ভাবনাগুলি কম-বেশি সকলের থাকে। তবে এসব থেকে যোজন দূরে আবু ধাবির বাসিন্দারা। নাম্বিয়োর রিপোর্টে বিশ্বের সর্বাধিক নিরাপদ শহর আবু ধাবি। পিছনে ফেলেছে দোহা, দুবাইকে। পুলিশের নজরদারি, সতর্কতামূলক প্রচার, সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধনেই মিলেছে শিরোপাটি।

বুর্জ খলিফার খতিয়ান

বিশ্বের সর্বোচ্চ বিল্ডিং বুর্জ খলিফা। দুবাই বেড়াতে গেলে ২,৭২২ ফুট উচ্চতার বুর্জ খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তোলা মাস্ট। উচ্চ মানের নকশা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি স্থানীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমন বিনোদনের সব উপায় রয়েছে সেখানে। কিন্তু তৈরির খরচ শুনলে পিলে চমকে যাওয়ার জোগাড়। মাত্র ১.৫ বিলিয়ন ডলার।

বিহারেও ভোট লুটের আশঙ্কা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : বিজেপি মহারাষ্ট্রে রিগিং করে বিধানসভা ভোটে জিতেছিল বলে শনিবার অভিযোগ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর আশঙ্কা, মহারাষ্ট্রে যে কায়দায় ভোট লুট করা হয়েছিল, আগামী দিনে বিহারে এবং যে সমস্ত রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপির হারের সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সমস্ত রাজ্যেই তেমনটা হতে পারে। উচ্চারণ না করলেও রাহুল যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন, তা স্পষ্ট। ঘটনা হল, ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে রাহুলের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরব হয়েছেন। কমিশনের কাছে এই মর্মে নালিশও জানিয়েছে তৃণমূল। মমতা অভিযোগ করেছিলেন, নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে ভূতুড়ে ভোটারদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় যুক্ত করছে বিজেপি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির এহেন অভিযোগের জবাবে রে-রে করে উঠেছে বিজেপি। নির্বাচন কমিশনও রাহুলের মহারাষ্ট্রে ভোট রিগিংয়ের যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে। কমিশন এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘মহারাষ্ট্রের ভোটার তালিকা নিয়ে যে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা আইনের শাসনের পরিপন্থী।’

যদিও ওই বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশনের কোনও আধিকারিকের সই না থাকায় পালটা তোপ দেগেছেন রাহুল। তাঁর বক্তব্য, ‘প্রিয় নির্বাচন কমিশন, আপনারা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সইবিহীন, ভাসা ভাসা নোট প্রকাশ করাটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া নয়। আপনাদের যদি লুকোনোর কিছুই না থাকে তাহলে আমার নিবন্ধের জবাব দিন এবং সুসংহত, ডিজিটাল এবং লোকসভা ও মহারাষ্ট্র সহ সমস্ত রাজ্যের বিধানসভার সাম্প্রতিকতম ভোটার তালিকা প্রকাশ করে প্রমাণ করুন।

শনিবার একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে ‘ম্যাচ ফিক্সিং মহারাষ্ট্র’ শীর্ষক এক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেছেন রাহুল। গতবছর মারাঠাভূমের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি কীভাবে ভোট চুরি করেছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন ওই লেখায়। সমাজমাধ্যমে নিবন্ধটি শেয়ার করে তাঁর তোপ, ‘রিগিং হল ম্যাচ ফিক্সিংয়ের মতো। যে পক্ষ প্রতারণা করে তারা হয়তো খেলায় জিতে যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের চরম ক্ষতি করা হয় তাতে। সেইসঙ্গে ভোটের ফলাফলের ওপর থেকে জনগণের আস্থা পুরোপুরি নষ্ট করে দেওয়া হয়।’ তাঁর সতর্কবার্তা, ‘সমস্ত ভারতীয়র উচিত এই তথ্যপ্রমাণ তলিয়ে দেখা, বিচার করা এবং জবাবদিহি চাওয়া। কারণ, মহারাষ্ট্রের ম্যাচ ফিক্সিং এরপর বিহারে হবে। যেখানে বিজেপি হারবে, সেই সমস্ত রাজ্যে হবে।’

রাহুলের উত্তর সম্পাদকীয়কে সর্বৈব মিথ্যা এবং তাঁকে মিথ্যাচারী বলে আক্রমণ করেছে বিজেপি। সভাপতি জেপি নাড্ডার তোপ, ‘বারবার মুখোশ খুলে যাওয়ার পরও উনি নির্লজ্জভাবে মিথ্যাচার করে চলেছেন এবং এটা করছেন কারণ, বিহারে পরাজয় অনিবার্য। গণতন্ত্রে নাটকের প্রয়োজন নেই, সত্যের দরকার।’

পথে হল দেরি

মুম্বই, ৭ জুন : ব্যক্তিগত বিমানের পাইলট বেঁকে বসায় শুক্রবার রাতে জলগাঁও বিমানবন্দরে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে। ডিউটির নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে অস্বীকার করেন তাঁর বিমানের পাইলট।

শিন্ডে জলগাঁওয়ের মুক্তাইনগরে সন্ত মুক্তাইয়ের ‘পালখি যাত্রা’-য় অংশ নিয়ে ফিরে আসছিলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিকাল পৌনে চারটে নাগাদ জলগাঁও পৌঁছোনোর কথা থাকলেও যান্ত্রিক কারণে প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরি হয়। পরে তিনি সড়কপথে মুক্তাইনগর যান।

রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন আরও দুই মন্ত্রী গিরীশ মহাজন, গুলাবরাও পাটিল এবং প্রশাসনের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। রাত সওয়া ন’টা নাগাদ তাঁরা আবার জলগাঁও বিমানবন্দরে পৌঁছোন। কিন্তু পাইলট সাফ জানিয়ে দেন, তাঁর ডিউটি শেষ এবং শরীরও ভালো নেই। ফলে উড়তে পারবেন না।

এরপর প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে মন্ত্রীরা বোঝানোর চেষ্টা করেন পাইলটকে। পাইলট জানান, অতিরিক্ত সময়ে বিমান চালাতে হলে অনুমতি লাগবে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার। তখন মন্ত্রী মহাজন নিজে উড়ানের ছাড়পত্র পেতে কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে। অবশেষে পাইলটকে রাজি করানো হয় এবং বিমান মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়।

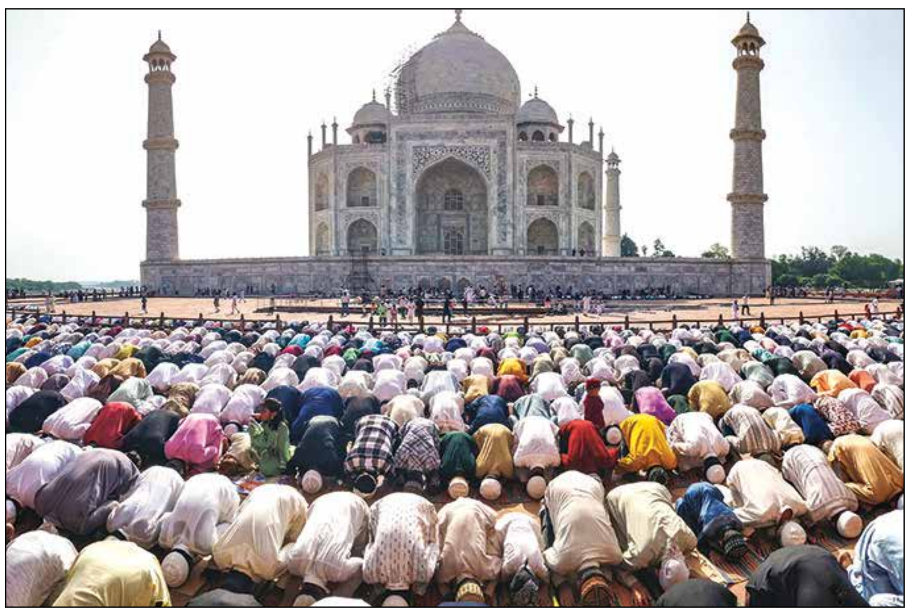

আজ মেতেছি আনন্দে... *ইদের নমাজ চলছে তাজমহলের সামনে। চেন্নাইয়ে সেলফি তুলতে ব্যস্ত তরুণীরা। আফগানিস্তানে কিশোরীরাও উৎসবে মেতে। যদিও জানে না, তাদের জন্য কী ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে।*

দম্পতি খুনের নেপথ্যে বাংলাদেশ!

শিলং, ৭ জুন : মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় এসে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ইন্দোরের এক দম্পতিকে ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। পুলিশি তদন্তের মাঝে প্রকাশ্যে এসেছে নতুন সিসিটিভি ফুটেজ। এতে দেখা যাচ্ছে, নিখোঁজ হওয়ার ঠিক আগে রাজা রঘুবংশী ও তাঁর স্ত্রী সোনম একটি হোমস্টের সামনে ছিলেন।

২৩ মে ইস্ট খাসি হিলসের চেরাপুঞ্জিতে ঘুরতে এসে নিখোঁজ হন তাঁরা। আগের দিন তাঁরা নেপথ্যে মানবপাচার চক্রের হাত রয়েছে বলে দাবি করেছে।

২ জুন ড্রোনের সাহায্যে রাজার দেহ উদ্ধার হয় রিয়াট আরলিয়াংয়ের ওয়েইসাওডং পার্কিং লটের নীচে একটি গভীর খাদ থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, দেহের কাছে একটি ধারালো অস্ত্র (ম্যাচেট)ও পাওয়া গিয়েছে, যা হত্যার কাজে ব্যবহার হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

তবে সোনমের খোঁজ এখনও মেলেনি। তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টায় নেমেছে বিশেষ তদন্তকারী দল

নংরিয়াতে পৌঁছোন এবং শেষবার দেখা যায় তাঁরা ‘শিপারা হোমস্টে’ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের ভাড়া করা স্কুটি উদ্ধার হয় সোহরারিম এলাকা থেকে, নিখোঁজ হওয়ার পরদিনই।

তদন্তকারীদের অনুমান, ২৩ মে দুপুর দু’টো থেকে আড়াইটের মধ্যে দম্পতির ওপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। লুটপাটে বাধা দেওয়ায় রাজাকে খুন করে তারা। আর সোনমকে তারা তুলে নিয়ে যায়। যেখান থেকে নিখোঁজ হয়ে যান দম্পতি, সেই জায়গা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই বাংলাদেশ সীমান্ত। আশঙ্কা করা হচ্ছে, দুষ্কৃতীরা সোনমকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়েছে। যদিও এর তথ্যপ্রমাণ এখনও পুলিশের হাতে আসেনি। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে মেঘালয় পুলিশ। সোনম এবং রাজার পরিবারও এই নিখোঁজ রহস্যের (সিট)। সঙ্গে চলছে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং স্পেশাল অপারেশন টিমের তল্লাশি।

এর আগে শিলংয়ের একটি হোটেলে ওই দম্পতি চেক-ইন করছেন—এমন একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছিল পুলিশ।

রাজার পরিবার এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে। রাজার ভাই বিপিন রঘুবংশী বলেছেন, ‘স্কুটি যেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে, সেখান থেকে দাদা রাজার দেহ ২৫ কিমি দূরে পাওয়া গিয়েছে। এটা আত্মহত্যা হতে পারে না। আমরা মনে করছি, ওদের অপহরণ করে খুন করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ আমাদের কথা শুনছে না।’

এদিকে এবার সোনমকে খুঁজতে সিবিআইয়ের সাহায্য চাইলেন মধ্যপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।

ঋণ পেতেই বেতন বৃদ্ধি পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ৭ জুন : ‘ঋণং কৃত্বা ঘৃতম পিবেৎ’ দশা চলছে পাকিস্তানের। বিদেশি ঋণের অর্থ হাতে আসতেই সরকারি কর্তাদের বেতন বৃদ্ধির পথে হাঁটল শাহবাজ শরিফের সরকার। শনিবার পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার আয়াজ সাদিক এবং সেনেটের চেয়ারম্যান ইউসুফ রাজা গিলানির বেতন ৫০০ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকার। এবার থেকে দু’জনেই প্রতি মাসে ১.৩ মিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি বেতন পাবেন। এর আগে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এবং সেনেটের সদস্যদের মাইনে বাড়ানোর পথে হেঁটেছিল শরিফ সরকার। যদিও দেশের আর্থিক দুরবস্থা ক্রমশ বাড়ছে। পাকিস্তান যে ভিক্ষুক রাষ্ট্র, সেই কথা নিজ মুখে স্বীকার করেছেন শরিফ।

অসুস্থ সোনিয়া

সিমলা, ৭ জুন : শনিবার আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। তাঁকে ভর্তি করা হয় সিমলার ইন্দিরা গান্ধি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মেয়ে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার সঙ্গে সিমলায় ব্যক্তিগত সফরে এসেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী। সূত্রের খবর, এদিন হঠাৎই অসুস্থ বোধ করেন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে প্রায় আধঘণ্টা ছিলেন তিনি। হাসপাতালের ডেপুটি মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাক্তার আমন চৌহান বলেন, ‘রুটিন চেক-আপের জন্য সোনিয়া গান্ধিকে এদিন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তাঁর রক্তচাপ বেশি ছিল। তবে পরীক্ষার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।’ হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল মিডিয়া অ্যাডভাইজার নরেশ চৌহান বলেন, ‘সোনিয়া গান্ধি ২ জুন থেকে সিমলায় রয়েছেন। এক-দু-দিনের মধ্যেই তিনি দিল্লিতে ফিরবেন।’ সিমলার সন্নিকটে মাশবোরায় প্রিয়াংকার সঙ্গে থাকছেন সোনিয়া গান্ধি।

সেতু, তুমি আসলে কার

তৃণমূল নিশানায় মোদি, সরব কংগ্রেসও

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : বিশ্বের উচ্চতম রেলসেতু চেনাব ব্রিজের পাশাপাশি শুক্রবার চন্দ্রভাগা নদীর ওপর তৈরি দেশের প্রথম কেবল-স্টেইড রেলসেতু অঞ্জি ব্রিজেরও উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই ঘটনাকে তিনি ‘ঐতিহাসিক মুহূর্ত’ হিসেবেও বর্ণনা করেন। বিজেপির তরফে দাবি করা হয়, এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে দিলেন। কিন্তু তৃণমূল এবং কংগ্রেসের তরফে মোদির কৃতিত্ব দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিরোধীদের সাফ অভিযোগ, প্রকল্পের শিকড় আসলে ইউপিএ আমলে। এই রেলসেতুর প্রাথমিক পরিকল্পনা, অনুমোদন ও কাজ শুরু হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন।

তৃণমূলের তরফে শনিবার একটি বিশদ তথ্যপত্র প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, ২০০৯ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল বাজেটে এই প্রকল্পের ঘোষণা করেন। রেল বাজেট ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, অনন্তনাগ থেকে বারামুলা রেললাইন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজিগুণ্ড-অনন্তনাগ রেলপথের কাজও দ্রুত শেষ হবে। একইসঙ্গে চন্দ্রভাগা নদীর ওপর রেলসেতুর প্রস্তাবিত নির্মাণকাজের কথাও বলেছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি জম্মুতে একটি ব্রিজ ফ্যাক্টরি এবং ‘ইনস্টিটিউট ফর টানেল অ্যান্ড ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং’ গঠনের মাধ্যমে উত্তর ভারতের পর্বতঘেরা অঞ্চলে রেল পরিকাঠামোর উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০৯ সালে অনন্তনাগ-কাজিগুণ্ড রেলপথ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, জম্মু-কাশ্মীরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা ও তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়কার ছবিও প্রকাশ করেছে তৃণমূল, যা তারা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করছে।

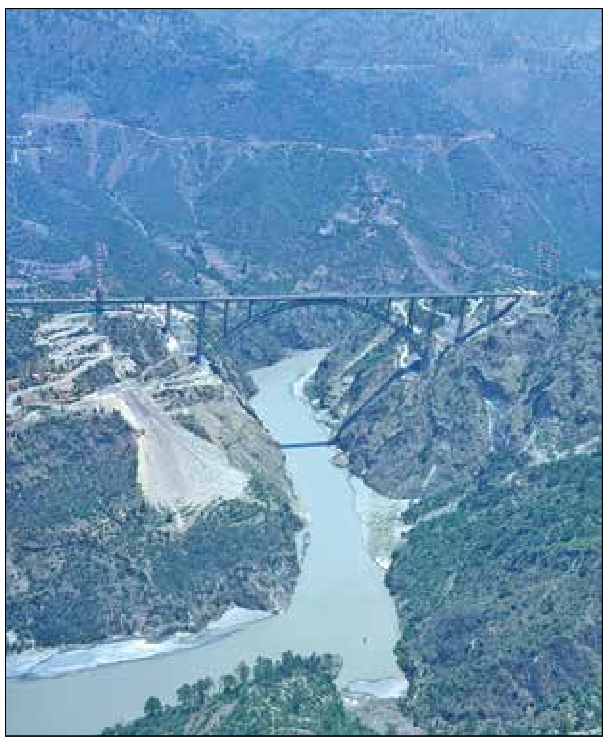

কাশ্মীরের এই ব্রিজের পরিকল্পনা নেওয়া হয় মমতা রেলমন্ত্রী থাকার সময়।

> অটলবিহারী বাজপেয়ী, মনমোহন সিং বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকার কোনও স্বীকৃতি নেই মোদির ভাষণে। এটা আত্মকেন্দ্রিক প্রচারের দুর্বল ও বিভ্রান্তিকর কৌশল, যা শোভনীয় নয়।
>
> **সাগরিকা ঘোষ**

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদি পতাকা ওড়ালেন ঠিকই, কিন্তু একবারও আগের সরকারগুলির কথা বললেন না। অটলবিহারী বাজপেয়ী, মনমোহন সিং বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকার কোনও স্বীকৃতি নেই তাঁর ভাষণে। এটা আত্মকেন্দ্রিক প্রচারের দুর্বল ও বিভ্রান্তিকর কৌশল, যা শোভনীয় নয়। প্রকল্পের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।’

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, অঞ্জি সেতু প্রকল্পের নকশা ও অনুমোদন ইউপিএ সরকারের সময়েই সম্পূর্ণ হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘সরকার পালটালেও কাজ থেমে থাকে না। সুতরাং, এককভাবে কৃতিত্ব দাবি করার এই প্রবণতা রাজনৈতিক শালীনতার পরিপন্থী।’

বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট

উলটপুরাণ পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ৭ জুন : বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট বলছে, মাত্র ১১ বছরের মধ্যে ভারতে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা কমেছে বিপুলভাবে। পাকিস্তানকে নিয়েও রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাটি। সেখানে ভারতের প্রতিবেশী দেশের শোচনীয় অবস্থাই ফুটে উঠেছে। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে যখন দারিদ্র্যের প্রকোপ লক্ষণীয়ভাবে কমেছে, তখন উলটো ছবি দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানে। দেশটির মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে। তাঁদের ১৬ শতাংশ আবার এতটাই গরিব যে দু-বেলা খাবার জোটাতে হিমসিম খান।

শুধু যে দারিদ্র্য বাড়ছে তাই নয়, পাকিস্তানে সার্বিকভাবে জীবনযাত্রার মানও ক্রমাগত পড়ছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় আরও পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে শাহবাজ শরিফের দেশ। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ যখন পোলিওমুক্ত হয়েছে, সেখানে পাকিস্তানে গত দেড়বছরে পোলিও আক্রান্ত হওয়ার অন্তত ৮১টি ঘটনা সামনে এসেছে। দেশ ক্রমশ পশ্চাৎমুখী হলেও উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে পাশ কাটিয়ে সামরিক খাতে বড় অঙ্কের বরাদ্দ করেছে পাক সরকার। পাকিস্তানকে দেওয়া আইএমএফ, এডিবির ঋণের একাংশও ঘুরপথে সেদেশে সক্রিয় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির হাতে যেতে পারে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ভারত।

বিলাওয়ালদের বার্তা মার্কিন কংগ্রেস সদস্যের

‘জইশের মতো জঘন্য গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করুন’

ওয়াশিংটন, ৭ জুন : শশী থারুরদের দৌত্যে অবশেষে সাড়া দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইসলামাবাদকে পাকিস্তানের মাটি থেকে জইশ-ই-মহম্মদের মতো কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠনকে মুছে ফেলার পাশাপাশি কড়া হাতে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করার স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে মার্কিন মুলুক থেকে। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে পিপিপি চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি প্রতিনিধি দল একটি মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করে।

ওই বৈঠকে বিলাওয়ালদের দলকে মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্য ব্র্যাড শেরম্যান বলেন, ‘জইশ-ই-মহম্মদের মতো একটি জঘন্য গোষ্ঠীকে দেশের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করতে এবং গোটা অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় যা যা করণীয়, তা-ই করা উচিত পাকিস্তানের।’ এক্স হ্যান্ডেলে ওই মার্কিন কংগ্রেস সদস্য লিখেছেন, ‘আমি পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলকে সন্ত্রাসবাদ দমন এবং সুনির্দিষ্টভাবে জইশ-ই-মহম্মদ নামে গোষ্ঠীকে দমনের গুরুত্বের ওপর জোর দিতে বলেছি। ওই গোষ্ঠীটি আমার এলাকার বাসিন্দা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে ২০০২ সালে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। ওঁর পরিবার এখনও ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে।’

ওয়াশিংটনে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে শশী থারুর।

শুধু সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করাই নয়, পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সামনে সেদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারেও মুখ খোলেন শেরম্যান। তিনি বলেন, খ্রিস্টান, হিন্দু এবং আহমেদিয়া মুসলিমদের ধর্মাচরণের অধিকার এবং কোনওরকম ভয়, বিদ্বেষ, বৈষম্য ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শামিল হতে দিতে হবে।’ অ্যাবোটাবাদে ওসামা বিন লাদেনের গোপন আস্তানার খবর সিআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ায় পাক নাগরিক ডাক্তার শাকিল আফ্রিদিকে ২০১১ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বিলাওয়ালের দলের কাছে তাঁর মুক্তির ব্যাপারেও অনুরোধ করেছেন শেরম্যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে শশী থারুরের দল ইতিমধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে দেখা করেছে। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার সময় ভান্স ভারতেই ছিলেন। পাকিস্তানি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তাঁকে অবহিত করেন থারুর। এই পরিস্থিতিতে বিলাওয়ালদের উদ্দেশে মার্কিনী কঠোর বার্তা নিঃসন্দেহে ভারতের পাল্লা ভারী করেছে।

ইউক্রেনজুড়ে রুশ হামলা

কিভ, ৭ জুন : ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় ৪১টি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের জবাব দিতে শুরু করল রাশিয়া। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া ব্যাপক ড্রোন ও ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউক্রেনের অন্তত ৯টি গুরুত্বপূর্ণ শহর। তালিকায় রয়েছে রাজধানী কিভ। তবে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়েছে রাশিয়া সীমান্তবর্তী ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভে। গত ২৪ ঘণ্টায় ইউক্রেনে অন্তত ৪০০ ড্রোন এবং ৪০টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া।

রাশিয়া ইউক্রেনে সেনা অভিযান শুরু করার পর এটি সবচেয়ে বড় হামলাগুলির একটি বলে স্বীকার করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আজ দেশের বিভিন্ন এলাকা এবং শহরগুলিতে সারাদিন উদ্ধার অভিযান চলেছে। রুশরা ৪০০টি ড্রোন, ৪০ টিরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। ৮০ জন আহত হয়েছেন। এখনও কিছু মানুষ হয়তো ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে থাকতে পারেন।’ জেলেনস্কি আরও লিখেছেন, ‘দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, বিশ্বে সবাই এই হামলার নিন্দা করছেন না। পুতিন এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছেন। তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সময় পেয়ে যাচ্ছেন।’ ইউক্রেনীয় শীর্ষ নেতা জানান, রাশিয়ার হামলায় শনিবার অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৮০। তাঁদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর।

রুশ হামলায় খারকিভে বহুতলে আগুন। আহত বাসিন্দাকে উদ্ধার করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

খারকিভের মেয়র ইহর তেরেখোভ বলেন, ‘যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে খারকিভ সবচেয়ে বড় আক্রমণের মুখে পড়েছে।’ তিনি জানান, রুশ হানায় শহরের ১৩টি বাড়ি এবং ১৮টি বহুতল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনীয় সেনার হিসাব বলছে, শুক্রবার রাতে রুশ সেনা ইউক্রেনের বসতি এলাকা লক্ষ্য করে ২০৬টি ড্রোন হামলা চালিয়েছিল। তার মধ্যে ৮৭টি ড্রোনকে আকাশেই ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে। রাশিয়া হামলা চালিয়ে গেলেও ইউক্রেনীয় জনতার বড় অংশ যে জেলেনস্কির সঙ্গে রয়েছে, তাও বোঝা গিয়েছে।

ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে ওলহা নামে কিভের এক বাসিন্দাকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘এই হামলা আমাদের মোটেও ভেঙে দেয়নি। মনোবল আগের মতো উঁচুতে রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর ওপর আমাদের ভরসা রয়েছে।’ তাঁর কথায়, ‘রাশিয়ার গতকালের প্রতিশোধ তার আগের রাতগুলির চেয়ে আলাদা কিছু ছিল না। ওরা হয়তো এখনও প্রতিশোধ নিতে শুরুই করেনি। যাই হোক না কেন, এটা শত্রু বা আমাদের দেশের প্রতি ইউক্রেনীয়দের মনোভাব বদলাতে পারেনি।’

আর্থিক লক্ষ্যপূরণকে অগ্রাধিকার দেবেন কীভাবে

প্রবীণ আগরওয়াল

(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর)

‘আপনি যেটা চাইছেন সেটা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি যা চান, তা আপনাকেও চায়। কিন্তু সেটা পেতে হলে আপনাকে পদক্ষেপ করতে হবে।’

বিখ্যাত মার্কিন লেখক জ্যাক ক্যানফিল্ডের এই উক্তিটি মাঝেমধ্যে বেশ প্রাসঙ্গিক মনে হয়, তাই না? আমরা জীবনে সবকিছু চাই। ভালো শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বপ্নের বাড়ি, গাড়ি, জমকালো বিয়ে, বিদেশ ভ্রমণ... সময়ের সঙ্গে তালিকাটা ক্রমশ লম্বা হতে থাকে।

কিন্তু স্বপ্নপূরণ করতে হলে আপনাকে উদ্যোগী হতে হবে এবং আর্থিক উদ্দেশ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সীমিত আয়ে যাবতীয় স্বপ্নপূরণ করতে হলে উদ্দেশ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।

মধ্যবিত্ত পরিবারে সীমিত আয় এবং নানা দায়-দায়িত্বের কারণে বিনিয়োগ করার মতো বাড়তি টাকা খুব কম থাকে। তাই সেই উদ্বৃত্তকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্য কাজে লাগানো উচিত।

আর্থিক উদ্দেশ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উপায়

আগে অনেক আলোচনায় আর্থিক উদ্দেশ্যের তালিকা তৈরি করার কথা বলেছি। এবার সেই উদ্দেশ্যগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানোর সময় এসেছে। সন্তানের উচ্চশিক্ষার চেয়ে বিদেশ ভ্রমণ কখনোই আপনার কাছে অগ্রাধিকার পেতে পারে না। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যের তালিকায় সন্তানের উচ্চশিক্ষা আপনার বিদেশভ্রমণের ওপরে থাকবে। একইভাবে আর্থিক লক্ষ্যগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজিয়ে ফেলুন। আর্থিক উদ্দেশ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সহজতম উপায় হল সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা :

জরুরি অবস্থা

এর মধ্যে রয়েছে হঠাৎ অসুস্থতা, আর্থিক সংকট, চাকরি হারানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পরিবারের উপার্জনকারী সদস্যের মৃত্যুর মতো বিষয়। এগুলিকেও আপনার আর্থিক উদ্দেশ্য পূরণের তালিকায় ওপরের দিকে রাখতে হবে। কারণ, কোনও সমস্যা জট পাকানোর আগে আপনার দরজায় কড়া নাড়ে না। তাই, আপনাকে সব সময় খারাপ পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। জরুরি তহবিল তৈরি রাখা, উপার্জনকারী সদস্যের জীবন বিমা, সম্পত্তি ও সম্পদের বিমা- এগুলি জরুরি অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কয়েকটি পন্থা।

দায়

এর মধ্যে রয়েছে গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ, শিক্ষা ঋণ, ক্রেডিট কার্ডের বিল বা এই জাতীয় যে কোনও দায়। খেয়াল রাখতে হবে আপনার আয়ের বড় অংশ যেন দেনার গ্রাসে চলে না যায়। তাই শখ-আহ্লাদের চেয়ে ঋণ মেটানোকে গুরুত্ব দিন।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ধরুন গাড়ি কিনতে ঋণ নিয়েছেন। কিন্তু সময় মতো ইএমআই শোধ করছেন না। দেরিতে কিস্তির টাকা জমা দিতে গিয়ে সুদ-আসলের সঙ্গে লেট ফি সহ নানা জরিমানা যোগ হতে থাকবে, যা আপনার ইএমআইকে আরও ভারী করবে। এর ফলে আপনার বিনিয়োগযোগ্য আয় কমবে এবং আর্থিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সুতরাং, আপনার যদি দেনা থাকে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা শোধ করুন। এতে শুধু হয়রানি থেকে বাঁচবেন তাই নয়, আপনার পক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং জীবনের লক্ষ্যগুলি পূরণ করা সহজ হবে।

দায়িত্ব

দায় মেটানোর পরিকল্পনা ছকে ফেলার পর আপনাকে দায়িত্বগুলির দিকে নজর দিতে হবে। সাধারণত, কোনও মানুষের একাধিক অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকে। যেমন- সন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিয়ে, অবসর পরিকল্পনা, বছরে একবার সপরিবারে দূরে কোথাও ছুটি কাটাতে যাওয়া। এগুলি একজন ব্যক্তির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অবসরের পর কারও ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আর্থিকভাবে নিজের জীবন সুরক্ষিত রাখতে দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রয়োজন। একজন অভিভাবক হিসাবে দায়িত্বগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সময় আপনার চিন্তাভাবনার মধ্যে সংঘাত তৈরি হতে পারে। যেমন- সন্তানের বিয়ে এবং আপনার অবসরের জন্য সঞ্চয়ের মধ্যে বিভ্রান্ত হতে পারেন।

এটাই সেই সময় যখন নিজেকে ‘কেন’, ‘কী হবে যদি...’ যুক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর জিজ্ঞাসা করতে হবে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন আপনি ওপরের ২টি লক্ষ্যপূরণ করতে চান। আপনি কি নিজের পছন্দের ওপর নির্ভর করে একটিকে বেছে নিয়েছেন, না কি এমন কোনও কারণ রয়েছে যা আপনার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে? তারপর আপনাকে এক লক্ষ্যের চেয়ে অন্য লক্ষ্য বেছে নেওয়ার ফলাফল মূল্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সেরা ও সবচেয়ে খারাপ সম্ভাব্য পরিস্থিতিগুলি বিবেচনা করা দরকার। এটি করলে, আপনি আপনার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন এবং অগ্রাধিকারের তালিকা তৈরির কাজটাও সহজ হবে।

ইচ্ছা

এটি বিদেশে ছুটি কাটানো থেকে শুরু করে গয়না, বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি-ফ্ল্যাট কেনা, যা কিছু হতে পারে। অথবা এমন কিছু যা আপনি চান কিন্তু আপনার জন্য অত্যাবশ্যক নয়। এটি আপনার অগ্রাধিকার তালিকার শেষ দিকে থাকবে... জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা, দায় মেটানো আর দায়িত্ব পালনের পরে।

একবার আর্থিক লক্ষ্যগুলিকে ঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু করলে, আপনি সেগুলির সিংহভাগ সহজে অর্জন করতে পারবেন এবং পরিবার ও ভবিষ্যতের জন্য একটি মজবুত ভিত গড়তে সফল হবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

প্রত্যাশা ছিল ২৫ বেসিস পয়েন্টের। শুক্রবার অপ্রত্যাশিতভাবে এক ধাক্কায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমিয়ে বড় চমক দিল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। যার সৌজন্যে বড় উত্থান হল ভারতীয় শেয়ার বাজারেও। পাঁচদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ৭৩৭.৯৮ পয়েন্ট উঠে ৮২১৮৮.৯৯ পয়েন্টে এবং নিফটি ২৫২.৩৫ পয়েন্ট উঠে ২৫০০৩.০৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এই দুই প্রধান সূচকই নয়, চলতি সপ্তাহে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মিড এবং স্মল ক্যাপ সূচকও। সব মিলিয়ে শেয়ার বাজারে বুলদের আধিপত্য ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। যা আগামী দিনে দুই সূচককে সর্বোচ্চ উচ্চতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তিনদিনের বৈঠক শেষ শুক্রবার ঋণ নীতি ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাংক। রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানোয় বর্তমানে তা ৫.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এর পাশাপাশি ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও অর্থাৎ সিআরআর ১০০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৩.০ শতাংশ করা হয়েছে। জোড়া বুস্টারে খুশীর হাওয়া ফিরেছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সিআরআর কমায় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার নগদ আসবে। যা দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে বড় ভূমিকা নিতে পারে। একই সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাংকের আশা চলতি অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ৩.৭ শতাংশ হতে পারে। অন্যদিকে বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ থাকার পূর্বাভাসও অপরিবর্তিত রেখেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

শেয়ার বাজারের প্রত্যাবর্তনে রিজার্ভ ব্যাংকের পাশাপাশি বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি লগ্নিও। মাঝে মাঝে শেয়ার বিক্রি করলেও বিগত কয়েক সপ্তাহ টানা শেয়ার কিনছে বিভিন্ন বিদেশি আর্থিক সংস্থা। প্রথমসারির বেশ কয়েকটি সংস্থার রেটিংও বাড়িয়েছে বিভিন্ন রেটিং সংস্থা। যা শেয়ার বাজারে লগ্নিতে উৎসাহ দিয়েছে লগ্নিকারীদের। ১৭-১৮ জুন বৈঠকে বসবে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। তার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১.০ শতাংশ সুদের হার কমানোর দাবি করেছেন। ওই বৈঠকে ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমালে তা সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। চলতি সপ্তাহে ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক সুদের হার ০.২৫ শতাংশ কমিয়েছে। এই ঘটনাও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সুদের হার কমার পাশাপাশি আমেরিকা-চিনের শুল্ক নিয়ে ইতিবাচক সমাপ্তির আশা, বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম কমা সহ একাধিক ইস্যু শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে। আগামী দিনে এই ধারা বজায় থাকতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ারে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করলে ভারতীয় শেয়ার বাজার এখনও বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

শেয়ার বাজার চাঙ্গা হলেও একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে সোনার দর। সংশোধনের আগে আরও উঁচুতে উঠতে পারে এই মূল্যবান ধাতুর দাম।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **ইপকা ল্যাব** : বর্তমান মূল্য-১৩৭০.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৫৬/১০৫২, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৩০০-১৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৪৭৮০, টার্গেট-১৯০০।
- **অ্যাক্সিস ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-১১৯৪.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৪০/৯৩৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১১৫০-১১৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭০৩৮৪, টার্গেট-১৪৬০।
- **জিএনএফসি** : বর্তমান মূল্য-৫৪৭.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৭৭/৪৪৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৫১০-৫৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮০৩৭, টার্গেট-৭২৫।
- **প্রিমিয়ার এনার্জি** : বর্তমান মূল্য-১০৫৩.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৮৮/৭৭৪, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৯৮০-১০২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৭৪৯৮, টার্গেট-১৩৫০।
- **পলিক্যাব ইন্ডিয়া** : বর্তমান মূল্য-৬১০৮.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৬০৫/৪৫৫৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৫৯৫০-৬০৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯১৯০৩, টার্গেট-৬৮৫০।
- **টাটা টেকনলজি** : বর্তমান মূল্য-৭৫৮.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৩৬/৫৯৭, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৭২৫-৭৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩০৭৬৮, টার্গেট-১০০০।
- **জিআইসি হাউসিং ফিন্যান্স** : বর্তমান মূল্য-১৯৫.৫৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৮/১৫৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৮০-১৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৫৩, টার্গেট-২৬৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া

● বর্তমান মূল্য : ২১৬ ● এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ : ১৬২/২৮৪ ● মার্কেট ক্যাপ : ২১৪৪৯ কোটি ● বুক ভ্যালু : ২৩.৬৭ ● ফেস ভ্যালু : ৫ ● ডিভিডেন্ড ইল্ড : ৬.০০ ● ইপিএস : ৯.৫৫ ● পিই : ২২.৭১ ● পিবি : ৯.১৭ ● আরওসিই : ৫৫.২ শতাংশ ● আরওই : ৪১.৮ শতাংশ ● সুপারিশ : কেনা যেতে পারে ● টার্গেট : ২৭৫

একনজরে

- গাড়ি এবং বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত লুব্রিকেন্ট তৈরি করে ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া।
- গাড়ি শিল্পে ব্যবহৃত লুব্রিকেন্টের প্রায় ৫০ শতাংশই এই সংস্থার।
- ইলেক্ট্রিক গাড়িতে এই সংস্থার লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করে বিশ্বের অধিকাংশ প্রথম সারির সংস্থা।
- ক্যাস্ট্রলের ৩৫০-এরও বেশি ডিস্ট্রিবিউটর, ৮০০-এরও বেশি সাব ডিস্ট্রিবিউটার এবং ১.৫ লক্ষেরও বেশি ছোট টাচ পয়েন্ট রয়েছে।
- ক্যাস্ট্রলের ২৩টি ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট এবং ৭টি টেকনলজি সেন্টার রয়েছে।

- মূল সংস্থা ব্রিটেনের ক্যাস্ট্রল লিমিটেডকে ৩.৫ শতাংশ রয়্যালটি দেয় ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া।
- টাটার জ্যাগুয়ারের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ক্যাস্ট্রলের।
- সংস্থার কাঁধে ঋণের বোঝা একেবারেই নগণ্য।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- মার্চ কোয়ার্টারে ক্যাস্ট্রলের নিট মুনাফা ৭.৯৬ শতাংশ বেড়ে ২৩৩.৪৬ কোটি এবং মোট আয় ৭.৩ শতাংশ বেড়ে ১৪২২ কোটি টাকা হয়েছে।
- ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়ার ৫১ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের হাতে। দেশি ও বিদেশি সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৪.৫৮ শতাংশ এবং ১০.৬৫ শতাংশ শেয়ার।
- মতিলাল অসওয়াল, শেয়ার খান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

রেপো রেট কমানোয় দারুণ উজ্জীবিত ভারতীয় শেয়ার বাজার

বোধিসত্ত্ব খান

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। প্রত্যাশা ছিল যে আরবিআই হয়তো বা ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমাবে। সেখানে এক ধাক্কায় আরবিআই ৫০ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে সিআরআর (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও) কমেছে ১০০ বেসিস পয়েন্ট। রেপো রেট বর্তমানে দাঁড়াল ৫.৫ শতাংশে এবং সিআরআর ৩ শতাংশে। এর মানে কী? সহজ ভাষায় বুঝতে হলে বলতে হয়, রেপো রেট সেই সুদের হার যা ভারতের বিভিন্ন ব্যাংক (সরকারি বা বেসরকারি)-কে দিতে হয় আরবিআই-এর কাছ থেকে টাকা ধার করার জন্য। এই রেপো রেট যত কম হবে তত ব্যাংকগুলির পক্ষে সুবিধা হবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কম সুদে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে।

অন্যদিকে, সিআরআর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা যা বিভিন্ন ব্যাংককে আরবিআইয়ের কাছে গচ্ছিত রাখতে হয়। অর্থাৎ একটি ব্যাংক যদি বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে ১০০ টাকা সংগ্রহ করে তার মধ্যে এতদিন ৪ টাকা আরবিআইয়ের কাছে গচ্ছিত রাখতে হত। এখন তাদের মাত্র ৩ টাকা গচ্ছিত রাখতে হবে। এতে অতিরিক্ত ২,৫০,০০০ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের ঋণ দিতে পারবে। অর্থাৎ ব্যবসা বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা তৈরি হবে। আরবিআই যখনই দেখে দেশে মূল্যবৃদ্ধি লাগাম ছাড়া হচ্ছে, তখন তারা সিস্টেম থেকে টাকার স্রোত কমিয়ে দিতে রেপো রেট এবং সিআরআর রেট বৃদ্ধি করে। এবং এর উলটোটি ঘটে যখন দেশে মূল্যবৃদ্ধি আয়ত্তের মধ্যে থাকে, দেশে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন হয়।

এই রেট কমানোর ফলে কারা উপকৃত হবেন? উত্তর হল সবাই-- কর্পোরেট থেকে সাধারণ মানুষ, এমনকি সমস্ত ব্যাংক, নন ব্যাংকিং ফিন্যান্স কোম্পানি, হাউসিং ফিন্যান্স কোম্পানি সবাই এর সুবিধা পাবে। সরাসরি উপকৃত হতে চলেছে তিনটি সেক্টর— ফিন্যান্স, রিয়েল এস্টেট এবং অটো। এছাড়া এই তিনটি সেক্টর সম্পর্কিত সমস্ত সেক্টরও এর দ্বারা লাভবান হবে। অর্থাৎ রেট সেনসিটিভ সেক্টরগুলি, ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ সেক্টরগুলি যেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, রিনিউয়েবল এনার্জি, ক্যাপিটাল গুডস প্রভৃতি।

শুক্রবার নিফটি ব্যাংক তার সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলে এবং বন্ধ হয় ১.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি নিয়ে। নিফটি অটো বৃদ্ধি পায় ১.৫২ শতাংশ, বিএসই কনজিউমার ডিউরেবলস ১.৩০ শতাংশ এবং বিএসই মেটালস ১.৫৬ শতাংশ। নিফটি রিয়েলটি বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.৬৮ শতাংশ। যে কোম্পানিগুলির মাথায় ঋণের বোঝা ছিল, তা বেশ খানিকটা লাঘব হতে পারে। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলিতে সর্বাধিক বৃদ্ধি এসেছে তার মধ্যে রয়েছে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক (৭.১১ শতাংশ), আইসিআইসিআই লমবার্ড (৬.৮৫ শতাংশ), গোদরেজ প্রপার্টিজ (৬.৭ শতাংশ), ডিএলএফ (৬.৬২ শতাংশ), মুথুথ ফিন্যান্স (৬.৬১ শতাংশ), ওবেরয় রিয়েলটি (৫.৯৬ শতাংশ), শ্রীরাম ফিন্যান্স (৫.৬৫ শতাংশ), মানাপ্পুরাম ফিন্যান্স (৫.৫৩ শতাংশ), প্রেসটিজ এস্টেট (৫.৪৪ শতাংশ), চোলা ইনভেস্টমেন্ট (৫.৪ শতাংশ), আরবিএল ব্যাংক (৫.১৯ শতাংশ), এসবিআই কার্ড (৫.১৬ শতাংশ), আইআইএফএল ফিন্যান্স (৫.০৯ শতাংশ), এমএম ফিন্যান্সিয়াল (৪.৯১ শতাংশ), বাজাজ ফিন্যান্স (৪.৯ শতাংশ), এমসিএক্স ইন্ডিয়া (৪.৪৯ শতাংশ), এইচডিএফসি এএমসি (৪.১৩ শতাংশ) প্রভৃতি।

তবে শুক্রবার ডিফেন্স কোম্পানিগুলিতে ভালো সংশোধন এসেছে। এদিন অ্যাসট্রা মাইক্রো (-৪ শতাংশ), অ্যাভানটেল (-৫.৭ শতাংশ), ভারত ডাইনামিক্স (-১.৮১ শতাংশ), ডেটা প্যাটার্নস (-৩.৪৬ শতাংশ), ডিসিএক্স সিস্টেমস (-৩.৮৯ শতাংশ), হ্যাল (-১.৬৬ শতাংশ), আইডিয়া ফর্জ টেক (-৩.৯৬ শতাংশ), গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স (-৪.৬৯ শতাংশ), পরস ডিফেন্স (-৪.৪২ শতাংশ), প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভ (-২.৪৮ শতাংশ), সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ (-২.৮১ শতাংশ) পতন দেখে। শুক্রবার নিফটি পুনরায় ২৫০০০-এর গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। সেনসেক্স ছাড়িয়ে যায় ৮২০০০। সোমবার বাজারে নতুন গতি আসে কি না তা দেখার অপেক্ষায় থাকবেন বিনিয়োগকারীরা।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

পাড়ার ঝামেলায় বিপাকে কাউন্সিলার

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : বাড়িতে দুই পক্ষকে নিয়ে বিবাদ মীমাংসা করতে বসেছিলেন ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সাথি দাস। ভেবেছিলেন, দুই পক্ষকে বুঝিয়ে সমস্যার সমাধান করে দেবেন। তবে সেই চেষ্টা সফল হয়নি। উলটে এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর চড়াও হয়। বেগতিক বুঝে তিনি এক পক্ষকে নিয়ে থানায় আসেন। অপর পক্ষও থানায় চলে আসে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে শিলিগুড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাত থেকে। ওই পাড়ার কয়েকজনের অভিযোগ, রাতে এলাকায় সম্প্রতি বাড়ি ভাড়া নেওয়া এক তরুণী এক পুরুষের সঙ্গে অশালীনভাবে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে পাড়ার কয়েকজন প্রতিবাদ করেন। কিছুক্ষণ পরে ওই তরুণী ফের ওই তরুণের সঙ্গে সেখানে ফিরে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে একটি কুকুরও।

কী নিয়ে বিরোধ

এক তরুণী তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় অশালীনভাবে চলাফেরা করায় স্থানীয়রা প্রতিবাদ করেন। তাতেও ওই তরুণী স্থানীয়দের ওপরই চড়াও হন।

অভিযোগ, তরুণের হাত থেকে কুকুর ছাড়া পেয়ে যাওয়ার পরেই শুরু হয় অশালীন ভাষায় গালাগাল। স্থানীয়রা তার প্রতিবাদ করলে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ওই তরুণীর আরও এক বান্ধবী ও বন্ধুও চলে আসে। বচসার পাশাপাশি ওই দুই তরুণী পাড়ার কয়েকজনের ওপর চড়াও হয় বলেও অভিযোগ। থানায় আসা এক ব্যক্তি মুখে নখের আঁচড়ের দাগ দেখিয়ে বলছিলেন, 'এদের অত্যাচারে এলাকায় থাকা যাবে না।'

এদিকে, রাতের ঘটনার খবর পেয়ে দুই পক্ষকে ডেকে সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত নেন সাথি। সাথির কথায়, 'প্রথমে ওই দুই তরুণী আমার কাছে আসে। এক তরুণী বলতে থাকে তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা রয়েছে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় হঠাৎই কয়েকজন উলটো-পালটা কথা বলে।' এ কথার মাঝেই আসেন পাড়ার কয়েকজন। সাথির কথায়, তাঁরা পাড়ায় অশালীন আচরণ করতে দেওয়া হবে না বলে দাবি করেন। কাউন্সিলার বলেন, 'এরপরই ওই দুই তরুণী ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি মাঝখানে দাঁড়ালেও তরুণীরা ওই ব্যক্তিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ পর তরুণীরা বেরিয়ে যায়।' এরপরই ওই তরুণীদের 'অত্যাচার'-এর বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর সই করা ডেপুটেশন নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলারের সঙ্গে তাঁরা থানায় হাজির হন। তরুণীদের পালটা অভিযোগ, পাড়ার ওই ব্যক্তিরা তাদের হেনস্তা করার চেষ্টা করেছে। তাই তারা নিজেদের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

ব্যবসায়ীদের ভোট নির্বিঘ্নে

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : শান্তির পরিবেশে নির্বিঘ্নে শেষ হল বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন। মোট ১,৭১১ ভোটারের মধ্যে ১,৪৮০ জন শনিবার ভোট দিয়েছেন। গণনা রবিবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। এবার বাপি সাহা ও সুব্রত সাহা- দুই ভাই আলাদা প্যানেল তৈরি করে পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচনি ময়দানে নামায়, এবারের ভোট নিয়ে বাড়তি কৌতূহল রয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। সকাল থেকেই পুলিশি নজরদারিতে ভোট হয়েছে। সবমিলিয়ে, ৪৩ প্রার্থীর মধ্যে জয়ী ২১ জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠিত হবে।

শিলিগুড়িতে ইদের নমাজের দুই চিত্র। শনিবার। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত (ওপরে) ও সঞ্জীব সূত্রধর (নীচে)

আঠারোখাইয়ে ভেঙে গিয়েছে সব রাস্তাই

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৭ জুন : সারাই করা রাস্তাগুলি ভেঙে গিয়েছে। এলাকার নিকাশিনালাগুলি সংস্কার হয়নি। সামান্য বৃষ্টি হলে নালার দূষিত জল রাস্তায় উপচে পড়ছে। মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় সবক'টি রাস্তা এখন চলাচলের অযোগ্য। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর (পিএইচই) এলাকায় জলের পাইপ বসাতে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করায় দশা আরও খারাপ হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকার নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, মহকুমা পরিষদ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত। এরপরও আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে না কেন? এনিয়ে শরৎনগরের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য পিংকি চক্রবর্তী বললেন, 'শরৎনগর মিলিটারি রোড থেকে ফাঁসিদেওয়া মোড়ে সংযোগকারী লাল সিং প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সারাই করবে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

বড় মোহনসিংজোত, বিএড কলেজ সংলগ্ন রাস্তা, ইন্দিরাপল্লি, বিধানপল্লি, শিবমন্দির বাজার রেলগেট থেকে বালিকা বিদ্যালয়, শিসাবাড়ি, মাউরিয়া বস্তি সহ আঠারোখাই অঞ্চলের সবক'টি রাস্তাই ভেঙেচুরে এখন চলাচলের অযোগ্য। রোদ উঠলেই রাস্তাগুলি ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে।

> শরৎনগর মিলিটারি রোড থেকে ফাঁসিদেওয়া মোড়ে সংযোগকারী লাল সিং প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সারাই করবে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।
>
> **পিংকি চক্রবর্তী** *পঞ্চায়েত সদস্য*

বৃষ্টিতে ডোবায় পরিণত হয়। প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। কবে রাস্তার বেহাল দশা ঘুচবে জানতে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশের সঙ্গে যোগাযোগের বেশ কয়েকবার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ বললেন, 'অনেকগুলো রাস্তা ইতিমধ্যে সারাই করা হয়েছে। আরও কিছু রাস্তা সারাইয়ের কাজ বাকি আছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের (এসজেডিএ) মাধ্যমে সেই কাজ ধাপে ধাপে সম্পন্ন হবে। এসজেডিএ রেলগেট থেকে বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি করবে। এছাড়া আরও ছ'টি বড় রাস্তা সারাইয়ের কাজেও হাত দেওয়া হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, আঠারোখাইয়ের মিলিটারি রোড ছাড়া কোনও রাস্তা চলাচলের উপযুক্ত নয়। আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের প্রাক্তন প্রধান অসিত নন্দীর অভিযোগ, 'এলাকার রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যায় না। অতিবর্ষণে মিলিটারি রোড, শরৎনগরের রাস্তা কার্যত নদীতে পরিণত হয়।' এনিয়ে এলাকার আরেক বাসিন্দা সুপ্রকাশ রায় বললেন, 'বেহাল রাস্তাগুলি মহকুমা পরিষদ কিংবা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সারাই করবে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।' শরৎনগরের বাসিন্দা মিথিলেশ মণ্ডলের বক্তব্য, 'একদিকে রাস্তা সারাইয়ের কাজ হচ্ছে না, অন্যদিকে এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টি হলেই হাঁটুসমান জল হয়। বর্ষায় পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে চিন্তায় আছি।'

অবৈধ পার্কিংয়ে যানজট

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : রাস্তা আটকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে যানজটের সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী এবং পথচারীরা। এমন ছবি দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়ি শহরের বিবেকানন্দ রোডে। সংশ্লিষ্ট ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলেন, 'ইতিমধ্যে পুরনিগমে বিষয়টি জানিয়েছি। ট্রাফিক পুলিশকে নজরদারি রাখতে বলেছি। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

রাস্তার ওপর যেখানে-সেখানে দীর্ঘ সময়ের জন্য গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে চলে যাচ্ছেন অনেকে। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে গাড়িচালক এবং সাধারণ মানুষকে। এই যানজটের জন্য নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক বাইকচালক সাগর দাস বলেন, 'যখনই এই রাস্তা দিয়ে যাই যানজটের মধ্যে আটকে পড়ি। ফলে প্রতিবার গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়।' একই কথা জানালেন এলাকার বাসিন্দা রাজেশ শা। তিনি বলেন, 'যে যেভাবে পারছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ দেখার নেই।' কিছুদিন ধরে প্রশাসনিক নজরদারি না থাকায় যানজটের সমস্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। এই এলাকায় কেদারমাঠের আশপাশে বেশ কিছু গোডাউন রয়েছে। ফলে প্রায়ই রাস্তার ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে গোডাউন থেকে মালপত্র ওঠানো এবং নামানো হয়। এই সমস্যা সমাধানে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ভাঙল পুলিশের ওয়াকিটকি

টোটোচালকের দাদাগিরি রাস্তায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : শিলিগুড়ি শহরে টোটোচালকদের দাপটের সঙ্গে পরিচিত সাধারণ মানুষ। এখন তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না পুলিশও। শনিবার চেকপোস্ট এলাকায় শুধু ট্রাফিক পুলিশকে হেনস্তা করাই নয়, তাঁর কোমরে থাকা ওয়াকিটকি ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় আছড়ে ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক টোটোচালকের বিরুদ্ধে। এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে চেকপোস্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হেনস্তার মুখে পড়া ট্রাফিক পুলিশকর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই টোটোচালককে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকেই বিনা নম্বরের টোটো ও অন্য রঙের স্টিপ দেওয়া টোটো যাতে সেবক রোডে না ঢোকে, সে ব্যাপারে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছিল। সকাল থেকে বেশ কয়েকটি টোটোও বাজেয়াপ্ত করা হয়। দুপুরের দিকে হঠাৎ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে একটি নম্বরহীন টোটো চেকপোস্ট পেরিয়ে রাস্তায় উঠতে গেলে বাধা দেন ট্রাফিক পুলিশের এক কর্মী।

অভিযোগ, এরপরই টোটোর চালক নেমে এসে হুজ্জতি শুরু করে। বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সেবক রোডে ওঠার চেষ্টা করে। শুরু হয় ট্রাফিক পুলিশকর্মীর সঙ্গে ওই চালকের ধস্তাধস্তি। এর মধ্যেই ওই ট্রাফিক পুলিশকর্মীর ওয়াকিটকি কেড়ে নিয়ে রাস্তায় আছড়ে ভেঙে ফেলে টোটোচালক। প্রায় ২০ মিনিট ধরে ধস্তাধস্তি চলে। এদিকে, ঝামেলার খবর পেয়ে চলে আসে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ওই টোটোচালককে পাকড়াও করা হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই টোটোচালক কলেজ ছাত্র।

গোটা ঘটনায় শহরে টোটোচালকদের দৌরাত্ম্যের বিষয়টি সামনে এসেছে। শুধু গতমাসের হিসেবেই এধরনের ছয়টি ঘটনা ঘটেছে শহর শিলিগুড়িতে। জংশন এলাকায় টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে হেনস্তার মুখে পড়েছেন ট্রাফিক পুলিশকর্মী। হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে ভেনাস মোড়েও। প্রতিটি ঘটনাতেই অবশ্য টোটোচালকরা গ্রেপ্তারও হয়েছে। তাতেও অবশ্য টোটোচালকদের একাংশ সংযত হয়নি। শহরবাসী অনেকেরই বক্তব্য, টোটোচালকদের একাংশের মধ্যে আইন না মানার প্রবণতাই এর মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তাদের অবশ্য বক্তব্য, প্রতিটি ঘটনায় আইনত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

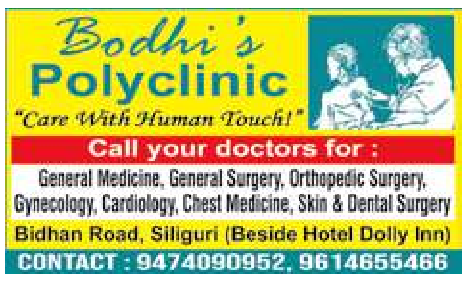

আটক টোটো। শনিবার। -সংবাদচিত্র

ধস্তাধস্তি

- সেবক রোডে নম্বর ছাড়া এবং অন্য রংয়ের স্টিকারের টোটো যাতে না ঢোকে সেজন্য অভিযান চলছিল
- অভিযানে পুলিশ সকাল থেকে বেশ কয়েকটি টোটো বাজেয়াপ্ত করে
- দুপুরে এক নম্বরহীন টোটোচালকের সঙ্গে পুলিশের বচসা বাধে
- টোটো থেকে নেমে চালকের হুজ্জতি এবং পুলিশের বাধা সত্ত্বেও সেবক রোডে টোটো নিয়ে ওঠার চেষ্টা
- তখনই শুরু হয় ট্রাফিক পুলিশকর্মীর সঙ্গে ওই চালকের ধস্তাধস্তি

বাংলা বাজারে এক দোকানে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। শনিবার। -সংবাদচিত্র

বাংলা বাজারে আগুনে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : শনিবার বিকালে চেকপোস্ট সংলগ্ন বাংলা বাজার এলাকায় এক দোকানে আগুন লাগলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সেখানে একটি হোটেলে ওয়্যারিংয়ের কাজ চলার সময় দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পাশের দোকানে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিকের সামগ্রী মজুত থাকায় আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। খবর পেয়ে দমকলের ছয়টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় ফের একবার শহরজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বাজারে অবৈধ স্টাকচারের প্রসঙ্গ সামনে উঠে আসে।

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরীর বক্তব্য, 'এটা সত্যি একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ইতিমধ্যেই বিষয়টা নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে কথা বলেছি। পুরনিগমকে এই বিষয়গুলো দেখতে হবে। আমরা সমস্ত ধরনের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।' বিষয়টা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়টা নিয়ে আমরা তদন্ত করব। পাশাপাশি এটা সত্যি একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।'

স্থানীয় ব্যবসায়ী যুবরাজ তামাং বলেন, 'এদিন দুপুরের দিকে ওই প্লাস্টিকের বিভিন্ন সামগ্রীর দোকানের পাশে থাকা হোটেলে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ চলছিল। তা থেকেই হঠাৎ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ওই প্লাস্টিকের দোকানে আগুন লাগতেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।'

খবর পেয়ে আসে ভক্তিনগর পুলিশ। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশও সামগ্রী বের করার কাজে হাত লাগায়। এরপর দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছায়। দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় ওই প্লাস্টিকের দোকান পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। আশপাশে থাকা চারটি দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই প্লাস্টিকের সামগ্রীর দোকানে অবৈধভাবে গ্যাস রিফিলিং হত। যাবতীয় রিপোর্ট দমকলের কাছ থেকে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র।

রেস্তোরাঁয় ফের তদন্তে পুরনিগম, উঠছে প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বিতর্কিত রেস্তোরাঁর অবৈধ নির্মাণে ফের তদন্তে যাবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সোমবার ফের তদন্তে যাবেন বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা। এই মর্মে তাঁরা একটি চিঠিও দিয়েছেন বিল্ডিং মালিক এবং অভিযোগকারীকে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যেখান থেকে একবার পুরকর্মীদের বের করে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে আইনি কোনও পদক্ষেপ না করে কেন ফের যাওয়া হচ্ছে? কাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে বিল্ডিং বিভাগ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ওই বিল্ডিংয়ে এর আগে একটি বিরিয়ানির দোকান খোলা হয়েছিল। অভিযোগ, হওয়ার পর প্রায় তিন বছর দোকান বন্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ওই বিরিয়ানির দোকান বন্ধ করে সেখানে একটি রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে। এরপর ফের শিলিগুড়ির পুর কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একবার পুর আধিকারিকরা তদন্তে যান। অভিযোগ, সেইসময় দোকানের কর্মীরা বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকদের বের করে দিয়ে দোকান বন্ধ করে দিয়ে চলে যান। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পরেও আর কেউ আসেননি। যেখানে বারবার পুরকর্মীদের অসহযোগিতা করা হচ্ছে সেখানে কেন আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ না করে পুরনিগম ফের সুযোগ দিচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।

কাফ সিরাপ সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : কাফ সিরাপ পাচারের সময় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ বিপুল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে অম্বিকানগর গৌটপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। ধৃত কাফ সিরাপ বিক্রির উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এদিন শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

হাতখরচ বাঁচিয়ে পথচলতিদের সেবা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : একবার গরমে বাইরে বেরিয়ে অনেক সমস্যায় পড়েছিলেন বছর ৬৫-র সুমিত্রাদেবী। প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই সময় কয়েকজন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকেই গরম পড়লে পথচলতি সাধারণ মানুষকে গ্লুকোজ খাওয়ান তিনি। স্বামীর দেওয়া হাতখরচের টাকা থেকেই চলে এই কাজ। কখনও থানা মোড়ের সামনে আবার কখনও পাড়ার গলিতেই পথচলতিদের হাতে তুলে দেন ঠান্ডা পানীয়।

জ্যোৎস্নাময়ী স্কুলের পাশেই স্বামীর সঙ্গে থাকেন সুমিত্রা। চার মেয়ের প্রত্যেকেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। একবার রাস্তায় বেরিয়ে অসুস্থতার সেই স্মৃতি যেন মাথায় গেঁথে রয়েছে তাঁর। প্রচণ্ড গরমে যাতে সেই সমস্যায় কাউকে পড়তে না হয় সেই বিষয়ে চিন্তা করেই উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। শুক্রবার ব্যাগে ১০০টা গ্লুকোজের প্যাকেট নিয়ে পথচলতি মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। প্রচণ্ড গরমে এই পানীয় যে অমৃতের কাজ করছে সেই কথাই শোনা গেল এক রিকশাচালক রাজু দাসের মুখে। বলছিলেন, 'খুব তেষ্টা পাচ্ছিল। তখনই এই দিদি পানীয়টা দিলেন। মনটা জুড়িয়ে গেল।' এভাবেই অনেকেই এই প্রবীণার উদ্যোগের প্রশংসা করেন। সুমিত্রাদেবীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, স্বামীর দেওয়া হাতখরচের টাকা থেকেই এই কাজ করেন তিনি।

যখন যেমন সামর্থ্য সেই অনুযায়ী বোতল কিনে বিলি করেন তিনি। এই কাজ যদিও পুরোটাই একাই করেন। নিজেই বিভিন্ন মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যের তৃষ্ণা মেটানোর কাজ করছেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে বললেন, 'এখন তো শিলিগুড়িতেও প্রচণ্ড গরম পড়ে। ফলে এই গরমে যাঁরা বাইরে কাজ করেন তাঁদের শরীর খারাপ হওয়াটা ভীষণ স্বাভাবিক। আমারও হয়েছিল। তাই অন্যের পাশে থাকার চেষ্টা করি।'

এক পথচারীকে গ্লুকোজ জল দিচ্ছেন সুমিত্রাদেবী।

নদীবাঁধগুলিতে বিপুল পরিমাণ বালি-পলি-কাঁকর আটকে রয়েছে। নদীর জলকে আটকানোয় নদী নতুন পথ খুঁজতে চাইছে। সেই কারণেই চুংথাংয়ে বিপর্যয় হয়েছে। এইসব প্রকল্প পাহাড়জুড়ে চললে তিস্তার দুর্ভোগ ভবিষ্যতে পোহাতেই হবে।

ডঃ কল্যাণ রুদ্র, চেয়ারম্যান, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

শিলিগুড়িতে 'ভবিষ্যতের ভাবনায় নদী ও প্রকৃতি' শীর্ষক আলোচনাচক্র।

রেল, রাস্তার কাজে বিপর্যয় তিস্তায়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : তিস্তার অববাহিকাজুড়ে চলা রেলপ্রকল্প, জাতীয় সড়ক চওড়ার কাজে জমির ঢাল বদলে যাচ্ছে। সঙ্গে বৃষ্টিপাতের ছন্দ বদলে যাওয়ায় তিস্তা ভয়ংকর হয়ে বিপদ ডেকে আনছে। তিস্তার চলার স্বাভাবিক ছন্দে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিস্তার অশান্ত হয়ে ওঠার পিছনে ওগুলিই মূল কারণ বলে মনে করছেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা আন্তর্জাতিক নদী বিশেষজ্ঞ ডঃ কল্যাণ রুদ্র। এর পরিণতি যে আরও ভয়ংকর হতে চলেছে, কল্যাণ এমন আশঙ্কাও করছেন।

হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) ও এখন ডুয়ার্স-এর তরফে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার শিলিগুড়িতে 'ভবিষ্যতের ভাবনায় নদী ও প্রকৃতি' শীর্ষক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। দিনকয়েক আগে তিস্তার খাত পরিবর্তন ও বিপর্যয় নিয়ে রাজ্যের সেচ দপ্তর আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। তিস্তার গ্রাসে বেশ কিছু এলাকা ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে। উত্তর সিকিমে লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর তিস্তার বুকে বালি-পাথর জমে যাওয়ায় নদীবক্ষ উঁচু হয়ে গিয়েছে। ফলে বিপর্যয়ের অভিঘাত অনেকটাই বেড়েছে।

ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে তিস্তার খাত পরিষ্কার করা সম্ভব নয়, জানিয়েছেন কল্যাণ। তাঁর কথায়, 'ধসের কারণে যেই বিপুল পরিমাণ পাথর, বালি

বিপদ ডাকছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

নদীখাতে জমছে তার সমস্তটা তোলা অসম্ভব। রাস্তা তৈরি করতে পাহাড় কেটে সবকিছু ঠেলে নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।'

তাঁর সংযোজন, 'নদীবাঁধগুলিতে বিপুল পরিমাণ বালি-পলি-কাঁকর আটকে রয়েছে। নদীর জলকে আটকানোয় নদী নতুন পথ খুঁজতে চাইছে। সেই কারণেই চুংথাংয়ে বিপর্যয় হয়েছে। এইসব প্রকল্প পাহাড়জুড়ে চললে তিস্তার দুর্ভোগ ভবিষ্যতে পোহাতেই হবে।'

শিলিগুড়িতে পলিব্যাগ নিষিদ্ধ হলেও তার ব্যবহার বন্ধ করা যাচ্ছে না। পলিব্যাগ বন্ধ করার ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভূমিকা বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে। দিনকয়েক অভিযান চালানোর পর পুরনিগম কার্যত ঘরে ঢুকে পড়ায় শিলিগুড়ির বাজারগুলিতে অবাধে ক্যারিব্যাগ ব্যবহার হচ্ছে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান বলেন, 'সকলে ধরে নিয়েছে পুরনিগম প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বন্ধ করবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কেন প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ প্রত্যাখ্যান করছেন না? চাহিদা কমে গেলে পলিব্যাগ বিক্রি হবে না।'

এদিনের আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপককুমার পাল, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণবিদ সৌম্যদীপ্ত দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, অশোক ভট্টাচার্য, অনিমেষ বসু প্রমুখ।

প্রেমিকা ও তাঁর বোনের শ্লীলতাহানি

বালুরঘাট, ৭ জুন : মদ্যপ প্রেমিকের বাড়িতে যেতে রাজি হয়নি দিদি। জোর করে টোটোতে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সেই প্রেমিক বেধড়ক মারধর শুরু করে দিদিকে। বেগতিক দেখে তার হাত থেকে দিদিকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে দিদিকে ছেড়ে তার ছোট বোনকেই তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে ওই প্রেমিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওই চেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়ে রাস্তাতেই বোনের শ্লীলতাহানি করে দিদির প্রেমিক। এমনকি তার মোবাইল ফোনটিও ভেঙে ফেলা হয়েছে। এদিন শহরের রাস্তাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই তরুণী। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এমনভাবে দুই তরুণীর উপরে আক্রমণের ঘটনায় পথচারীরা কিছুটা অবাক হয়ে গেলেও পারিবারিক বিবাদ মনে করে কেউই তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই দুই তরুণীকে উদ্ধার করে বালুরঘাট থানায় নিয়ে আসে। তবে ততক্ষণে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে অভিযুক্ত। ছোট বোনের অভিযোগের ভিত্তিতে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বালুরঘাট শহরের চকভৃগু আখিড়াপাড়ার এমন ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

পতিরাম থানা এলাকার একটি গ্রামের বাসিন্দা বছর ২৪-এর ওই তরুণী তাঁর স্বামীকে ছেড়ে বালুরঘাটের চকভৃগু এলাকার এক তরুণের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন। সপ্তাহখানেক আগে ওই তরুণী তাঁর প্রেমিককে ছেড়ে বাপের বাড়িতে থাকতে শুরু করে। এনিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই তাঁদের গোলমাল চলছিল।

এদিন নিজের ছোট বোনকে নিয়ে এর হেস্তনেস্ত করতেই চকভৃগু এলাকায় এসেছিলেন ওই তরুণী। প্রেমিকও ওই এলাকায় আসে। শুরু হয় বচসা। তারপরই টোটোতে চাপিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে প্রেমিক। অভিযোগ, তরুণীর বোন দিদিকে বাঁচাতে গেলে দিদিকে ছেড়ে বোনকেই তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ওই তরুণ। শ্লীলতাহানিও করা হয়।

ফ্যালকনে ওঠার আগে আত্মবিশ্বাসী শুভাংশু

'নিজেকে সেতু মনে করছি'

ফ্লোরিডা, ৭ জুন : প্রস্তুতি শেষ। এবার পালা উড়ানের। শনিবার এলন মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্সের তৈরি 'ফ্যালকন-৯' ড্রাগন মহাকাশযানটিকে নিয়ে আসা হল ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারের লঞ্চ প্যাডে। মঙ্গলবার ওই যানটি চালিয়ে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পাড়ি দেবেন ভারতীয় নভোশ্চর শুভাংশু শুক্লা। তার আগে তিনি বললেন, 'আমি নিজেকে পৃথিবী ও মহাকাশের মাঝে এক সেতু বলেই মনে করি।'

চার দশক অতিক্রান্ত। রাকেশ শর্মার পর আবার কোনও ভারতীয় নভোশ্চর মহাকাশে পাড়ি জমাতে চলেছেন। ১৪ দিন স্পেস স্টেশনে থাকবেন শুভাংশু সহ চার নভোশ্চর। তাঁরা বিভিন্নরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন সেখানে। উড়ানের আগে সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে এই মিশনের সফলতা কামনায় প্রার্থনার অনুরোধ করলেন শুভাংশু।

শুভাংশু বলেন, 'আমি শুধুমাত্র মহাকাশযানটিকে চালিয়ে নিয়ে যাব না। কোটি কোটি ভারতবাসী আমাকে নিয়ে আশা করছেন, স্বপ্ন দেখছেন। তাঁদের আশা ও স্বপ্নকেও মর্যাদা দিতে হবে আমাকে।' অভিযান সম্পর্কে তাঁর সংযোজন, 'আমরা স্পেস স্টেশনে সাতটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাব। যা মাইক্রোগ্র্যাভেটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেবে এবং ভবিষ্যতে মহাকাশ গবেষণার পথকে প্রশস্ত করবে।'

নাসার লঞ্চ প্যাডে মাস্কের মহাকাশযান।

ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলট শুভাংশুকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে স্পেস এক্স ও অ্যাক্সিয়োম স্পেস। শুভাংশুর সঙ্গে মহাকাশে যাচ্ছেন আমেরিকার পেগি হুইটসন, পোল্যান্ডের স্লাওস উজানানস্কি-উইসনিউস্কি এবং হাঙ্গেরির টিবর কাপু। নাসা এবং ইসরোর যৌথ উদ্যোগে কাজ করবেন তাঁরা। মহাকাশযানটিকে উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে শুভাংশুর। তাছাড়া যানটি এমনিতে স্বয়ংক্রিয়।

একটা মজার ব্যাপার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এলন মাস্কের মধ্যে নাটকীয় বিবাদের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই স্পেস এক্সের মহাকাশযানটিকে নাসার লঞ্চ প্যাডে নিয়ে আসা হল!

বর্ষায় উত্তরে গ্রীষ্মের দাপট

মৌসুমি বায়ুর পথের 'কাঁটা' ঝঞ্ঝা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : ভোর পাঁচটায় জানলা দিয়ে এমন আলো চোখের ওপর পড়ল যে, আর ঘুমাতে পারিনি। এটা কী বর্ষাকাল? ফুলেশ্বরী রেলগেটের কাছে একটি চায়ের দোকানে ঢুকে বিরক্তির সঙ্গে একনাগারে কথাগুলি বললেন স্থানীয় যতীন দাস। বাকিরাও তাঁর পক্ষ নিলেন। না নেওয়ার কোনও কারণ নেই। বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার পরও যদি সাতসকালেই ঘাম ঝড়ে, তবে তো দক্ষিণ-পশ্চিমী মৌসুমি বায়ুর ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।

ক'দিন আগেও যেখানে বৃষ্টির দাপটে কয়েকটি এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল, সেখানে এখন শুকনো সমস্ত কিছুই। আকাশের যা মতিগতি, তাতে ঘাম ঝড়াটা সবে শুরু। আগামী দিনগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হলেও তা তাপমাত্রাকে টেনে নীচে নামিয়ে দেবে, এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং ওই বৃষ্টিতে অস্বস্তি আরও বাড়বে। যেমন, শনিবার বিকেলে পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, রবীন্দ্রনগরে একপশলা বৃষ্টি হলেও শহর শিলিগুড়ির বাকি এলাকা থেকেছে

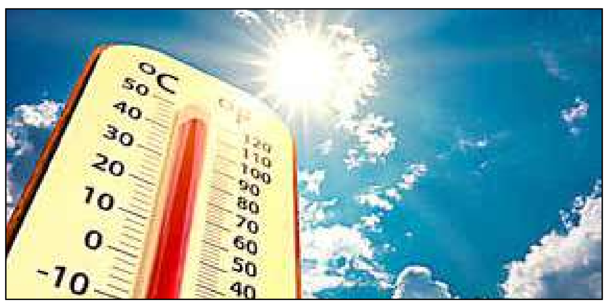

শুষ্ক। ফলে তাপমাত্রার কোনও হেরফের হয়নি। ক'দিন আগেই উত্তরবঙ্গের গড় তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে। কিন্তু এদিন ছাপিয়ে গিয়েছে ৩৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অনুভূতি ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি, বলছে আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রার তেমন কোনও হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে যেভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থাৎ কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হতে পারে। যেমন এদিন হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে (৪.০ মিলিমিটার)। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে বৃষ্টি হবে না, তা নয়। কিন্তু বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা কম থাকায় উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বর্তমান পরিস্থিতি চলার সম্ভাবনা রয়েছে অন্তত এক সপ্তাহ। কয়েকটি এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির আশঙ্কাও রয়েছে।'

এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল কেন? আসলে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে এখনও সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ঝঞ্ঝাই পথ আটকেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর। যার ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটছে না। মিলছে না ভারী বৃষ্টিও। যা ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টির চরিত্র বদলে গত কয়েক বছর ধরেই যখন বৃষ্টি হচ্ছে, তখনই এতটাই হচ্ছে যে, তা সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দিনের পর দিন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু যদি অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে, তবে তার প্রভাব মারাত্মক হতে পারে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। তবুও গরমের থেকে বাঁচতে বৃষ্টিই চাইছে উত্তরবঙ্গ।

বিকৃত রিলস, থানায় নালিশ

মালবাজার, ৭ জুন : মালবাজারের চার কিশোরীর রিলস বিকৃত করে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বাড়ির মেয়েদের সেই বিকৃত ভিডিও দেখে চমকে উঠেছেন তাদের অভিভাবকরা। অভিযোগ দায়ের হয়েছে মালবাজার থানায়। মালবাজারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'সাইবার ক্রাইমের সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। যে আইপি অ্যাড্রেস থেকে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছে, তা চিহ্নিত করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

কিশোরীদের পরিবারের দাবি, চা বাগানে রিলস বানিয়ে ওই কিশোরীরা শনিবার তাদের পরিচিত একজনের মোবাইলে পাঠিয়েছিল। এরপর সেটিকে বিকৃত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ সমাজমাধ্যমে শেয়ার করার আগে কোনওভাবে হ্যাক হয় মোবাইলটি। এরপর দ্রুত বিকৃত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলস পোস্ট করা এখন ট্রেন্ড। সেই নেশাতেই রিলস বানিয়েছিল ওই কিশোরীরা।

এই সমস্যার প্রতিকারে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন স্তরে সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির করি আমরা, কিন্তু কাজ কিছু হয় না।'

প্রবল বর্ষণ, ধসের জের

ছাতেন থেকে উদ্ধার সেনা জওয়ানরা। শনিবার পাকিয়ং বিমানবন্দরে।

সেতু-রাস্তা সারাইয়ে জোর সিকিমে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ জুন : পর্যটকদের পাশাপাশি এবার সেনা জওয়ানদের উদ্ধার এবং বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিল সিকিম প্রশাসন। আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে রাস্তা মেরামতির কাজ। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আগামী এক সপ্তাহ সিকিম পাহাড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি হলেও তা হবে হালকা থেকে মাঝারি। যদি নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়, তবে আগামী সপ্তাহে নতুন করে প্রবল বর্ষণ হতে পারে বলেও আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। ফলে তা শুরু হওয়ার আগে আকাশপথে দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া, রাস্তা ও সেতু মেরামতিতে বিশেষ জোর দিতে চাইছে প্রশাসন। মংগনের জেলা শাসক অনন্ত জৈন বলছেন, 'স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সমস্ত কাজ করা হচ্ছে। ত্রাণসামগ্রী বণ্টনেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

উত্তর সিকিমের ছাতেনে শুধু পর্যটক নয়, প্রবল বর্ষণ এবং ধসের জেরে আটকে পড়েছিলেন সেনা জওয়ানরাও। গত কয়েকদিন ধরে পর্যটক উদ্ধারের পর শনিবার ছাতেন থেকে ৭৬ জন সেনা জওয়ানকে উদ্ধার করে পাকিয়াং বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়েছে দুটি হেলিকপ্টার। উল্লেখ্য, গত রবিবার এখানে রাতে সেনাছাউনিতে ধস নামলে তিন সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়। এখনও নিখোঁজ ছয় সেনাকর্মী। তাঁদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন রয়েছেন। এদিন সেনা জওয়ানদের উদ্ধারের পাশাপাশি

স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সমস্ত কাজ করা হচ্ছে। ত্রাণসামগ্রী বণ্টনেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

অনন্ত জৈন
জেলা শাসক, মংগন

এখানে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এমআই-১৭ হেলিকপ্টারের সাহায্যে খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বিচ্ছিন্ন থাকা উত্তর সিকিমের বেশ কয়েকটি এলাকায়। জিমা, থাংগো, ডোংকালার মতো প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে আটকে রয়েছেন অনেক গাড়িচালক। রবিবার আকাশপথে তাঁদের উদ্ধার করা হবে বলে মংগন জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর।

জাল আধার তৈরিতে ধৃত ১

কিশনগঞ্জ, ৭ জুন : ভারত-নেপাল সীমান্তের জিয়াপোখর থানা এলাকার গিলহাবাড়ি গ্রামে জাল আধার কার্ড বানানোর চক্রের পর্দা ফাঁস করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় মহম্মদ আশরাফুল নামে এক ব্যক্তিকে। ওই চক্রের বাকি দুই ব্যক্তি মহম্মদ জামাল ও পঙ্কজ কুমার নেপালে পালিয়ে গিয়েছে বলে পুলিশের দাবি। ঘটনাস্থল থেকে একটি প্রিন্টার, রাবার স্ট্যাম্প, প্রচুর নেপালি ও ভারতীয় মুদ্রা, আই স্ক্যানার, ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার, ল্যাপটপ, একটি গাড়ি, দুটি মোবাইল ফোন ও অনেকগুলো সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের থেকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ওই চক্রটি জাল আধার কার্ড বানাত বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ইদে সতর্কতা

কিশনগঞ্জ, ৭ জুন : শনিবার কিশনগঞ্জে সাড়ম্বরে পালিত হল কোরবানি ইদ। জেলার সাতটি ব্লকের বিভিন্ন ইদগাহ ও মসজিদে নমাজ পড়া হয়। জেলার ২৮৪টি জায়গায় পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। নমাজের সময় পুলিশ ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালায়। জেলার প্রায় সব মন্দিরে আগাম সতর্কতারূপে পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। নমাজ পড়ার পর চলে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি। এরপর কোরবানি শুরু হয়। প্রায় সব ইদগাহ ময়দানে মিলনমেলার আয়োজন করা হয়।

শংকরকে নিয়ে

প্রথম পাতার পর

২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে ব্যবধান বেড়ে ৮৪ হাজার হয়েছে। আগামী বিধানসভা ভোটে এই ব্যবধান কমিয়ে নিজেদের জয় নিয়ে আসা শংকরের পক্ষে সম্ভব হবে কি না, আমাদের সংশয় রয়েছে। দলের সাধারণ নেতা-কর্মীরাও শংকরকে কতটা গ্রহণ করবেন সেটা নিয়েও আমাদের সন্দেহ রয়েছে।

এদিন পার্টির জেলা নেতৃত্বের তরফে শংকর মালাকারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, অলোক চক্রবর্তী, অরুণ ঘোষ, বিভিন্ন ব্লক সভাপতি সহ অন্য নেতা-নেত্রীরা ছিলেন। অসুস্থতার জন্য জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রেওয়ালও আসেননি। সেখানে শংকর বলেন, 'দু'বার বিধায়ক হয়েছি। কিন্তু বিভিন্ন বাধায় মানুষের জন্য সমস্ত কাজকর্ম করতে পারিনি। তাই ভাবলাম, মানুষের উন্নয়নে কাজ করতে গেলে শাসকদলে থেকে করাটাই ভালো। তাই তৃণমূলে এলাম।'

তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'শংকর মালাকার যথেষ্ট পরিচিত মুখ। তিনি দক্ষ সংগঠক। শংকরবাবু আমাদের দলকে এই জেলায় আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন।'

নমাজ

প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের দাবি, সাত জায়গায় ইদগাহে মহিলাদের নমাজ পড়তে দেখা গিয়েছে। এই সময় পুরুষদের পিছনে পর্দা ঘেরা জায়গায় এতবেশি সংখ্যক মহিলাদের ইদের নমাজ পড়তে আগে দেখা যায়নি। পুরুষদের সমপর্যায়ে মহিলাদের এই এগিয়ে আসার ছবি গৌড়বঙ্গের তিন জেলাতেও খুব বেশি দেখা যায়নি বলা চলে। কিন্তু শুধুমাত্র কুশমণ্ডিতে মহিলাদের নমাজের হিড়িক কেন?

এই প্রসঙ্গে কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজাজাহির আব্বাস বলেন, 'মহিলারা পুরুষদের পিছনে পর্দা ঘেরা জায়গায় নমাজ পড়বেন কি না এই বিষয়ে একাধিক ধর্মীয় আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে মহিলারা ইদগাহে নমাজ আদায় করবেন, তাই পড়েছেন।'

তিনি জানান, পর্দা ঘেরা জায়গায় মহিলাদের নমাজ আদায় করতে বাধা নেই। করঞ্জির মসজিদের মৌলানা আব্দুল আখের এবং মতোয়ালি রেজাউল করিম দুজনের মত এক। মৌলানা আব্দুল আখেরের কথায়, 'মহিলারা সব জায়গায় যেতে পারেন তবে অবশ্যই পর্দা রেখে।' মতোয়ালি রেজাউল করিম বলছেন, 'জান্নাতবাসী হতে গেলে স্বামী ও স্ত্রী দুজনকেই একে অপরের হিসেব দিতে হয়।' ধর্ম মেনে জীবনের এই বড় ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ধর্মীয় আলোচনায় মহিলাদের নমাজের সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্র তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে সেটাই মানা হয়েছে।' দক্ষিণ করঞ্জি পঞ্চায়েত ২-এর পঞ্চায়েত সদস্যা মোক্তারিন চৌধুরী বলছেন, 'ধর্মীয় আচরণ সব মেনে মেয়েরা এগিয়ে এলে ক্ষতি কোথায়। মেয়েরা বর্তমান সময়ে পুরুষদের সঙ্গে সমাজ গড়বার কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহুক্ষেত্রে কাজ করছেন। ধর্মে পুরুষ ও নারীর নমাজ আদায় করতে কি করা উচিত সেটা জেনে তবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' প্রবীণা মেহেরাজুন বেগমের কথায়, 'এই সময় মেয়েদের নমাজ আদায় নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা চলছে বলেই সম্ভব হয়েছে।'

গরিবের সংখ্যা ২৭ কোটি কম

প্রথম পাতার পর

তারপরেও ভারতে দরিদ্রের সংখ্যায় বিশাল পতন দেশের আর্থিক নীতি এবং জনকল্যাণমূলক সরকারি প্রকল্পের বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে।

এই সাফল্য শুধু কেন্দ্রের নয়, রাজ্যগুলিরও। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে দেখিয়ে দিয়েছে, এদেশে শহরাঞ্চলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামীণ এলাকাতেও দারিদ্র্যের হার কমেছে। ২০১১-'১২ অর্থবর্ষে পুর এলাকায় দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীর হার ছিল ১০.৭ শতাংশ। গত ১১ বছরে সেটা কমে ১.১ শতাংশ হয়েছে।

গ্রামীণ ভারতে দারিদ্র্যের হার ১৪.৪ থেকে ২.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। শুধু দরিদ্র নয়, নিম্নমধ্যবিত্তদের আয়ও বেড়েছে। তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী এতে ৫৭.৭ শতাংশ থেকে কমে নিম্নমধ্যবিত্তের হার হয়েছে ২৩.৯ শতাংশ।

ভারতে দারিদ্র্যের প্রকোপ এভাবে কমলেও কয়েকটি দেশে ঊর্ধ্বমুখী। যে কারণে বিশ্বে চরম দারিদ্র্যের হার মোট জনসংখ্যার ৯ থেকে বেড়ে ১০.৫ শতাংশ হয়েছে। বিশ্বে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা ৭১ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৮৩ কোটি ৮০ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছে।

প্রেম ঘিরে ধুন্ধুমার

রায়গঞ্জ, ৭ জুন : বাংলার নাবালক প্রেমিকের বাইকে উঠে পালিয়ে আসছিল বিহারের এক নাবালিকা। জানতে পেরেই গ্রামের মস্তান বাহিনীকে নিয়ে ফিলমি কায়দায় তাদের পিছু ধাওয়া করে কিশোরীর পরিবার। মেয়েকে উদ্ধারের নামে ওই মস্তান বাহিনী বাংলায় ঢুকে ওই নাবালকের বাড়িতে চড়াও হয়ে গোলমাল বাধায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে ঘিরেই শুক্রবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় রায়গঞ্জ থানার গৌরী অঞ্চলের অনন্তপুর গ্রামে। হামলায় যুক্ত অভিযোগে বিহারের দুই 'দুষ্কৃতী'কে আটক করে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। পরে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের অনন্তপুর গ্রামের নবম শ্রেণির এক কিশোর প্রেমে পড়েছিল বিহারের আবাদপুর থানা এলাকার বছর চোদ্দোর এক নাবালিকার। প্রায় দুই বছর ধরে প্রেম চলার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রেমিকাকে বিয়ের জন্য বাড়িতে তুলে আনতে মোটরবাইক নিয়ে ওই কিশোরীর গ্রামে একাই হাজির হয় কিশোর। পূর্ব পরিকল্পনা মতো সেই কিশোরীও চুপিসারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নাবালক প্রেমিকের বাইকে উঠে রওনা দেয়। কিন্তু গোল বাঁধে গ্রামেরই কয়েকজন সেই দৃশ্য দেখে ফেলায়। কিশোরীর পরিবারের কাছে সেই খবর পৌঁছাতেই একদল মস্তানকে সঙ্গে নিয়ে যুগলের পিছু ধাওয়া করেন কিশোরীর পরিজনরা। সীমানা পেরিয়ে বাংলায় ঢুকে এপারের ভিটিহার গ্রামের কাছে যুগলকে ধরে ফেলেন তারা। বিহারের ওই মস্তান দল যুগলকেই তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। মুহূর্তে সেই খবর পৌঁছে যায় মাত্র ২০০ মিটার দূরে ওই নাবালকের গ্রামে। ইতিমধ্যে বিহারের ওই দুষ্কৃতীদের একাংশ নাবালকের বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা চালায় বলেও অভিযোগ। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামবাসীরা জোটবদ্ধ হয়ে ঘিরে ফেলেন বিহারের দুষ্কৃতীদের। অবস্থা বেগতিক দেখে বহিরাগতরা পালাতে শুরু করে। সবাই পালিয়ে গেলেও গ্রামিবাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায় মনোয়ার আলম ও নাসির শেখ নামে আবাদপুরের বাসিন্দা দুই দুষ্কৃতী। তারপরেই শুরু হয় উত্তমমধ্যম।

ঘটনা প্রসঙ্গে ওই নাবালকের বাবা বলেন, 'শুক্রবার রাতে বিহারের আবাদপুর থেকে ওই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তাকে বাইকে উঠিয়ে নিয়ে আসছিল আমার ছেলে। এতেই মেয়ের বাড়ির লোকেরা পিছু ধাওয়া করে আমাদের গ্রামে ঢুকে ছেলেকে মারধর করতে শুরু করে। ওদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

রাজগঞ্জ, ৭ জুন : ভুটকিহাটের সাহু ব্রিজের কাছে শনিবার একটি আর্থ মুভারের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। গুরুতরভাবে জখম হলেন আরও একজন। শিকারপুরহাট থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন ওই দুইজন। মৃতের নাম মোহম্মদ শকিমউদ্দীন (৫৪)। তিনি ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লকডাউন মোড় এলাকার বাসিন্দা। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

কাদায় আটকে মোদির সভার সাফল্য

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুন : সবুজে ঘেরা প্যারেড গ্রাউন্ড এককথায় আলিপুরদুয়ার শহরের ফুসফুস। বর্ষায় সবুজ প্রান্তরের সৌন্দর্যে শহরবাসী মজে থাকেন। সেই সবুজ মাঠ এবছর দেখা যাচ্ছে না। মাঠের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে রয়েছে বালি-পাথর, জায়গায় জায়গায় গর্ত। এতেই মন খারাপ শহরের। সকাল-সন্ধ্যায় মাঠে বেড়ানোয় সমস্যা হচ্ছে, বাধা পড়ছে আড্ডাতেও। প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চর্চা বুঝিয়ে দিচ্ছে এর সঙ্গে কতটা জড়িয়ে মানুষের আবেগ।

সেই আবেগেই ভয় বাড়ছে বিজেপির। শহরের রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন, প্রধানমন্ত্রীর সভা করে রাজনৈতিকভাবে যে সাফল্য এসেছিল বিজেপির ঝুলিতে তা বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে এই প্যারেড গ্রাউন্ডকে ঘিরে। জনসভার পর মাঠের হাল দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন। তার কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে বিজেপির নেতাদের। পদ্ম শিবিরের এই কাদায় পড়া অবস্থায় উৎসাহিত তৃণমূল শিবির। বিধানসভা নির্বাচনের আগে একে ইস্যু করার কথা প্রকাশ্যেই বলছেন তৃণমূল

নেতারা। ইতিমধ্যেই প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে প্রচার শুরু করেছে ঘাসফুলের ডিজিটাল টিম। বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এবং পুরসভার সক্রিয়তাও তার প্রমাণ দিচ্ছে।

জেলা তৃণমূল সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'সবুজ নষ্ট করে প্রধানমন্ত্রী সভা করেছেন। সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে। ইতিমধ্যেই অনেকে এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। আর সভার জন্য খরচ নিয়ে আমরা তো আরটিআই করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটা সামনে এলে আরও সমর্থন কমবে বিজেপির।'

মাঠ সংস্কার তাঁদের নয় বরং প্রশাসনের কাজ, প্রথম দিন থেকে এমনটাই বলে আসছেন বিজেপির নেতারা। এদিনও একইরকম কথা শোনা যায় বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের মুখে। তাঁর মতে, 'সভার আয়োজন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জেলা প্রশাসনকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। মাঠের আয়োজনের দায়িত্ব ছিল তাদেরই। মাঠ ঠিক করার দায়িত্বও তাদের। এখানে আমাদের কী ভূমিকা? প্যারেড গ্রাউন্ডে আবার পুরোনো রূপ ফিরে পাক, সেটা তো আমরাও চাই। জেলা শাসককে চিঠিও দিয়েছি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে।'

প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন প্যারেড গ্রাউন্ডে, এই ঘোষণার পর থেকেই তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল বিজেপির মধ্যে। '২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে এটা বাড়তি অক্সিজেন দেবে বিজেপিকে। কিন্তু সভার পর থেকে ছবিটা বদলে গিয়েছে। একদিকে বাড়ি বাড়ি গ্যাসপ্রকল্পের উদ্বোধন করা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী জেলার জন্য কোনও বড় ঘোষণা করেননি। এতে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এরপর জনসভার জন্য আবার প্যারেড গ্রাউন্ডের দুরবস্থা জেলা শহরে বিজেপিকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। এনিয়ে দলের মধ্যেও আলোচনা চলছে।

রংদার রোববার

১৬ ছোটগল্প তমোনাশ দে সরকার
১৭ ছোটগল্প সুনন্দ অধিকারী
আয় মন বেড়াতে যাবি রুদ্র সান্যাল
১৮ কবিতা কালীকৃষ্ণ গুহ, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলী সেনগুপ্ত, জয়শীলা গুহ বাগচী, রাহুল দাশগুপ্ত, তিস্তা, রিয়া চক্রবর্তী, উত্তম চৌধুরী ও দেবারতি ভট্টাচার্য
ধারাবাহিক পূর্বা সেনগুপ্ত

ছবি : মাজিদুর সরদার

ফল

বাজারে গেলে চারদিকই এখন রঙিন। হোলি নয়, এখন এসেছে ফল। চারদিকে শুধু রকমারি ফল। ফল সম্রাট আমের পাশাপাশি লিচু, জাম, কাঁঠাল, জামরুল- কতরকম ফল! ফল মানে তো শুধু খাওয়ার ফল নয়, আরও অনেক কিছু। জীবনে ফলের অপেক্ষাতেই থাকে মানুষ। ফল কী দাঁড়াবে, তার ওপরই নির্ভর করে মানুষের জীবন। দুই ফলকেই ধরার চেষ্টা হল এবারের প্রচ্ছদে।

সুগার বলে খাব না আম?

শুভ্র মৈত্র

প্রিয়তোষবাবুর সঙ্গে ডাক্তারের সংলাপ এ অঞ্চলে প্রায় মিথের পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর পাঁচজন বাঙালি মধ্যবিত্তের মতো, প্রিয়তোষবাবুরও চাকরি থেকে অবসর আর রক্তে শর্করা প্রায় একই বছরে এসেছিল। হাঁটাহাঁটি, নিম পাতা-জাম পাতা, দুপুর-রাতে খাবারের মেনু নিয়ে গিন্নির সঙ্গে রোজকার ঝগড়া এসবে কাজ না হওয়াতে যেতে হল ডাক্তারের কাছে। শুরু হল ওষুধ। আর সেখানে গিয়েই প্রিয়তোষবাবু বলেছিলেন, 'ওষুধের ডোজটা একটু বাড়িয়ে দিন ডাক্তারবাবু'। কেন? ---'বাজারে আম উঠেছে কিনা! দু'একটা খেতাম। এই সিজনে আমই খাইনি।' সেই দু'একটা যে আসলে কত সেটা গিন্নি বিলক্ষণ জানতেন, তবে স্তম্ভিত ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারেননি। ডাক্তার আবদার রেখেছিলেন কি না, সেটা জানা যায়নি, তবে ওই দাবিটাই কী করে যেন চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে লোকের মুখে মুখে থেকে গেল। অনেকটা আমের স্বাদের মতো।

তা প্রিয়তোষবাবুর আম খাওয়া একটা উৎসব ছিল বটে। মাথায় ফুটো করে চুষে রস বের করে নেওয়া, তারপর খোসা ছাড়িয়ে খোসার গায়ে লেগে থাকা যাবতীয় সব হলুদ রং জিভ-দাঁত দিয়ে সাফ করে শেষমেশ আঁটিকে সাদা করা পর্যন্ত---সে এক প্রক্রিয়া বটে। যা পড়ে থাকে তাতে পিঁপড়ের কাঁদতেও বয়ে গেছে। অবশ্য সব আমের একই প্রেসক্রিপশন নয়,

প্রিয়তোষবাবুর দুর্বলতা ক্ষীরসাপাতিকে নিয়ে। তাঁর কথায়, 'কলকাতার হিমসাগর কখনও আমাদের ক্ষীরসাপাতি হয়? ওরা আসল ক্ষীরসাপাতি পায়নি বলেই হিমসাগরকে নিয়ে নাচানাচি করে!'

মাথায় ফুটো করে রস চুষে নেওয়া যদি গোপালভোগ, গুটি, ল্যাংড়ার ক্ষেত্রে সত্যি হয়, তবে ফজলি, ক্ষীরসাপাতিকে কেটে রাখতে হয় প্লেটে। শুধু কি নিজের খাওয়া, ছেলেপিলেদের উৎসাহ দিয়ে কম্পিটিশনে নামিয়ে দেওয়া বা বাইরে থাকা আত্মীয়স্বজনকে এই আমের সময়েই ডেকে পাঠানো---সে এক রাজকীয় আম্রবিলাস। (বলা বাহুল্য, প্রিয়তোষবাবুদের শখ পূরণে বাড়ির মহিলা মহল তখন আপত্তির কিছু খুঁজে পায়নি)।

মালদার আম বলতেই যাঁরা ফজলি, লক্ষ্মণভোগ, গোপালভোগ, হিমসাগর আর ল্যাংড়া বোঝেন, তাঁদের অজ্ঞতায় হাসেন প্রাচীন মালদাইয়া প্রিয়তোষবাবু। তাঁর নস্টালজিয়া বেয়ে উঠে আসে সারবতি, পিয়ারাফুলি, চম্পা, আরাজন্মা, বাতাসু, নবাবখাস, চৌরিয়া, আসুয়া, দিলসাজ----- এমন কত নাম! ষাট-সত্তরের দশকেও এদের দেখা যেত, পাওয়া যেত কলার আকারের 'কেলুয়া' আম। আজ সবটাই ইতিহাসের পাতায়। যে ইতিহাসে লেখা আছে মোগল সম্রাট বাবর-পুত্র হুমায়ুন গৌড় জয় করে শুধু আমের প্রেমেই এই অঞ্চলের নাম 'জান্নাতাবাদ' রেখেছিলেন। আর যেভাবে এখন প্রিয়তোষবাবু আম খাওয়াতে চান বাইরে থাকা শ্যালক-শ্যালিকা-দাদাদের, সেভাবেই মালদার বিধুশেখর শাস্ত্রী আমের পেটি পাঠাতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। আর উপরাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি বা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মালদার আম নিয়ে মুগ্ধতা তো সেদিনের!

শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দেওয়া আমই যে আজকের মালদার নিজস্ব গোপালভোগ সেকথা কে না জানে! কিন্তু রসিকজন তো আর গোপালভোগে সন্তুষ্ট হয় না, সে খোঁজে লাল রঙের গিরিয়া গোপালভোগ। পাকা নয়, যা নাকি খানিক পচিয়ে খেতে হত, আজকের ভাষায় যাকে বলে 'ডিকম্পোজড'। বাড়ির খাটের নীচে থরে থরে সাজিয়ে রাখা আমের মধ্যে কোনটা আজকে খেতে হবে, কোনগুলি দুইদিন পরে, এসবের জন্য কোনও বিশেষজ্ঞের ওপর কবে আর নির্ভর করল মালদার মানুষ!

প্রিয়তোষবাবুর আর পাঁচজন মালদাইয়ার মতোই উপেক্ষা আছে অন্য জায়গার প্রতি, বিশেষ করে বিষয় যদি আম হয়। সে কলকাতা হোক বা কৃষ্ণনগর। 'আরে ওরা তো মালদা স্টেশনে এসে আমসত্ত্বের নামে কুমড়োর মোরব্বা নিয়ে যায়! আমসত্ত্বের ওরা বোঝেটা কী?' এমন ধারণা আরও দৃঢ় হওয়ার পেছনে নাকি ছিল একদিন শিয়ালদা স্টেশনে নিজের কানে শোনা হকারের চিৎকার, 'মালদার ফজলি আমের আমসত্ত্ব'।

এরপর ষোলোর পাতায়

লিচু-কাঁঠাল-জামও কম কুলীন নয়

সুমনা ঘোষদস্তিদার

যাব ফের? কান মলি ভাই, চুরিতে আর যদি যাই...। এমন চুরি তো প্রতি বছর হয়, ঋতুতে ঋতুতে হয়। মালিভাই পাহারায় থাকলে ধরা পড়ে নির্ঘাত কিল, ঘুসি, চড় ভাগ্যে জোটে, আর ধরা না পড়লে বন্ধু মহলে সেদিনের জন্য সেই রাজা।

বলছি, লিচুর কথা, লিচু চুরির কথা। শাহি, দেহেরা দুন, কাল কাটিয়া, বোম্বাই কত যে তার ধরন, কত যে বরণ! কেউ মেদবহুল, কেউ ছিপছিপে, কারও ত্বক সিঁদুরে লাল, কেউ সামান্য ফিকে। গ্রীষ্মের তাপ আর আলো মেখে যখন লিচু, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, ফলসা ইত্যাদির ফলভারে নুয়ে পড়ে ডাল, রঙিন হয়ে ওঠে গাছ, তখন পাড়ার দস্যি ছেলেমেয়ের দল কি আর দূরে দূরে থাকতে পারে? কখনও লাঠি, কখনও ঢিল, কখনও গাছে চড়ে চলে ফল পাড়ার ধুম। গাছ থেকে পেড়ে ফল খাবার মজাই যে আলাদা সেকথা কে না জানে? তাছাড়া এ ফলের স্বল্প আয়ু, মাস দুয়েকই এদের দেখা মেলে, পরখ করা যায়, স্বাদ নেওয়া যায়। গ্রীষ্ম বিদায় নিলে আকুল হয়ে ডাকলেও এরা ফেরে না আর।

গ্রীষ্মে এইসব ফলেরা আসে। গাছের রং পালটায়, বাজারও ভরে ওঠে ফলে, লাগে রঙের ছোঁয়া। হরেকরকম ফল, তার হরেকরকম গন্ধ বাজারময়। কাঁঠালের গন্ধে কেউ নাক সিঁটকোয় আবার সেইজনই গোলাপজামে কামড় দেবার আগে নাকের কাছে ধরে বুক ভরে গোলাপের গন্ধ নেয়। কত সম্পর্কের সঙ্গে মিলে গেছে ফল, মিলিয়ে দিয়েছেন কবি। ''তরমুজ তোমার ঠাকুমা বুঝি/ কাঁঠাল তোর ঠাকুর্দা/গোলাপজাম তোর মাসতুতো ভাই/জামরুল তোমার বোনাই।'' সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতাই শুধু নয়, কবিরাও এই ফল নিয়ে কলম ধরেছেন কালে কালে।

ফেলে আসা শৈশবে, জামের রসে হাত রাঙিয়ে কত ছোট ছোট হাতের ছাপে ভরে উঠত খাতার পৃষ্ঠা, দাদুর সাদা ধুতি। রান্নাবাটি খেলার কড়াতেও চাটনি তৈরি হত জামের রসের সঙ্গে ইটের গুঁড়ো জলে গুলে। মাঝেমধ্যেই মা বাটিতে জামের মধ্যে লবণ দিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নরম তুলতুলে করে তুলতেন, মায়ের হাতের চুড়ি আর জামের ঝাঁকানো বিশেষ কায়দায় এক অদ্ভুত আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ত। জামের কালো শরীর লবণ মেখে একাকার, সে স্বাদ অনন্য। এছাড়া গোঁফে তেল নয়, হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভেঙে, চালনে ঘষে ঘষে ঘন রস বের করে, ঠাকুমার পাশে বসে কাঁসার জামবাটিতে মুড়ি ছিটিয়ে খাওয়া বা ডুবো তেলে কাঁঠালের বড়া ভাজা, অথবা বাজি ফেলে পুরো একটা কাঁঠাল খাওয়া। এসব ছবি কিছুটা ফিকেই হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

এ প্রজন্মের বাচ্চাদের ফলের প্রতি আগ্রহ কমেছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষেরা 'খালি পেটে জল ভরা পেটে ফল' এই বিশ্বাস থেকে সরে এসেছেন বহু আগেই। এখন ফল থাকছে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের মাঝে বা সময়ের বিশেষ হিসেব মাথায় রেখে, পুষ্টিবিদরাও এমনই নিদান দিচ্ছেন শোনা যায়। ফল খাওয়ার পরিমাণের হেরফেরও হচ্ছে ঋতু ভেদে, কী ফল খাচ্ছেন, কে খাচ্ছেন এবং সে ফলে ফাইবার, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজের মাত্রা হিসেব করে ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে তবেই নিশ্চিন্তে নাকি ফল খাওয়া যাবে।

এরপর ষোলোর পাতায়

ভারতে জাতীয় ফলের নাম রেজাল্ট

সুভান

ভারত— কোটি কোটি মানুষের দেশ, লক্ষ লক্ষ হোয়াটসঅ্যাপ ফরওয়ার্ডের দেশ, আমাদের দেশে ভাষা, সংস্কৃতি এবং আইপিএল টিমের প্রতি আনুগত্যে ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু একটি জিনিসে আমরা সবাই এক- আমরা ফলাফলের উপর অন্ধ বিশ্বাস রাখি। ধর্মের চেয়েও বেশি। এই দেশে কর্মবিশ্বাসী হও বলে কেউ জন্মায় না, জন্মেই বলে ফল কই।

এদেশে ভোটের ফলাফল নিয়ে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সাত মাস কথা বন্ধ হয়ে যায়। পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর কলহ লেগে যায়। চিকিৎসক অসুখ বোঝার আগেই রক্ত, মূত্র কিংবা ধাতুর ফলাফল জেনে নিতে চান। প্রেমের প্রস্তাবের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে আঠারোর ভবিষ্যৎ। ফুলসজ্জার রাতের ফলাফল থেকে বিবাহবিচ্ছেদের ফলাফল, কর্পোরেশনের পানীয় জল পানযোগ্য কি না সেই ফলাফল। বিরিয়ানির মাংসের টুকরো কতটা খাওয়ার উপযুক্ত সেই নমুনার ফলাফলের অপেক্ষায় থাকতে হয়। সব কিছুতেই ফলের অপেক্ষায় জেগে থাকা শুধু। নতুন ভারতে জাতীয় ফলের নাম রেজাল্ট। আমরা সবাই যেন একটা বিশাল থিয়েটারে বসে আছি, ঠিক যেমন স্যামুয়েল বেকেট-এর ওয়েটিং ফর গডো— অপেক্ষা করছি, আশা করছি, আর সান্ত্বনা দিচ্ছি নিজেকে 'সব ঠিক হয়ে যাবে' বলে।

জন্মের আগেই আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্ট-এর খেলা শুরু হয়ে যায়। নেহাত আইন আছে। তাই খেলাটা অত্যাচারে বদলে যায়নি। ভূমিষ্ঠ না হওয়া শিশুর জন্য ইতিমধ্যেই কোচিং সেন্টারের লিফলেট জমাতে শুরু করেছেন পিতা-মাতা। এই তো আর কিছুদিন পরেই নচিকেতার গান বেজে উঠবে, 'ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত অফিসার'। এখনও যে শিশু পেন্সিলই ধরতে শিখল না। তার এক এক করে আঁকার ক্লাস বন্ধ, নাচের ক্লাস বন্ধ, গানের কণ্ঠ রোধ করে কোন অলীক এক ফলাফলের অপেক্ষায় সার্কাসের রিং মাস্টার হয়ে ওঠে মা-বাবারা তবুও বলছে 'এত কিছু করছি তোর জন্য, আর এই হচ্ছে রেজাল্ট।'

দুই বছর বয়সেই শিশুকে পাঠানো হচ্ছে স্কুলে, যেখানে 'ইন্টারন্যাশনাল' শব্দটা স্কুলের নামেই থাকে, কিন্তু টিচারদের উচ্চারণে লেবু লজেন্সের গন্ধ। দেখতে দেখতে জীবনের সবচেয়ে বড় ফলাফলের বাজারে এসে পড়ে সেই লাখো লাখো দুধের শিশু। সদ্য গোঁফ আর লালপাড় শাড়ি কিংবা শর্ট স্কার্টের হাঁটু ছুঁয়ে উঁকি দিতে থাকে বোর্ড পরীক্ষা- সরি, জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা। এখানে স্টুডেন্ট নয়, রোবট তৈরি হয়। কোচিং সেন্টারগুলো হয়ে ওঠে তাদের 'আশ্রম'। এছাড়া সেরা ফলাফলের বাজারে প্রকাশনীগুলোই তখন প্রকাণ্ড এক ছায়া। বাড়িতে তখন সংকটকালীন অবস্থা : টিভি বন্ধ। মোবাইল সাইলেন্ট। গা ছমছম, কী হয় কী হয়... 'ভগবান বাবুর রেজাল্ট ভালো করিয়ে দাও। পল্টুর ছেলের থেকে যেন কম নম্বর না পায়।' ছেলে ওদিকে ঝিনটির সঙ্গে প্রথম চুমুর ফল ভাগ করে খাচ্ছে টিউশনের আড়ালে। তবে পরীক্ষার থেকেও ভয়ংকর দিন হল রেজাল্ট প্রকাশের দিন। জেলায় জেলায় একসঙ্গে গুগল সার্চ চলছে : এরপর সেই বহু প্রতীক্ষিত ফলাফল : ৯৫% পেলেও শুনতে হবে 'দেখ পল্টুর ছেলে তো ৯৭% পেয়েছে, আর তুই মোবাইল মোবাইল করে শেষ হয়ে গেলি।'

আর যারা কোনও রকমে পাশ করে বা ফেল, তাদের ভবিষ্যতের ফলাফল তো হাতে রেজাল্ট পেয়েই নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। আর হ্যাঁ, নিউজ চ্যানেলে টপারদের ইন্টারভিউ তো থাকবেই। "আমি ৪টায় উঠি, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করি না, দিনে ১০ ঘণ্টা পড়ি।" তারপর? মা-বাবারা ওয়াইফাই কেটে দেন, নেটফ্লিক্স অ্যাকাউন্ট ডিলিট করেন।

কিন্তু ফলের যে শেষ নেই প্রভু। প্রবেশিকা পরীক্ষার আড়ালে জাতীয় স্তরের কুমিররা লুকিয়ে থাকে জলে। মুখ হাঁ। স্থির। জেইই-নিট-ক্যাট ইঁদুর দৌড়ে অংশ নিতে হবে। কে হবে সেরার সেরা ইঁদুর। জীবনানন্দ কি এদের জন্যেই লিখে গেছিলেন ধরা যাক কয়েকটা ইঁদুর এবার... এখান পর্যন্ত এসে ছাত্র আর ছাত্র থাকে না। সব আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে ওঠে। বইয়ের সঙ্গে প্রেম, সোশ্যাল লাইফের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আর কোচিং ইনস্টিটিউটের বাইরের চা-ওয়ালাই তখন একমাত্র আত্মীয়। কাকা। সঙ্গে মোটা চশমায় ঝাপসা জীবন।

রেজাল্ট ব্যবস্থাই নতুন ভারতে নতুন জাতব্যবস্থা। আগের মতো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নয়, এখন : আইআইটি/আইআইএম হল আধুনিক ব্রাহ্মণ। সিএ বা আইএএস- রাজ পরিবার। চিকিৎসক উচ্চশ্রেণির মানুষ। কমার্স বণিক শ্রেণি। আর্টসের ছেলেমেয়েদের ঠিক শূদ্রের মতো ভাবা হয়। কবিও বলা যেতে পারে যদি বাংলা নিয়ে পড়ে। তাই রেজাল্ট মানেই সমাজে মর্যাদা, আত্মীয়দের দৃষ্টিতে সম্মান, আর বাবা-মায়ের হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে জ্বলজ্বল করে ওঠা নাম। আমার বাবু।

কিন্তু খেলা এখানেই শেষ নয় মশাই। সামনেই কর্মজীবনের রেজাল্ট-শেষ নাই এই দৌড়ের। কলেজ শেষ? ভেবেছিলে রেহাই পেলে? না ভাই। এইবার শুরু হল চাকরি থেকে স্যালারি প্যাকেজ প্রতিযোগিতা। বছরে ১২ লাখ? ভালো, কিন্তু পল্টুর ছেলে তো গুগলে ঢুকেছে।

এরপর আসে জীবনের আসল মহাপরীক্ষা।

ফলের যে শেষ নেই প্রভু। প্রবেশিকা পরীক্ষার আড়ালে জাতীয় স্তরের কুমিররা লুকিয়ে থাকে জলে। মুখ হাঁ। স্থির। জেইই-নিট-ক্যাট ইঁদুর দৌড়ে অংশ নিতে হবে। কে হবে সেরার সেরা ইঁদুর।

এরপর ষোলোর পাতায়

ছোটগল্প

বোধ

তমোনাশ দে সরকার

আঁকা : অভি

ভবা পাগলা। পাগলই বটে। সামান্য মিষ্টি হেসে কথা বলে বা এক কাপ চা-বিস্কুট খাইয়ে ওকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। পাড়ার সব ধরনের ইমার্জেন্সি কাজ। খটমটে কাজ সব। সবার জন্য সে আছে। এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মা-বাবার একসঙ্গে চলে যাওয়া সদ্য ক্লাস নাইনে ওঠা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া মেধাবী ছাত্র ভবেশ মিত্র। ভবা। দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় চিরতরে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে। পড়াশোনার ওখানেই ইতি। ওরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকত মালিক লাগোয়া একটা সিঙ্গল রুমে ওকে নিখরচায় আশ্রয় দিল। এই তল্লাটের সবাই ভবার সমব্যথী। দরদি। বাকরুদ্ধ হয়ে যাবার পর শুধু সারাক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চোখের চাহনিতে এক নিশ্চল বৈরাগ্য।

সেই সদ্য কিশোর ভবেশ এখন চল্লিশ ছুঁইছুঁই তরুণ। কিছুটা পিঙ্গল বর্ণ চুল-দাড়ি নীলাভ চোখ মিলে দীর্ঘদেহী মেদহীন টান টান চেহারার ভবাকে যিশু বলেও অনেকে ডাকে। সে ডাকেও সে সাড়া দেয়। সেই কিশোর বয়সেই অনেকের হার্টথ্রব হয়ে ওঠা ভবেশ মিত্তির এখনও বেশ আত্মসচেতন। নিস্পৃহ তার চাহনি। ভাবলেশহীন তার ভঙ্গি।

মহল্লার মানুষজন তার জামা-জুতো-প্যান্ট-টুপি সহ গুচ্ছের পোশাক-আশাক দেয় নিয়মিত। বাড়ির মালিকের কাজের মাসি ওর যত্নআত্তি করে। সারাদিন সে গোটা তল্লাটে চক্কর কাটে। গলিতে গলিতে তার বিচরণ। সন্ধের পর ফেরে। রাত একটু গভীর হলেই সে আবার পথে পথে। একটি রাতও সে ঘরে থাকতে পারে না। তখন এক আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে। এক ছুটে বাড়ির বাইরে চলে যায়। মুক্ত আকাশে চাঁদ-নক্ষত্রের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে। ক্লান্ত হয়ে এক সময় এর ওর বারান্দা নয়তো রাস্তার ধারে কারও গেটের সামনে ঘুমিয়ে পড়ে। কখনো-সখনো বাড়ির মালিকের ছেলেরা ওকে খুঁজেপেতে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজেদের বাড়ির বারান্দায় এনে একটা খাটিয়ায় শুইয়ে দেয়। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কিছুক্ষণ বাদেই স্ট্রিট লাইটের আলো আঁধারিতে দেখা যায় দীর্ঘদেহী যিশুর ছায়ামূর্তি।

এভাবেই কেটে গেল পঁচিশটি বর্ষা-শীত-ঝড়-জল গ্রীষ্মের দহন আর বসন্তের কূজন।

সেবার নোটবন্দির সময় এর ওর জন্যে ব্যাংকের লাইনে দাঁড়ানো-অনলাইন তখন সেভাবে চালু হয়নি। রিজার্ভেশন কাউন্টারে অন্যের জন্যে তৎকাল টিকিটের লাইনে দাঁড়ানো-শেষ রাতে গিয়ে-ভোটার আইডি এসব হারিয়ে গেলে থানার জন্যে ইংরেজিতে ডায়েরি লিখে দেওয়া-হাসপাতালে জেনারেল পেশেন্টের জন্যে লাইন ধরে রাখা-অন্যের জন্যে র‍্যাশনের লাইনে দাঁড়ানো এসব নিত্যই করে চলে ভবা। মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। না হাসি না বেদনা। নির্বিকার। তখন নেট চালু হয়নি সেভাবে। ফেসবুকটুক এসব আসেনি। কত দুরুদুরু বুক হাতের তালু ঘেমে ওঠা কিশোরীর ভীরু অনুরোধে জায়গা মতো চিরকুট পৌঁছে দিয়েছে গার্জেনদের চোখ এড়িয়ে। জবাবও এনে দিয়েছে সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় ভবা পাগলা।

পাগলা নামটি আদরের ডাক। “পাগলা” ডাকেও সে সাড়া দেয়। “যিশু” ডাকেও তার আপত্তি নেই। চোখ-মুখ প্রতিক্রিয়াহীন তার।

বছর দুয়েক আগের ঘটনা। ওয়েদার খুব খারাপ ঘনঘন বাজ পড়ছে। থেকে থেকেই ঝেঁপে বৃষ্টি হচ্ছে। কোনও বারান্দা আর শুকনো নেই আশপাশে। তাহলে আজ ভবা কোথায় তার রাতের আশ্রয় খুঁজে নেবে। বেশিরভাগ বাড়ির তা আবার বাগানঘেরা বন্ধ গেট। আজ রাতে ভবার নিরাশ্রয় অবস্থার কথা ভেবে এই বিদ্যুৎ-চমক ঝড়ো দুর্যোগের মধ্যেই বাড়ি মালিকের দুই ছেলে বের হল ভবাকে খুঁজতে। ভবাদা ভবাদা ডাকে কোনও সাড়া নেই! বাকরুদ্ধ হলেও কানে তো রীতিমতো শুনতে পায় সে। তবে আজ গেল কোথায় সে! দুই ভাই হতাশ হয়ে দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এল ঘরে। ওদের মা-বাবাও নিদ্রাহীন শুয়ে রইলেন। ভবাকে তাঁরা নিজের সন্তানদের চেয়ে কোনও অংশেই কম ভাবতে পারেন না। আকৈশোর এই অনাথ মানুষটির প্রতি মায়াটা একটু বেশিই যেন। তাঁদের চোখের সামনেই দুরন্ত মেধাবী কন্দর্পকান্ত ছেলেটির শৈশব থেকে বেড়ে ওঠার সময়কাল।

লাস্ট লোকাল চলে গেল। স্টেশনের দিক থেকে আসা রাস্তার শেষ যাত্রীটির পদশব্দ দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল এই দুর্যোগের রাতে। হঠাৎ লোডশেডিং! ঝপ করে চারদিক অন্ধকার। শুধু মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক। ঠিক তখনই ওরা দুজনা মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে জাপটে ধরে নিয়ে আসছে স্টেশনের দিক থেকে। গোঁ-গোঁ শব্দ। মুখবাঁধা মেয়েটির। পেছন পেছন আরও একজন ছেলে। গ্যারাজের ধার ঘেঁষে বড় গাছটার নীচটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। ওখানে মেয়েটাকে সটান শুইয়ে দিল ওরা। ভিজে সপসপে ওদের সবার কাপড়-জামা। আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়াবার অসহায় কিশোরীটি। দুজন ওর দুটো হাত চেপে ধরল। তৃতীয় ছেলেটি মেয়েটির প্যান্টি টেনে নামিয়ে খুলে নিল। নিজে প্রস্তুত হল কোমরের বেল্ট ঢিলে করে। ছেলেটি সবে নিজের প্যান্টের চেনটা নীচে টেনেছে ঠিক তখনই অশরীরী এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব! নিঃশব্দে একেবারে সরীসৃপ সতর্কতায়। বিদ্যুতের ঝলকানিতে এক ভয়ংকর ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

হাত দুটো চেপে ধরে থাকা ছেলে দুটো উঠে দৌড়! অঝোরে তখনও চলছে বৃষ্টি। এবার হাঁটু গেড়ে বসে থাকা ছেলেটা উঠে দাঁড়াতেই ওর প্যান্ট টেনে ধরল ছায়ামূর্তি। কোনওক্রমে টেনেহিঁচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে সেও দৌড় লাগাল। ছায়ামূর্তি যিশুর শক্ত মুঠোয় ধরা রইল তার বেল্ট সহ প্যান্টখানা।

মুখের বাঁধন খুলে দিতেই কিশোরীটি কেঁদে উঠল ভবা কাকু ভবা কাকু! আমাকে বাঁচাও কাকু! ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের ঝলকানি। সেই দুর্যোগের মাঝরাতেই রেললাইন পাশের ঝোপড়পট্টিতে থাকা আক্রান্ত কিশোরীকে থানায় নিয়ে গিয়ে ভবা নিজেই ডায়েরি লিখল। ডিউটিরত পুলিশ অফিসার ওকে বিলক্ষণ চেনেন। নতুন বদলি হয়ে আসা সব অফিসারই বিদায়ি অফিসারের মুখ থেকে তল্লাটের হালহকিকত সবকিছু জেনেবুঝে নেওয়ার সময় ভবার কথাও জানতে পারেন অবধারিতভাবে। অকুতোভয়, বাকশক্তিরহিত, অমিত শক্তিশালী, মাতৃপিতৃহীন পরোপকারী এই জনপ্রিয় সুদর্শন তরুণটির কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে।

অফিসার সংক্ষিপ্ত অভিযোগটি পড়লেন। কেস ডায়েরি সাজানোর অভ্রান্ত সাক্ষী ভবা নিজে আর সাবুদ হল ছেলেটির প্যান্ট, পার্স ও মোবাইল।

এল অতিমারি। করোনা। সঙ্গে এল কড়া লকডাউন। এল শিথিল লকডাউন। এলোমেলো হয়ে গেল সব রুটিন। আতঙ্কের এখন অন্য নাম জীবন। এই সময় আরও অপরিহার্য হয়ে উঠল ভবা পাগলা। গুচ্ছের মাস্ক, গ্লাভস আর দামি দামি পিপিইতে ভরে উঠল ভবার ভাণ্ডার। সেসব পরে নিয়ে দিন-রাত ভবা টহল দিতে থাকে মহল্লা। পুলিশ ওকে ঘাঁটায় না সবাই জানে।

মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস, পিপিই পোশাকে ঢাকা তল্লাটের যিশু নতুন রূপে সারাদিন এমনকি বেশ রাত পর্যন্তও এই দোকান সেই দোকান বাজারে টুকটাক কেনাকাটা করে তল্লাটে সবার ব্যাগ নিয়ে হাটবাজার করছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসছে।

ক'দিন থেকেই লক্ষ করছে। একটা সতর্ক ফিশফাশ। একতলা বাড়িটার পশ্চিমধারে কোনার ঘরটা অন্ধকার। জানলা বন্ধ। বাড়ির সামনে বাঁশের রেলিং দিয়ে ঘেরা। একদিন জনাকয়েক মাতব্বর এসে শাসিয়ে গেল। আপনারা কেউ বাড়ি থেকে বেরোবেন না। বারান্দায় কেউ বেরোলেই পাশের ক্লাবের ছেলেরা রে-রে করে তেড়ে আসে। সেদিন ভবা বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বাঁশের রেলিং ডিঙিয়ে কোনার বন্ধ জানলাটায় টোকা দিল। জানলা খুলে গেল। ভবা কথা বলতে পারে না কিন্তু শ্রবণশক্তি, চোখের প্রখর দৃষ্টি অটুট। ও দেখে, বাড়ির বুড়ো দাদু খাট থেকে নেমে কোনও ক্রমে জানলার কাছে এলেন। বললেন আমরা বাড়িতে পাঁচ-পাঁচটা প্রাণী উপোস দিচ্ছি। চাল-ডাল-আনাজ কিচ্ছুটি নেই। ভবা তুমি আমাদের বাঁচাও। আমার করোনা হয়নি। পুরোনো হাঁপের টান। একটু জ্বর হয়েছিল মাঝে। ওরা এসে আমাদের বয়কটের নিদান দিয়ে গেল।

কিশোরীর “অপহরণ আর ধর্ষণের চেষ্টা” কেসটার আইও ছিলেন মেজোবাবু। সদ্য এই থানায় এসেছেন তখন। নানা দিক থেকে চাপ ছিল কেসটাকে সালিশি করে মিটিয়ে নেওয়ার। তাছাড়া অভিযুক্ত ওই তিনজনের একজনের বাবা বিশাল ধনী।

ভবা প্রথমে বাঁশ খুলল। বারান্দায় উঠে এল। বাড়ির লোকজন সবাই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। প্রতিবেশী ঘরগুলো থেকে দুই-তিনজনা জড়ো হল। বাড়ির বৌমা বলল, আমাদের পুরোনো ডাক্তার এসেছিল, চেকআপ করে বলেছে ওয়েদার চেঞ্জের জন্য জ্বর। করোনার সিম্পটম নেই।

এরই মাঝে ক্লাবের জনাকয়েক জুনিয়ার ছেলে উঠে এল বারান্দায়। আপনারা সবাই ভেতরে যান। এক্ষুনি ভেতরে যান! আর ভবাদা তুমি এই বাঁশগুলো খুললে কেন! বলে হম্বিতম্বি করতে লাগল। জটলা দেখে থানার সেকেন্ড অফিসার জিপটাকে ঘোরালেন। কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল বারান্দায় পিঙ্গল চুল-দাড়ি সবার চেয়ে মাথায় উঁচু চেহারাটাকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক গিয়ার। ভবার মুখোমুখি হওয়া যাবে না এখন।

ঝোপড়পট্টির সেই কিশোরীর “অপহরণ আর ধর্ষণের চেষ্টা” কেসটার আইও ছিলেন মেজোবাবু। সদ্য এই থানায় এসেছেন তখন। নানা দিক থেকে চাপ ছিল কেসটাকে সালিশি করে মিটিয়ে নেওয়ার। তাছাড়া অভিযুক্ত ওই তিনজনের একজনের বাবা বিশাল ধনী আর প্রচুর প্রতিপত্তি তার। নানা টালবাহানা করে একটা দুর্বল চার্জশিট তৈরি করে আদালতে ধমক খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হন আইও সাহেব। সেকেন্ডারি চার্জশিট দাখিল করতে হয়। সাক্ষী ভবাকে একদিন থানায় ডাকিয়ে এনেছিলেন। কথায় কথায় ওকেও ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছিলেন নরমে-গরমে।

ভবার নীলাভ চোখের স্থির দৃষ্টির সামনে কথা আর এগিয়ে নিতে ভরসা পাননি। ভবা টিআই প্যারেডে তিনজন অভিযুক্তকেই শনাক্ত করল।

লোয়ার কোর্টে তিনজনের সাজা হয় চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। হায়ার কোর্টও সাজা বহাল রাখে। থানার বড়বাবু বদলি হয়ে যাবার আগে মেজোবাবুকে ডেকে সাবধান করে বলেছিলেন- দেখবেন যিশুর মুখোমুখি হবেন না যেন। ও কিন্তু পুলিশের গাড়ি পোশাক রাইফেল বন্দুক টন্দুক কিছুই তোয়াক্কা করবে না আর ও কিছু করে বসলে এই তল্লাটে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার কোনও লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সেবার কিশোরীটির ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ঝোপড়পট্টির লোকজন আর দলমতনির্বিশেষে নাগরিক সমাজ বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এলাকায়। যিশু ছিল সর্বাগ্রে। মেজোবাবুর কাছে খবর ছিল ওই বাড়ির সামনে বাঁশ বেঁধে ঘেরা দেওয়া হয়েছে করোনা সংক্রামিত এই সন্দেহে। ক্লাবের ছেলেরা এটা করছে। যা দিনকাল ক্লাবকে চটাবার সাহস থানা দেখাতে পারেনি।

খবর পেয়ে ক্লাবের একজন সিনিয়ার মাতব্বর ছুটে এল বাইক নিয়ে। ভবারই সমবয়সি। এসেই সবাইকে ধমকাতে শুরু করল। ওর পেছনে বসে আসা ছেলেটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সকালসকাল ছাইপাঁশ গিলে এসেছে। প্রতিবেশী যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের দিকে তেড়ে গেল। আপনারা কেন এসেছেন! যান যার যার বাড়ি যান।

প্রতিবেশীদের একজন বলল, ডাক্তার বলেছে ওঁর করোনা হয়নি আমরা সবাই শুনেছি। এরা তো না খেতে পেয়ে মরে যাবে যে।

যেই না একথা বলা ক্লাবের ছেলেরা সেই বয়স্ক ভদ্রলোকটিকে এই মারে তো সেই মারে। বাড়ির বৌমা একটু সাহস সঞ্চয় করে বলল ওরা বলেছে ফেরিওয়ালাদের থেকেও কিছু নিতে পারব না। ওদের কিছু হাতে ধরে দিলে বাজারপাতি করে দেবে ওরাই...। কথা শেষ হল না। দাদুর বৌমাকে সপাটে চড় কষাল সেই মাতব্বরের সঙ্গে আসা মস্তানটি। মুখ দিয়ে তার মদের গন্ধ।

ভবা পাগলা দু'হাতে দুজনকে ধরে গলা চেপে ধরল। গলা ছেড়ে দিয়ে ঘুসির পর ঘুসি। মুহূর্তে ক্লাবের বাদবাকি সদস্যরা সব হাওয়া। ওই দুজন তখন ভবার পায়ে ধরার শক্তিটাও হারিয়েছে... ভবা ইশারায় টাকা আর বাজারের থলে চাইল বাড়ির লোকেদের কাছে।

তল্লাটের যিশুর পরনে তখনও পিপিই হাতে গ্লাভস, মুখে মাস্ক। মাথায় ফেল্ট ক্যাপ। পা-এ ভারী বুট।

গলিতে গলিতে তার বিচরণ। সন্ধের পর ফেরে। রাত একটু গভীর হলেই সে আবার পথে পথে। একটি রাতও সে ঘরে থাকতে পারে না। তখন এক আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে। এক ছুটে বাড়ির বাইরে চলে যায়। মুক্ত আকাশে চাঁদ-নক্ষত্রের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে। ক্লান্ত হয়ে এক সময় এর ওর বারান্দা নয়তো রাস্তার ধারে কারও গেটের সামনে ঘুমিয়ে পড়ে।

সুগার বলে খাব না আম?

পনেরোর পাতার পর

লোকে নাকি সেটাই হামলে পড়ে কিনছে! আরে খোঁজ নিয়েছিস মূর্খের দল, ফজলি দিয়ে কখনও আমসত্ত্ব হয়? তেমনই প্রিয়তোষবাবুর দুর্বলতা ক্ষীরসাপাতিকে নিয়ে। তাঁর কথায়, ‘কলকাতার হিমসাগর কখনও আমাদের ক্ষীরসাপাতি হয়? ওরা আসল ক্ষীরসাপাতি পায়নি বলেই হিমসাগরকে নিয়ে নাচানাচি করে!’ রোমান্টিক নামের বহরে নাকি স্বাদও পালটে যায়! সত্যি? অস্বীকার করেন না আধুনিক আম গবেষক কমলকৃষ্ণ দাসও,--‘দেখতে প্রায় একইরকম হলেও, খুব খুঁটিয়ে দেখলে মালদার ক্ষীরসাপাতি’র ওপর হালকা সাদা স্পট নজরে পড়বে। স্বাদের ক্ষেত্রেও তারতম্য আছে, কারণ, ক্ষীরসাপাতিতে ডেক্সট্রোজের পরিমাণ সামান্য হলেও বেশি।’

এসব সূক্ষ্মতায় মন দিয়ে কাজ নেই, প্রিয়তোষবাবুদের জন্য জিভ-ই যথেষ্ট। এখন সেই জিভটাতেই লাগাম পরাতে হচ্ছে। রক্তে শর্করা বেড়েছে যে! বাজারে গিয়ে দ্যাখেন ল্যাংড়াগুলি চেয়ে আছে, ভ্রূ পল্লবে ডাক দিয়ে যায় আম্রপালি, উঁকি মারে রাখালভোগ--- কিন্তু কী আর করা! ব্লাড সুগারের সঙ্গে নাকি অহিনকুল সম্পর্ক। কী যে বোঝেন আজকের ডাক্তাররা, মরশুমের ফলে কোনও ক্ষতি হতে পারে? দুঃখে কাতর হন প্রিয়তোষবাবু। সে ছিল জামাইষষ্ঠীর পাতে আমের বউনি, তারপর কয়েক মাস ধরে সকালে-বিকালে-রাত্রে শুধুই আম। নিজের খাওয়ায় বিধিনিষেধ কিছুটা পোষানো যেত অন্যদের খাইয়ে। সে গুড়েও বালি, ছেলেপিলেরা আজকাল আম খেতেই চায় না। বাজারে উপচে পড়া এত এত আম খাবে কে? মানুষগুলির হাতে দুটো পয়সাই বা আসবে কোথা থেকে? আফসোস শুধু এই আম রসিকদেরই নয়, বিশেষজ্ঞ কমলবাবুদেরও। যাঁরা হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়ান আম নিয়ে ভেবে ভেবে। আর ঘুরতে গিয়েই দেখেছেন, মালদার আমের চাহিদা সর্বত্র। ‘শুধু আমরাই প্রস্তুত হতে পারলাম না। হিমাচলপ্রদেশে আপেল চাষ যেমন ভোটের ইস্যু হয়, এখানে তেমন হয় না। নইলে এত বছরে তন্তুজ, বনজ, চর্মজ’র মতো একটা আম্রজ করা গেল না এ রাজ্যে?’ এমনকি দুয়োরানি হয়ে পড়ে থাকা আশ্বিনা আমও যে শুধু আচারের জন্যই ভারতসেরা, তা জানতে পারল মালদার মানুষ? প্রিয়তোষবাবুকে চেনেন না। কিন্তু দাস সাহেবের জানা আছে, সারা বিশ্বেই এখন ব্লাড সুগারের বাড়বাড়ন্ত। সেক্ষেত্রে লক্ষ্মণভোগ যে চাহিদার তুঙ্গে থাকতে পারে, যার রূপ তুলনাহীন অথচ মিষ্টত্ব কম, কেউ ভাবল সেকথা? সুগার ফ্রি মিষ্টির চাহিদা দেখেও বোঝে না সরকার? জিআই স্বীকৃতি পাওয়া আমাদের হতচ্ছেদ্দার ‘লখনা’ যে এমন জাতে উঠে যাবে, প্রিয়তোষবাবুরাও কি ভেবেছিলেন!

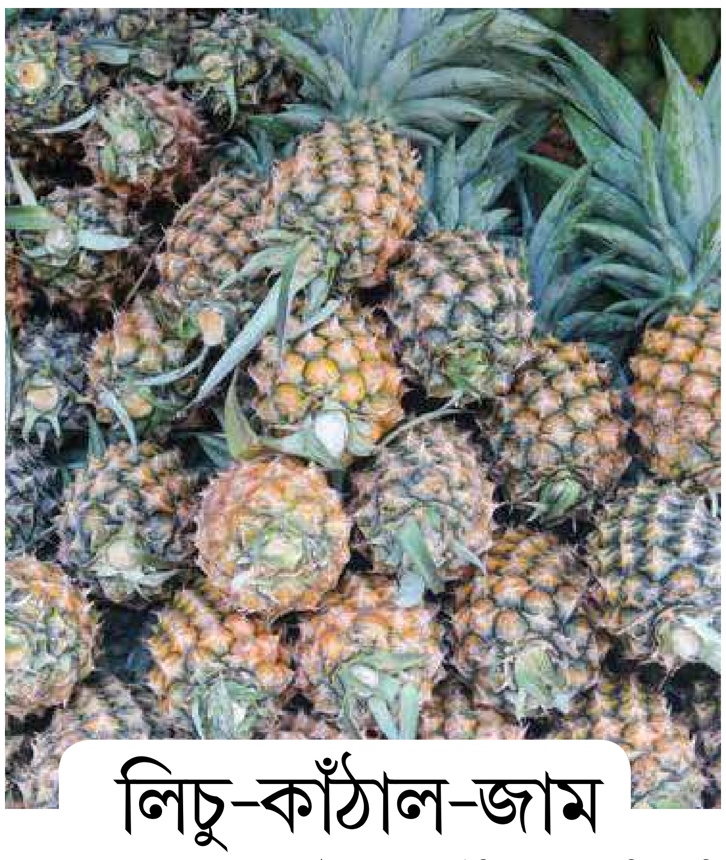

লিচু-কাঁঠাল-জাম

পনেরোর পাতার পর

কিন্তু এই গরমে যখন জামাকাপড় ভিজে যাচ্ছে ঘামে, হাঁসফাঁস করছেন মানুষ, খুঁজে চলছেন প্রাণ জুড়োনোর মতো একটু শীতলতা বা শীতল পানীয়, তখন ঘন লাল তরমুজের রসে এক টুকরো বরফ ফেলে সেই রস গলায় ঢেলে বুকজোড়া তৃষা এবং তপ্ত শরীর জুড়োনোই যায়, তবে ফুটিফাটা রোদে আরও এক অখ্যাত ফলের নামও যুক্ত করতে পারি আমাদের পরিচিত ফল বাহারে। ফলসা। যার দেখা এই উষ্ণ দিনেই মেলে। এ ফল শরীর ঠান্ডা রাখে, প্রদাহ কমায়, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং পেটের সমস্যায়ও ফলপ্রসূ বলে জানা যায়। তাই আপনার খাবার টেবিলের ফলের রেকাবি রংবাহারি মরশুমি ফলে সেজে উঠুক, অতিথি আপ্যায়নে এই গরমে চাইনিজ বা মোগলাই খানা সরিয়ে ফ্রুট স্যালাড, জুস, স্মুদি, পুডিং, কেক, আইসক্রিম এবং রকমারি ফল দিয়ে তৈরি মিষ্টি থাকুক। যে ক্ষণিকের অতিথি, যা পাবার জন্য আকুলিবিকুলি করলেও সে আর দেখা দেবে না, সে ফল থাকতে থাকতেই তাকে আঁকড়ে ধরুন। এই ঋতুতেই তার গন্ধ নিন, স্বাদ নিন, একটু নয় বেহিসেবিই হলেন। যে ফলের রস ত্বকে মেখে ঝকঝকে হয়ে ওঠা যায়, জেনে নিন, মাখুন, জেল্লা বাড়ান। গ্রীষ্মেও রঙিন থাকুন, নামী-অনামী সব ফলেরই সঙ্গে থাকুন।

জাতীয় ফলের নাম রেজাল্ট

পনেরোর পাতার পর

যে পরীক্ষায় বেশির ভাগ মানুষ ডাহা ফেল করে। শুভপরিণয়। কিন্তু পরিণয় শুভ হল নাকি তার ফলাফল পেতে একটা জীবন চলে যায়। তবুও বিয়ের আগে শুনতে হবেই কনে কত নম্বর পেয়ে পাশ করেছে? এই বাজারে বৌ পেতে হলে পুরুষদেরও মিনিমাম স্কোর দরকার— আইআইটি + ইউএস + ৬’, নিজের ফ্ল্যাট। নেতা-মন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীর ডান হাত হলে যদিও রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু দই-পান্তা পছন্দ হলে ফলাফল শূন্য।

কিন্তু এত কিছুর পরেও গডো আসবে না- তবু অপেক্ষা থাকবে। সামুয়েল বেকেট-এর নাটক ওয়েটিং ফর গডো-তে যেমন গডো কোনওদিন আসে না, তেমনই আমাদের জীবনের সেই ‘আসল রেজাল্ট বা ফলাফলও অনেক সময় আসে না। আমরা সবসময় ভাবি— এবার যদি রেজাল্টটা কিংবা ফল ভালো হয়, তাহলে আমি সুখী হব।’ কিন্তু তারপরেই আরেকটা রেজাল্টের অপেক্ষা শুরু হয়। আরও আরও পল্টু এসে ঢুকে পড়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাথায়।

এভাবেই আমরা সারাজীবন একটা প্রমোশনের জন্য, একটা ভালো সম্পর্কের জন্য, একটা সন্তুষ্ট জীবনের ফলের অপেক্ষা করি। ফকিরের তাবিজ তবু কাজ করে না। শুধু পরীক্ষার আগে কুল খেয়েছে বলে বাংলায় আজও এত ছেলেমেয়ে বেকার। সিপিএম, তৃণমূল একাই দায়ী নয়। এই যেমন এসএসসি’র ফলেও জল মিশে গেছে এখন। বিকাশবাবু বিকাশ ভবনের বাইরে কোর্টের রায়ের ফলের ঝুড়ি নিয়ে ঘুরছেন হয়তো। কিংবা মসজিদের নীচে শিব শুয়ে আছে কিনা তার ফলাফল জানার জন্য বসে আছে একটি বিশেষ দল, শুধু ফলের আশা আর ফল।

একটা রেজাল্টই সব ঠিক করে দিতে পারে কি? আসল রেজাল্ট হচ্ছে : নিজেকে মেনে নেওয়া, নিজের পথ খুঁজে নেওয়া, আর আত্মীয়দের বলার সাহস থাকা : কর্ম করে যেতে চাই ফলের আশা করি না।

ছোটগল্প

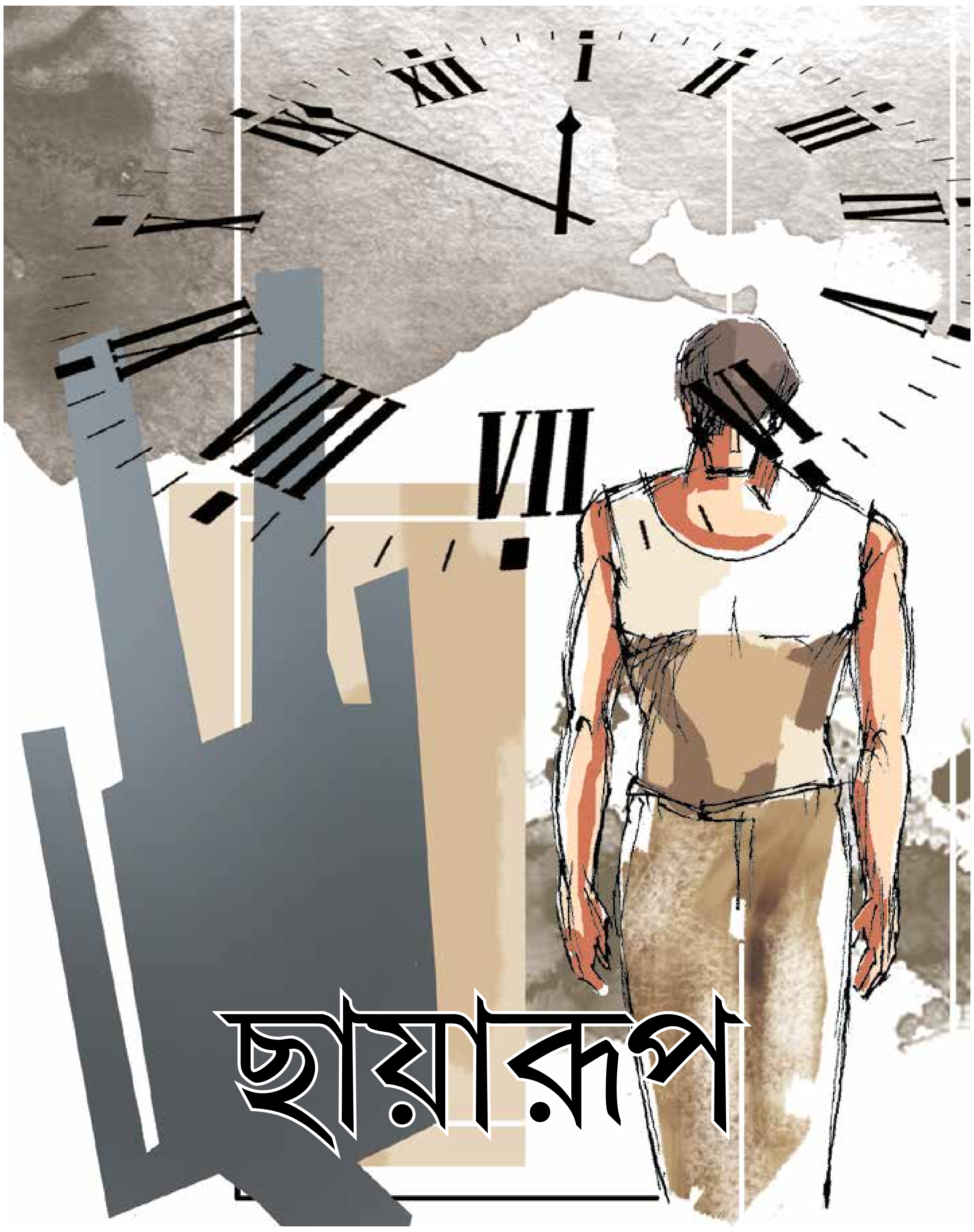

ছায়ারূপ

সুনন্দ অধিকারী
আঁকা : অভি

অর্কর মতে তাজমহল আকাশ থেকে পড়েনি। তার বিশ্বাস এর একটা পরম্পরা আছে। সেটা সম্রাটের বংশ ইতিহাস। ‘বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে’।

ঘষাকাচ। সেই কাচের ওপর গাছের ছায়াটা পড়ছে। তাই বলে সবসময় পড়ে আছে। তা নয়। সম্পূর্ণটাও যে আছে। তা-ও নয়। একটা নির্দিষ্ট গতিতে বাতাস বইলে তবেই গাছটার আংশিক ছায়া এসে পড়ছে কাচটার ওপর।

ঘড়িতে রাত বারোটা বাজতে এখনও মিনিট কুড়ি বাকি। মানে আর কুড়ি মিনিট পর— ছোট ও বড় কাঁটা দুটো পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেই ক্যালেন্ডার থেকে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে আরও একটা দিন। যে যত ক্ষমতাশালীই হোক, যাবতীয় প্রযুক্তি তার হস্তগত থাকুক, এমনকি পৃথিবী শাসনের ক্ষমতাধারী হলেও হাজার ইচ্ছে থাকলেও তখন আর সে ফিরে যেতে পারবে না আজকের দিনটায়। বাকিটুকুতে যা ঘটবে। সেটাই চিরকালের ঘটনা হয়ে থেকে যাবে মহাকালের পটে!

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত জানলাটা খোলা ছিল। দক্ষিণের জানলা। ভারী সুন্দর হাওয়া ঢোকে সেখান দিয়ে। তাই খুব প্রয়োজন না পড়লে। শোয়ার আগে পর্যন্ত সেটা খুলে রাখে অর্কদীপ। একেবারে সব কাজ সেরে জানলাটা বন্ধ করে এসি অন করে দেয় ঘরের। তারপর নিজেও শুয়ে পড়ে। নতুন শহরের পনেরো তলার এই ফ্ল্যাটে সাধারণত বাতাসের ঘাটতি হয় না কখনও।

আজও অন্যদিনের মতো একই পরিকল্পনা ছিল অর্কর। প্রতিদিন ডিনারের পর সে আধ ঘণ্টা মতো টিভি দেখে। প্রথমে খবর। তারপর কোনও বা খেলার লাইভ অথবা হাইলাইট। ফুটবল হতে পারে। ক্রিকেট হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আজ খবর শেষে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাল যে, আগামী এক ঘণ্টার ভেতর উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সহ হাওড়া, হুগলি ইত্যাদি জেলাগুলোতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

খবরটা শুনল অর্কদীপ। কিন্তু কোনওরকম কোনও প্রতিক্রিয়া হল না তার। অন্যদিনের মতো আজও রিমোট হাতে স্পোর্টস চ্যানেলগুলো সার্ফ করতে লাগল। কিন্তু একটাও পছন্দ হচ্ছে না আজ। তাই থিতুও হতে পারছে না। ইতিমধ্যে সময়ের আগে ঠান্ডা বাতাস ঢুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গেল তাকে।

এবার টনক নড়ল অর্কর। না। আর রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। এমনি দিনেও এত উঁচুতে বাতাসের গতিবেগ বেশি থাকে। পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার গতিবেগটাই বেড়ে তাই পঞ্চান্ন-পঁয়ষট্টি অবধি পৌঁছে যাওয়া এমন কোনও ব্যাপার নয় এখানে। সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে অর্ক। তার আগে অবশ্য রিমোটের বাহাদুরিতে বন্ধ হয়ে গেছে টিভি। এবার প্লাগপয়েন্ট থেকেও ডিকানেক্ট করে তাকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় দক্ষিণের জানলাটার দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ হল ঘড়ির কাঁটা দুটো পরস্পরকে আলিঙ্গন করার পর। আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তারা। একজন এগিয়ে গেছে অপরজনকে পিছনে ফেলে। অর্কও ঘরের ডিমলাইট জ্বালিয়ে এসি অন করে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু আজ কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারছে না সে। ইতিমধ্যে হাওয়ার গতিবেগও বেড়েছে।

যখনই সে চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছে, তখনই তার মনে হচ্ছে আর একবার তাকানো যাক জানলার দিকে। এই শেষবার। তারপরই ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু যতবারই দৃষ্টি পড়ছে। ততবারই সেই ঘষাকাচের ওপর ফুটে উঠছে একই দৃশ্য!

গাছটার অংশত ছায়া এসে পড়ছে কাচের ওপর। হাওয়ার প্রাবল্যের তারতম্যে এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখানে বিষয় হল সেই ছায়া তৈরি করছে একটা বিশেষ আদল বা মুখাবয়ব! কিছুক্ষণ থাকার পর মিলিয়ে যাচ্ছে সে। আবার ফিরে আসছে নির্দিষ্ট একটা সময় অন্তর একই চেহারা নিয়ে। বারবার যেন উপস্থিতি জানান দিতে চাইছে নিজের। পরীক্ষা নিতে চাইছে অর্কর। সে কি চিনতে পারছে মানুষটা কে?

একবার।

দু'বার।

আবার।

পরপর তিনবার একই দৃশ্য দেখার পর বিদ্যুৎ খেলে যায় অর্কর মাথায়! আরে! এ মুখ তো তার চেনা। আজ কতবছর হয়ে গেল অর্ক তাকে দেখছে। ঘর করছে তার সঙ্গে। ফিরে এসে সেবার কত না গল্পও হয়েছিল তাকে নিয়ে। তিনি আর কেউ নন। সম্রাট শাহজাহান। তবে...।

না। তিনি ভারত অধীশ্বর সম্রাট শাহজাহান নন। আগ্রা দুর্গে বন্দি। বৃদ্ধ বিষাদগ্রস্ত প্রিয়ার সঙ্গে মিলনাধীর প্রিয়ারই সমাধির দিকে অপলক চেয়ে থাকা— মৃত্যুআগ্রহী একজন অতি সাধারণ মানুষ! তাঁর পায়ের কাছে তাঁরই প্রিয় কন্যা জাহানারা। আর এই সমস্তটাকে ঘিরে রেখেছে এক বিষাদবিধুর ম্লান জ্যোৎস্না! শেষেরটা অবশ্য অর্কর নিজস্ব সংযোজন। মনের মাধুরী মেশানো কল্পনা! আর এই সব মিলিয়েই অমর হয়ে আছে ছবিটা! ছবির স্রষ্টাও তো সেদিন নিজের কন্যার মৃত্যুশোকে মুহ্যমান!

আবার জানলার দিকে তাকায় অর্ক। না। এই মুহূর্তে আর কোনও ছায়ারূপ চোখে পড়ছে না জানলায়। যেন তাঁকে নিয়ে। তাঁর সৃষ্টি নিয়ে ভাববার একটু সময় দেওয়া হল অর্ককে। আর সেই ফাঁকেই অর্কর মনে পড়ে গেল শ্রীময়ীকে সঙ্গে নিয়ে তার তাজমহল দেখার গল্প। তবে সেদিন শ্রীময়ীর চেয়েও মুখ্য হয়ে উঠেছিল তাজমহল। শ্রীময়ীর মনেও কি তারই পুনরাবৃত্তি হয়নি?

পূর্ণিমার রাতে তাজ দেখায় তখনও আগল পড়েনি। আজকের মতো এতটা নিষ্ঠুরও হয়ে ওঠেনি পৃথিবী। শ্রীময়ী তো বটেই। এমনকি অর্করও সেই প্রথম তাজমহল দেখা। এক সদ্য বিবাহিত দম্পতি চাঁদের আলোয় দর্শন করছে তাজ। তাই কি? নাকি সেদিন স্বর্গের আগের স্টেশনে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর অধিকার পেয়েছিল তারা!

সেই দর্শনের পর বেশ কিছুক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল ওরা! হোটেলে ফিরে আসার পর তাজমহল নিয়ে প্রশ্নে শ্রীময়ী ব্যতিবস্ত করে তুলেছিল অর্ককে। ওরা হোটেলের যে ঘরটায় ছিল। তার বারান্দায় বসলে তাজমহল দেখা যায়। তাই ফিরে এসে ডিনারের পর সেই বারান্দায় বসে। হালকা হুইস্কি সিপ করতে করতে তাজমহল নিয়ে নিজের যাবতীয় জ্ঞান অর্ক উগরে দিয়েছিল শ্রীময়ীকে।

অর্কর মতে তাজমহল আকাশ থেকে পড়েনি। তার বিশ্বাস এর একটা পরম্পরা আছে। সেটা সম্রাটের বংশ ইতিহাস।

‘বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে’।

বাবর উপহার দিয়েছিলেন সেন্ট অগাস্টিন ও রুশোর মতো কনফেশনস। সঙ্গে গিবন ও নিউটনের মেমোয়ার্স সমকক্ষ আত্মচরিত। আর বাগান। আকবর দিলেন ফতেপুর সিক্রি, লালকেল্লা এবং অবশ্যই দীন-ই-ইলাহি। জাহাঙ্গীরও তাঁর আত্মচরিত। আবার তাঁরই উৎসাহ ও নির্দেশ এবং স্বতোৎসারিত আগ্রহে শিল্পীর আঁকা ভারতের জীবজন্তুর অ্যালবাম। ইচ্ছে ছিল শাহজাহানেরও। উপহারের সংখ্যা হবে দুই।

ভালোবাসার প্রতীক মমতাজ। তাই তার সমাধির রং সাদা। নিজেরটা মুখোমুখি। যমুনার অপর পার মেহতাবাগে। তবে তার রং কালো। কেননা সম্রাটের তো ভালোবাসা হারিয়ে গেছে। চূড়ান্ত শোকাতুর তিনি!

আবার একবার জানলার দিকে তাকায় অর্ক। নাহ্। এখনও পর্যন্ত কোনও ছায়ারূপ চোখে পড়ছে না তার। তবে কি ঝড়টা থেমে গেল? এই সমস্ত ফ্ল্যাটগুলো এতই নিশ্ছিদ্র যে, একবার জানলা দরজা বন্ধ করে দিলে বাইরের কোনও দুর্যোগ সচরাচর টের পাওয়া যায় না। ভূমিকম্প হলে অবশ্য আলাদা কথা। এই কথা ভাবতে ভাবতেই অর্ক আবার ফিরে যায় সেদিনের সন্ধ্যায়।

শাহজাহানের ইচ্ছে ছিল যমুনার দুই পারের দুই সমাধিসৌধকে জুড়ে রাখবে একটিমাত্র সেতু। পাথরগুলো যার মেশানো থাকবে সাদাকালোয়।

“..বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটা খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন বয়ে। তার ও পারে তোমার বাড়ি, এ পারে আমার।”

“রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখব।”

“দেব সাঁতার মনে মনে, একটা কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী; আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।”

“দীপক।”

“তাজমহলের গল্প শোনাতে শোনাতে এটা হঠাৎ কীরকম হল!” যারপরনাই বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা করে শ্রীময়ী।

“ভালোবাসার গল্প শুনবে বন্ধুত্বের গল্প শুনবে সেখানে অমিত-লাবণ্য আসবে না। তাই কখনও হয়!” ততোধিক বিস্ময় অর্কর গলায়। সামান্য সময় নেয় অর্ক। তারপর পুনরায় মূল গল্পে ফেরে।

“মহাকবি গ্যেটে কি বলেছিলেন জানো?”

“কী, কী বলেছিলেন?” পিয়ানোর ওপর দিয়ে একটা কাঠবেড়ালি দৌড়ে গেলে যেমন ধ্বনি ওঠে, ঠিক তেমনই স্বরে শ্রীময়ী প্রশ্নটা ফিরিয়ে দেয় অর্ককে।

“বলেছিলেন, ‘চিরন্তনী নারী আমাদের উঠিয়ে নিয়ে যায় ঊর্ধ্বলোকে’। সম্রাট শাহজাহানকে দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সেই সত্য। এত কাব্য এত চিত্র এত গান। এত স্তব ও স্তুতি। তাজমহল ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুকে নিয়ে হয়নি। সেখানে যেমন দেশে দেশে ভেদ নেই। তেমনই মিশে সবপরিচয়ের মানুষ। তাদের কেউ কবি, চিত্রকর, ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক, শাসক, সেনানায়ক, ভ্রামণিক, সন্ন্যাসী, দার্শনিক। কে নেই সেখানে। আবার তাজমহলকে নিয়ে প্রথম লেখা কবিতা সেই শাহজাহানের।

‘জগৎ-সার! চমৎকার! প্রিয়ার শেষ শেজ!
অমল ভায় কবর ছায় তনুর তার তেজ!’

ফারসি থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ। তার প্রথম দুটো লাইন শোনালাম।

বিবেকানন্দ পর্যন্ত তাজমহল দেখে মুগ্ধ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবে তাজমহল নিয়ে সবচাইতে অমূল্য কথাটা বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ।”

“কী কথা?” শ্রীময়ীর গলায় কৌতূহল।

“আমাদের সমস্ত মঙ্গল অনুষ্ঠানে গ্রহণ করার মন্ত্র হচ্ছে—ওঁ—হাঁ। তাজমহল হচ্ছে সেই নিত্য উচ্চারিত ওঁ—নিখিলের সেই গ্রহণ-মন্ত্র মূর্তিমান। শাহজাহানের সিংহাসনে সেই মন্ত্র পড়া হয়নি; একদিন তাঁর যতই শক্তি থাক না কেন, সে তো ‘না’ হয়ে কোথায় তলিয়ে গেল।”

এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীময়ীর দৃষ্টি সামনের তাজমহল থেকে সরে গিয়েছিল বাঁ দিকে। সেখানে ভগ্ন হৃদয়ে দণ্ডায়মান আগ্রা ফোর্ট। না। এরপর সেই সন্ধ্যায় তাদের আর কোনও কথা হয়নি তাজমহল নিয়ে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দে সংবিৎ ফেরে অর্কর। জানলার দিকে চোখ চলে যায় তার। আবার তখনই ইন্দ্রের ছোড়া অস্ত্রে দু ফাঁক হয়ে যায় আকাশ! ফুটে ওঠে আরও একটা ছায়ামুখ ঘষাকাচে! এবার সোজাসুজি। যেন সে সরাসরি অর্কর চোখে চোখ রাখে!

কিন্তু না। আগেরজনের সঙ্গে একটুও মিল নেই তার। সম্পূর্ণ নতুন কেউ। একদম বিপরীতই যেন।

আবার ভাবনায় ডুবে যায় অর্ক। গভীর গভী...র ভাবনায়। নবছায়ারূপটা কার?

কেটে যায় বেশ কিছুক্ষণ। ইতিমধ্যে আরও একবার সেই দৃষ্টির মুখোমুখি হয় অর্ক। কিন্তু না। তৃতীয়বার আর দেখা যায় না তাকে। এদিকে, আপ্রাণ চেষ্টা করেও অর্ক বুঝে উঠতে পারে না এত চেনা মুখটা কার!

বুঙ্কুলুং ও গ্যামন ব্রিজ : মেঘে মোড়া নিঃশব্দ রূপকথা

আয় মন বেড়াতে যাবি

রুদ্র সান্যাল

যেখানে শব্দ থেমে যায়, সেখানেই প্রকৃতির ভাষা শুরু। কবিরা তাই বলেন।

শেষ কবে সূর্যোদয়ের সোনালি আলো গায়ে মেখেছি? শেষ কবে নদীর পাশে বসে জলের শব্দ শুনে চোখ বুজেছি? আধুনিক শহরের কোলাহল, যান্ত্রিক নিয়ম আর ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে হারিয়ে গেছি আমরা- প্রকৃতির সেই সহজ, শান্ত ছোঁয়া থেকে।

তাই এবার আমরা পথ ধরলাম এক নিভৃত কোণে, এক স্বপ্নিল গ্রাম বুঙ্কুলুংয়ের দিকে।

যাত্রা শুরু মিরিক থেকে। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা, চা বাগানের সবুজ সমুদ্র, আর মাঝে মাঝে নামা কুয়াশা- সব মিলিয়ে মনে হবে আপনি কোনও কল্পকাহিনীর ভিতরে পা রেখেছেন। মিরিক থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে এই ছোট্ট গ্রাম, অথচ তার পরিবেশ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ। চলার পথে কখনও পাখির ডাক, কখনও দিগন্তজোড়া নীরবতা আপনার সঙ্গী হয়ে উঠবে। গাড়ির শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, আর প্রকৃতির ভাষা গায়ে এসে লাগে।

কার্সিয়াং ও মিরিকের মাঝামাঝি পাহাড়ি উপত্যকায় অবস্থিত বুঙ্কুলুং যেন প্রকৃতির হাতে আঁকা এক নিখুঁত জলরং। ধান, কাঁকুড়, ভুট্টার খেত, ফুলের বাগান- সব মিলিয়ে এমন এক দৃশ্যপট তৈরি হয়, যা শুধু চোখ নয়, মনকেও ছুঁয়ে যায়।

মুর্মাখোলা নদী গ্রামটিকে পাশ দিয়ে বয়ে চলে, আর কিছুটা দূরে আছে বালাসন নদী- এই দুই নদীর সান্নিধ্যেই গড়ে উঠেছে বুঙ্কুলুংয়ের জীবনচর্চা। কখনও কৃষিকাজ, কখনও মাছ ধরা, কখনও স্রেফ নদীর ধার

ধরে হাঁটতে হাঁটতে সময়ের সঙ্গে কথোপকথন। শিশুদের হাসি, দূরের বাঁশির সুর আর বাতাসে মিশে থাকা জ্বলন্ত কাঠের গন্ধ-সব মিলিয়ে যেন এক পাণ্ডুলিপির পাতা ওলটাতে থাকা।

বুঙ্কুলুংয়ের অন্যতম আকর্ষণ গ্যামন ব্রিজ-মুর্মা নদীর উপর এক নান্দনিক কাঠামো। এই সেতু যেন শুধু দুই প্রান্ত নয়, মনের দুটি জগৎকে যুক্ত করে। নীচে ছুটে চলা নদীর স্রোত, চারপাশে ঘন সবুজ, আর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা আপনি!- এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে এক নিঃশব্দ কথোপকথন। আসলে ‘নীরবতাও কখনো-কখনো কথা বলে-- পাহাড়ে গিয়ে সেটা বোঝা যায়...’ তাই এখানে না এলে বোঝা যায় না, নিভৃত জীবনের সৌন্দর্য কতটা গভীর হতে পারে। ব্রিজটি শুধু এক জায়গা পারাপারের উপায় নয়, এটা যেন বুঙ্কুলুংয়ের হৃদয়ে প্রবেশের প্রবেশদ্বার।

যাঁরা ভ্রমণ চান একটু রোমাঞ্চ মিশিয়ে, বুঙ্কুলুং তাঁদের জন্যও প্রস্তুত। আশপাশের জঙ্গলে হাইকিং, ট্রেকিং, মাছ ধরা, বনভোজন- আরও কত কী! চাইলে স্থানীয়দের সঙ্গে গানের আসর, ক্যাম্প ফায়ার, আর নেপালি বারবিকিউয়ের স্বাদও নিতে পারেন। সন্ধ্যাবেলায় বাঁশের তৈরি বারান্দায় বসে গরম চায়ের কাপ হাতে পাহাড়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য একবার দেখলে মনে গেঁথে যাবে সারাজীবন।

এখানে কোনও হোটেল নেই। কিন্তু আছে হোমস্টে, যা আপনাকে দেবে নিজের ঘরের মতো অনুভব। কাঠের ঘর, কাঠের ছাউনি, দোতলায় বসার বারান্দা, গিজার, আরামদায়ক বিছানা, আর সর্বোপরি-আপ্যায়নের আন্তরিকতা। এখানকার মানুষজনের সরলতা, হাসিমুখ আর অতিথিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে তোলার সহজ ক্ষমতা আপনাকে বারবার ভাবাবে- এই তো আমার মানুষ!

রান্না? সে তো একেবারেই স্থানীয় মহিলাদের হাতের জাদু। অর্গানিক শাকসবজি, নেপালি ঘরানার খাবার, আর পাহাড়ি অতিথির মানসিকতায় বানানো প্রতিটি পদ- যা একবার খেলেই মনে থাকবে বহুদিন।

বুঙ্কুলুংয়ে যাওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই।

বর্ষায় গাছপালার পাগল করা সবুজ, শীতে কুয়াশার চাদরে মোড়া ভোর, বসন্তে ফুলের গন্ধে ভরা উঠোন- প্রতিটি ঋতুই বয়ে আনে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন ছবি। শরৎকালে যখন আকাশ একদম পরিষ্কার থাকে, তখন দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘাও চোখে পড়ে কখনো-কখনো।

বুঙ্কুলুং কেবল একটি স্থান নয়, এটি অনুভব। এখানে আসা মানে নিজের ব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে প্রকৃতির সঙ্গে আবার এক হয়ে যাওয়া। এখানে সময় ধীরে চলে, মনও তেমনই শান্ত হয়। এখান থেকে ফেরার সময় আপনি বুঝবেন—আপনার হৃদয়ের একটি অংশ এখানেই থেকে গেছে।

এইবার ছুটিতে আপনি নিজের কাছেই ফিরে আসুন। গন্তব্য হোক বুঙ্কুলুং।

ছবি : লেখক

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

কমলাকান্ত কালী

পর্ব - ৪৯

পূর্বা সেনগুপ্ত

সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও মা।
আপনি দাও মা করতালি।

সাধক কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তকে আমরা কি বাংলা সাহিত্যের আদিপুরুষ রূপে চিহ্নিত করতে পারি না? যদি তাঁরা আমাদের সাহিত্যকে পরিপূর্ণ না করতেন তবে আধ্যাত্মিক জগতে আমরা এত সমৃদ্ধ কাব্য ও শাক্ত সাহিত্য লাভ করতাম না। তবে আমরা এই প্রবন্ধে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করব না। এখানে কান্তকবি কমলাকান্তের দেবী আরাধনা ও গৃহদেবীর কথা তুলে ধরব। এই সাহিত্যিক সাধকের মাতৃসংগীত বাংলার শাক্ত সাধনায় বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল। এখনও আমরা কালীপুজোর দিন কমলাকান্তের লেখা ও সুর দেওয়া শ্যামাসংগীত শুনতে পাই। এখনও তাঁর লেখা গান বাঙালির সাধন জীবনে অপরিহার্য।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতার কাছেই হালি শহরে। জীবন বৈচিত্র্যকে স্মরণে রেখে আমরা কমলাকান্তের গৃহদেবীর প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে উত্থাপন করলাম। কমলাকান্তের জন্ম ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে কালনা গ্রামে। পিতা রাখহরি ভট্টাচার্য ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। তিনি অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করতেন। কমলাকান্তের জন্ম হয় মাতুলালয় চন্না বা চান্না গ্রামে। খুব অল্প বয়সেই পিতৃহারা হন কমলাকান্ত। তখন মা শংকরীদেবী দুই পুত্র কমলাকান্ত ও শ্যামাকান্তকে নিয়ে পিতৃগৃহ চান্নায় চলে আসেন। এখানেই কমলাকান্তের শৈশব অতিবাহিত হয়। গ্রামের টোলে পড়াশোনার শেষ করে কমলাকান্ত কিশোর বয়সে পড়াশোনার জন্য কালনায় চলে আসেন। এখানে টোলের পণ্ডিতরা কমলাকান্তের মেধা দেখে মুগ্ধ হন। সেই কিশোর বয়সেই তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়। পুঁথিগত বিদ্যা আর ভালো লাগে না তাঁর। সেই বিদ্যাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে সাহিত্য ও মাতৃসাধনায় মগ্ন হয়ে যান। তখন রামপ্রসাদের মাতৃসংগীত বাংলার আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করেছে। সুকণ্ঠের অধিকারী কমলাকান্ত অসাধারণভাবে রামপ্রসাদি সংগীত কণ্ঠস্থ করেন। রামপ্রসাদের গান গেয়েই তাঁর দিন কাটতে থাকে। তাঁর কণ্ঠে সুমধুর গান শুনে সকলে বলতেন, 'এমন ভাগবত ভাব সংগীত জীবনে আর কখনও শুনিনি। মনে হয় এ যেন ভগবানের দান।' উপনয়নের পর কমলাকান্তের মানসিক জগতে বিরাট পরিবর্তন আসে। তাঁর মনে ঈশ্বরলাভের আকুতি তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি যে সাধকদের সঙ্গে পরিচিত হতেন তাঁদের সকলকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, 'ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন? কী করে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়?' কিন্তু কেউ তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হননি। অস্থির মন নিয়ে কমলাকান্ত উপস্থিত হন চান্না গ্রামের বিশালাক্ষীর মন্দিরে। এ হল গ্রামের বিখ্যাত মন্দির। এই মন্দিরে বসে দেবীর কাছে নিজের মনের আকুতি ও মনোবাসনা জানাতে থাকেন। তখন তাঁর দিন-রাতের আস্তানা হয় এই দেবী মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন বারান্দা।

ঠিক এই সময়েই কমলাকান্তকেও মাতৃসংগীত রচনা করতে দেখা যায়। আমরা দেখি তাঁর গানগুলি যেগুলি মাতৃসংগীত রূপে বিখ্যাত তা দেবী কালীকে নিয়ে। বিশালাক্ষী মন্দিরে দেবী কালীর সাধনা এক অভিনব বিষয় বটে। কালীধ্যানে তিনি প্রহরের পর প্রহর মগ্ন হয়ে থাকতেন এবং এই সময় তাঁর ভাবও হয়। কোনও কোনও জীবনী অনুসারে এই মন্দিরেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। মনের অস্থিরতা যখন চরম পর্যায় তখন গ্রামের বটতলার কাছে এক কাপালিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। পরিধানে বাঘছাল, গলায় মুণ্ডমালাধারী সেই কাপালিককে দেখে কমলাকান্ত কিন্তু ভয় পেলেন না। এই সন্ন্যাসী কমলাকান্তকে দেখে তাঁর সুপ্ত সম্ভাবনাকে নির্ণয় করতে পারলেন ও তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। এই সন্ন্যাসী কমলাকান্তকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই দীক্ষার কথা কমলাকান্ত গোপন রাখলেন ও নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে গুরু প্রদত্ত বীজমন্ত্র জপ করতে থাকলেন। সকলের কাছে অজানা থাকলেও মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলেন কমলাকান্ত। মা শংকরীদেবী পুত্রের এই মানসিক অবস্থা জানতে পেরে তাঁকে সংসারে বাঁধতে তাঁর বিবাহের বন্দোবস্ত করলেন। লাখোটি গ্রামের ভট্টাচার্য পরিবারের এক সুলক্ষণা কন্যাকে বধূরূপে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু বিবাহ দিয়ে কমলাকান্তকে সংসার অভিমুখী করতে পারলেন না। গভীর রাতে মন্দিরে গিয়ে গান শোনাতেন দেবীকে। গভীর আবেগে লিখে চললেন আরও আরও অনেক গান। তখন তাঁকে আরও বৈরাগী করে তুলতে স্বয়ং জগন্মাতা এক ভয়ানক পরিকল্পনা রচনা করলেন। কমলাকান্ত এখন সাধক। তিনি জগন্মাতার অঙ্গুলিহেলনে চলছেন যে! তাই আমরা দেখি, কিছুদিনের মধ্যেই কমলাকান্তের প্রথম সহধর্মিনীর মৃত্যু হল। খর্গেশ্বর নদীর তীরে স্ত্রীর দেহটিকে চিতার আগুনে সমর্পণ করে চুপচাপ বসে রইলেন কমলাকান্ত। মনের মধ্যে জীবনের অনিত্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা ভিড় করে এল। এই তো ক্ষণস্থায়ী জীবন! এই তার রূপ! কী হবে এই জীবন নিয়ে, যদি না ঈশ্বর দর্শন করে তা সার্থক করতে পারা যায়! সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলে কালী নামে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন কমলাকান্ত! এরপর তিনি সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করতে লাগলেন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর হাতে কমণ্ডলু। এ তাঁর জীবনের আরেক অধ্যায়।

এই সময় নাকি কমলাকান্ত তারাপীঠে গিয়েছিলেন, যা ঋষি বশিষ্ঠের সাধনভূমি। সাধক বামাখ্যাপার সঙ্গে যে তীর্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তারাপীঠে তিনি আরেকজন যোগী পুরুষের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করে সেখানেই বসে মাতৃসাধনা করেন কিছুকাল। সেই যোগী পুরুষের নির্দেশে কমলাকান্ত নিজে কুলগুরু চন্দ্রশেখর আচার্যের কাছেও দীক্ষাগ্রহণ করেন। কিন্তু তার আগে আরেকজনের কথা আমাদের জানতে হবে। তারাপীঠ থেকে সাধক কমলাকান্ত এলেন সুরুলের বিখ্যাত মেলায়। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে এই মেলায় তখন বিভিন্ন সাধকের সমাবেশ হত। সেই সমাবেশের মধ্যে কমলাকান্তের সঙ্গে দেখা হল বিখ্যাত তন্ত্রসাধক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের (ভিন্ন মতে মুখোপাধ্যায়ও পাওয়া যায়)। মানগড়ের কাছে অমরারগড় নামে একটি স্থানে তিনি কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সাধনায় মগ্ন হয়েছেন। তিনিও খুব ভালো শ্যামাসংগীত গাইতে পারেন। কমলাকান্ত ও কেনারাম চট্টোপাধ্যায় দুজনে পরিচিত হলেন। নবীন সাধক কমলাকান্ত দেখলেন তন্ত্র বিষয়ে কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের গভীর জ্ঞান। আবার কেনারাম চট্টোপাধ্যায় কমলাকান্তের মাতৃসংগীত শুনে মুগ্ধ হলেন। দুজনের এই পরিচয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ই সাধক কমলাকান্তকে বললেন সংসার ত্যাগ নয়, সংসার গ্রহণের মধ্যে দিয়েই মুক্তির পথে চলা যায়। তাঁকে কৌল পদ্ধতিতে সাধন করে সংসার বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। সেটাই হবে কমলাকান্তের জন্য উৎকৃষ্ট পথ। তাঁর পথ বৈরাগীর নয়, গেরুয়ার নয়, ভক্তির এবং প্রেমের। তন্ত্রের কৌল সাধনায় এবার কমলাকান্ত অভিষিক্ত হলেন। বৈষ্ণব ও তন্ত্রের সংযুক্তি ঘটল তাঁর জীবনে।

বাংলা তন্ত্রের দেশ। এই দেশে মাতৃ আরাধনা আরও সংগীতমুখর করতে কমলাকান্তের জন্ম। তাই সুরুলের মেলা থেকে তিনি ফিরে এলেন চান্না গ্রামে এবং মায়ের আদেশে আবার বিবাহ করলেন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী হলেন তাঁর সাধনসঙ্গিনী। এবার বিশালাক্ষী মন্দিরের ঠিক পাশে স্থাপন করা হল পঞ্চমুণ্ডীর আসন। সেই আসনে বসে শুরু হল কমলাকান্তের মাতৃসাধনার দ্বিতীয় অধ্যায়। বিবাহ করেছেন সংসার প্রতিপালন তাঁর কর্তব্য তাই তিনি এক চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকের কাজ নিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তাঁর কাটত সাধন-ভজনে। এই সময় তাঁর নিজের লেখা ও সুর দেওয়া দেবী কালী বিষয়ক সংগীতগুলি শুনলে তাঁর মনের ভাবটির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে এই সংগীতের মাধ্যমেই কমলাকান্ত মানুষের কাছে পরিচিত হতে লাগলেন। এইভাবেই তাঁর গানের কথা পৌঁছাল বর্ধমান রাজা তেজচন্দ্রের কানে। ১৮০৭ সালে রাজা তেজচন্দ্র কমলাকান্তের কাছে দীক্ষা নিলেন। কেবল দীক্ষা নয়, তিনি কোটালহাট নামক জায়গায় কমলাকান্তের জন্য একটি গৃহ ও কালী মন্দির তৈরি করে দিলেন। মন্দিরে বিগ্রহপুজোর জন্য নিয়মিত মাসিক বৃত্তি চালু করলেন। কমলাকান্তের সহস্তে প্রতিষ্ঠিত এই বিগ্রহ এবং এই বিগ্রহ নিয়েই নানা অলৌকিক কাহিনীর জন্ম হয়েছে। রাজা তেজচন্দ্র দীক্ষালাভের পর কমলাকান্তের জীবনে আর্থিক দুশ্চিন্তা কমল। তিনি সংগীত রচনায় আরও বেশি করে মনোনিবেশ করলেন। রচিত হল 'সাধক রঞ্জন' নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে যেমন তন্ত্রসাধনার কথা বলা হয়েছে, তেমনি রয়েছে শ্যাম বিষয়ক গান, আগমনী গান, বিজয়া সংগীত, কৃষ্ণ বিষয়ক গান। কান্ত কবির গান এখনও গবেষণার বিষয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় যে কমলাকান্ত প্রথম জীবনে ছিলেন বৈষ্ণব। চন্দ্রশেখর আচার্যের কাছে তিনি বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন তা আমরা আগেই বলেছি। চান্নার বিশালাক্ষী মন্দিরে তিনি কালীমূর্তি গঠন করে যখন পুজো করতেন তখন কখনোই শিবমূর্তি প্রস্তুত করতেন না। ছোট কালীমূর্তি তৈরি করে নিজের বুকের ওপর তা স্থাপন করতেন এবং সেখানেই তিনি পুজো করতেন। তার পুজোর ধারা এদিক দিয়ে অত্যন্ত অভিনব।

বর্ধমান শহর থেকে বোরহাট যাওয়ার পথে এখনও কমলাকান্তের কালীবাড়ি চোখে পড়ে। তিনি সেই স্থানে যে কালীমূর্তি স্থাপন করেছিলেন তাকে পুজো করে সাধনার মাধ্যমে চিন্ময় করে তুলেছিলেন। রাজা তেজচন্দ্র পরম সমাদরে কমলাকান্তকে রাজপণ্ডিত রূপে সম্মান প্রদান করেন। একবার তিনি কমলাকান্তের আরাধিত দেবীমূর্তি সত্যি সত্যি জাগ্রতা কি না তা জিজ্ঞাসা

করলে কমলাকান্ত দেবীর পায়ে বেল কাঁটা বিঁধিয়ে আঘাত দেন। রাজা অবাক হয়ে দেখেন সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঁটার আঘাতে দেবীর পা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত নির্গত হচ্ছে। এই ঘটনায় রাজার সঙ্গে উপস্থিত সকলে হতচকিত হয়ে যান দেবী যে জাগ্রতা তা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে দেখেছি তিনি মথুরবাবুকে একটি জবা গাছে দুই রং-এর ফুল ফুটিয়ে দেখিয়েছিলেন। বিধাতা বা জগন্মাতা ইচ্ছা করলে সবকিছুই করতে পারেন। তিনি নিয়ম করেছেন, নিয়ম ভাঙতে তিনিই পারেন। ঠিক এই ঘটনারই সমতুল্য ঘটনা আমরা কমলাকান্তের জীবনে দেখতে পাই। তিনি রাজা তেজচন্দ্রকে অমাবস্যার রাতে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হতে দেখিয়েছিলেন। এই কালীমূর্তি তাঁর কাছে পরম আরাধ্য, পরম প্রিয় ছিল। তিনি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে গান ধরেছিলেন, 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে। মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।'

কমলাকান্তের আদরিণী শ্যামা মাকে আমরা কিন্তু আদরে রাখতে পারিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই ছোট্ট মূর্তিটি মন্দির থেকে চুরি যায় এবং সেই মূর্তি বজবজের শ্মশানের পাশে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে গিয়ে ওঠে। সেখানে তাকে যত্নেই রাখা হয়। স্থানীয় মানুষ তাকে ডাকেন 'খুকু মা' বলে। কারণ তার আকৃতিটি ছোট বা পুতুলের মতো। দেবীমূর্তি চুরি গেলেও কমলাকান্ত প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডীর আসনটি এখনও যথাস্থানে বিরাজিত। পরবর্তীকালে এই স্থানে বড় দেবীমূর্তি স্থাপিত হয়েছে। আছে নিত্য ভোগের ব্যবস্থা। কমলাকান্ত প্রতি অমাবস্যায় দেবীকে শোল মাছ বা মাগুর মাছ ভোগ দিতেন। তাই প্রতি অমাবস্যায় না হলেও বিশেষ পুজোর সময় এখনও শোল ও মাগুর মাছ নিবেদন করা হয়।

কমলাকান্তের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৈষ্ণব ও শাক্ত ভাবের সম্মিলন। তিনিই প্রথম জীবনে বৈষ্ণব ছিলেন পরবর্তী জীবনে শাক্তকৌল সাধক হয়ে ওঠেন। কালী যে কৃষ্ণ, আবার কৃষ্ণই যে কালী- এই ভাবনা তাঁর জীবনে মূর্ত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা কমলাকান্তের বিখ্যাত গানের লাইনকটি স্মরণ করতে পারি, 'জানো না রে মন পরম কারণ কালী কেবল মেয়ে নয়, মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনও কখনও পুরুষ হয়।'

কিংবা

'শ্যামা মা কি আমার কালো রে লোকে বলে কালী কালো। আমার মন তো বলে না কালো রে।'

কমলাকান্তের জীবন ও তাঁর সাধনা এখনও বহুলাংশে উপেক্ষিত। তিনি বর্ধমানের রাজপরিবারের মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের গুরু ছিলেন। এর জন্য রাজসান্নিধ্যে তীর্থরাজ বেনারসেও গিয়েছিলেন। সেখানেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তির দেখা পাওয়া যায় যা অনেকেরই অজানা। কমলাকান্তের শেষ সময় উপস্থিত হলে রাজা তেজচন্দ্র তাঁকে বেনারসে নিয়ে যেতে চান। কমলাকান্ত সেখানে যেতে না চাইলে রাজা তাঁকে গঙ্গার তীরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব রাখেন। এবারেও কমলাকান্ত গঙ্গার তীরে যেতে অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল নিজ মাতা থাকতে কেন বিমাতার কাছে যাব? তাই তাঁর যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হল তখন স্বয়ং গঙ্গাদেবী মাটি ফুঁড়ে জলধারা বইয়ে দিয়েছিলেন। আজও কালীবাড়ির উঠোনে ছোট্ট কুয়োর আকারে তা পুজোর জল জুগিয়ে চলেছে।

কমলাকান্ত বাঙালির সাধন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছেন। তিনি ছাড়া কালীসাধনা সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবী কালীর সঙ্গে তিনি একীভূত। লোকে কমলাকান্তের কালীকে ডাকে, 'কমলাকান্ত কালী'।

বর্ধমান থেকে বোরহাট যাওয়ার পথে কমলাকান্তের কালীবাড়ি চোখে পড়ে। তিনি সেই স্থানে যে কালীমূর্তি স্থাপন করেছিলেন তাকে পুজো করে সাধনার মাধ্যমে চিন্ময় করে তুলেছিলেন। একবার রাজা কমলাকান্তের আরাধিত দেবীমূর্তি সত্যি জাগ্রতা কি না তা জিজ্ঞাসা করলে কমলাকান্ত দেবীর পায়ে বেল কাঁটা বিঁধিয়ে আঘাত দেন। রাজা অবাক হয়ে দেখেন সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঁটার আঘাতে দেবীর পা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত নির্গত হচ্ছে।

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

ঠাকুমার আবদার

নাতনির কাছে ঠাকুমার আবদার ছিল, বাজরার রুটি খাওয়াতে হবে। এদিকে, নাতনি তো দিশেহারা। কারণ, বাজারে আর পাওয়াই যায় না আডলাই নামের বিশেষ বাজরাটি। তাহলে উপায়? ঠিক করলেন নিজেই চাষ করবেন। ব্যাস সেই শুরু। বিলুপ্তপ্রায় ওই শস্য ফলিয়েই এখন জনপ্রিয় অরুণাচলপ্রদেশের ডিমাম পার্টিন। প্রায় ৮০ জন মহিলা তাঁকে অনুসরণ করে একই পথে স্বাবলম্বী। ডিমামের মস্তিষ্কপ্রসূত 'গেপো আলি' স্বাধীনভাবে উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম।

কাকাতুয়ার কীর্তি

প্রফেসর শঙ্কু একটি কাক পুষেছিলেন। নাম কর্ভাস। সে ইংরেজি ও অঙ্কে পারদর্শী ছিল। লিখতেও পারত। এমনকি নিজেই পাউরুটিতে জেলি মাখিয়ে খেত। কিংবা, ইশপের গল্পে কলসিতে নুড়ি ফেলে কাকের জলপানের কাহিনী আমরা সবাই পড়েছি। গল্পের কাক, বাস্তবের কাকাতুয়া। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে দেখা গেল, একদল কাকাতুয়া ধারালো নখ ও ঠোঁটকে ব্যবহার করে দিব্যি কল খুলে জল পান করছে। ভিডিওটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল। বিজ্ঞানী বারবারা ক্লাম্প বিষয়টি নিয়ে গবেষণাও শুরু করেছেন।

প্লাস্টিক এবার বন্ধু

পরিবেশের জন্য প্লাস্টিক এক ব্যাধি। জাপানের বৈজ্ঞানিকরা নতুন ধরনের প্লাস্টিক তৈরি করলেন যা সহজেই পচনশীল। এই প্লাস্টিক বিষাক্ত নয়, অদাহ্য এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন করে না। শরীরের জন্য ক্ষতিকারক মাইক্রোপ্লাস্টিকও এতে অনুপস্থিত। সমুদ্রের নীচে স্থায়িত্ব মাত্র ২-৩ ঘণ্টা। মাটিতে থাকা সালফারের সংস্পর্শে এলে এটি মিশে যায়। আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই গোটা বিশ্বজুড়ে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৈনন্দিন কাজে প্লাস্টিকটির প্রয়োগ নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।

সপ্তাহের সেরা ছবি

সমুদ্রের পাশেই রেলস্টেশনে ওঠানামা। শ্রীলঙ্কার কলম্বোয়। -এএফপি

কবিতা

ঝড়
কালীকৃষ্ণ গুহ

আমাকে প্রশ্ন করেছিলে --
ভেবেছিলে,
আমি উত্তর দিতে পারব।
পারিনি।
সেদিন দেখলাম,
একজন মধ্যবয়সি মানুষ রাস্তা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে।
দেখলাম,
একটি পরিণত যুবতী সাইকেল চালিয়ে
পার হতে চাইছে প্রতিহিংসা ক্রোধ ক্ষুধা বিষণ্ণতা
একটি সর্বস্বান্ত পুরুষ বিশ্বাস হারিয়ে
ঘুমের ওষুধ খুঁজে বেড়াচ্ছে।
এই সব দৃশ্যের মধ্যে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাব ভেবেছিলাম।
পাইনি।
হঠাৎ ঈশান কোণে তাকিয়ে দেখলাম
ভয়াবহ একটা
ঝড় উঠছে.

প্রাপ্তি
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

'এই সংখ্যায় আমার লেখাও ছাপতে হবে।'
'আপনার প্রকাশনা আমার বই করবে না?'
'গ্রুপ ফটোতে আমিও থাকতে চাই!'
এসব শুনলে আগে রাগ হত।
ভাবতাম, আত্মসম্মান কোথায়?
আজ মনে হয়, অনেক অতৃপ্তি আছে গহনে গহনে।
আছে অপমান। অসুখ।
অসফলতার পাশে এইসব ব্যথা, কান্নাকাটি...
তাই মায়া। মায়াজাল বিছিয়ে দিই পোকাখাওয়া ঘরে।
বিছিয়ে দি', যাতে
তোমার অপ্রাপ্তি কারও চোখে না পড়ে

পুতুল নাচ
শ্যামলী সেনগুপ্ত

এই যে সবুজ মোহ
আর নীলকান্ত শূন্যতা
তার মাঝখান জুড়ে
ধূসর অবভাস।
কারা যেন জোনাকি পথ ধরে
হেঁটে গেছে সনাতনী মাধ্বীর দিকে
রসনা ভরপুর হলে যারা
ফিরে যেতে চায় নিজস্ব ঘেরাটোপে
সত্যিই কি তারা ফিরে আসে!
কে ফিরে যায়?
কারা ফিরতে চায়?
এসব আলাপ শেষে
ঘন সবুজ কার্পেটে
কর্পোরেট ফিশফাশের মৌতাত
জমে ওঠে...
ঝোলাঝুলি, লোটাকম্বল নিয়ে
আঙুলের মোহন মুদ্রায় কুঁড়ি ও পাতার
গন্ধ মেখে জরাজীর্ণ আর উত্তরপুরুষ
ভবতারণের নাচের-পুতুল হয়ে যায়।

দোটানার রং
জয়শীলা গুহ বাগচী

সারাদিন জীবন বাজছে
বিপদ থেকে বসন্তের ফল ভারে
কিছু জেনো আন্তরিক লবণ
কিছুটা মোমবাতির ঘোর
আমি রোজ আকস্মিক লিখে রাখি
দপদপে বেদনা বিন্দু লিখি
তারপর প্রতিবেশী মেঘ
ফোঁটায় ফোঁটায় জ্বর দেবে বলে
বসে থাকে পায়ের পরবে
হেঁটে যায় স্বপ্ন-সম্ভবে
তুমি এসো আকাঙ্ক্ষার রং
সন্ধের জারুল পরব দেব
নিভৃত হেঁটে যাব যৌথ আস্বাদে
জ্বেলে রাখি ঘরে ফেরা তারা
রাত বাড়ে আঙুলে আঙুলে

সাঁকো
রাহুল দাশগুপ্ত

নড়বড়ে সাঁকোর মতোই
মনে হয়
সম্পর্কগুলো।
যেন একটা বাঁশের সাঁকো
সামান্য নাড়া খেলে
ভেঙে যাবে,
ফাঁক হয়ে যাবে।
সাবধানে, সন্তর্পণে
পা ফেলে চলতে হয়
তার ওপর দিয়ে।
নীচে ঘোলা জল
প্রবল ঘূর্ণি...
যে কোনও সময়
সেই ঘূর্ণিতে পড়ে
তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা,
ভেসে যাওয়ার ভয়।
সম্পর্কের নামে বারবার
কংক্রিটের রাস্তা খুঁজতে গিয়ে
সে পৌঁছে গেছে
একটা বাঁশের সাঁকোর কাছে।
হঠাৎ দেখেছে
পায়ের তলায় কিছু একটা কাঁপছে।
সে দাঁড়িয়ে আছে
একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর
আর সাঁকোটা দুলছে প্রবলভাবে
তার ভার যেন সইতে পারছে না।
বাতাস এসে ঝাপটা মারে হঠাৎ
কানে কানে বলে যায় :
সাবধানে যেতে হবে...
সন্তর্পণে পেরোতে হবে...

ছিন্নমস্তা
তিস্তা

একটা অন্ধ জানালার বাইরে
ঝুলে আছে আমার রক্তাক্ত ইচ্ছেরা।
তুমি যখন যখন মুঠো মুঠো সাদা লবণ
ছিটিয়েছিলে,
আমি তীক্ষ্ণ চোখে দেখেছি—
লাল হয়ে গেছে মেঘ।

আমার পায়ের তলায় ভাঙা পৃথিবী
যা কিছু ছুঁয়েছি, সব পুড়ে গেছে।

রক্তমাখা হাওয়া ফিরে এসেছে
আমারই দিকে তাক করে, আমারই
বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে অহরহ!

অন্তর্গত ধ্বংসস্তূপ নিয়ে
আমারই শরীরের ভিতর
আমি জেগে আছি,
ছিন্নভিন্ন

অনুষঙ্গী
উত্তম চৌধুরী

কাকে নিয়ে গেছি! জলে পড়ে আছে মেঘ,
মেঘের গর্ভে শুয়ে আছে নদী, নালা।
কাকে নিয়ে গেছি! দূরে বসে আছে ঝড়,
ঝড়ের ভেতর খড়, কুটো, ডালপালা।
কাকে নিয়ে গেছি! বাতাসের গায়ে দিন,
দিনের দু-চোখে রং আর অহমিকা।
কাকে নিয়ে গেছি! দু-মুখো ধাঁচের তুমি,
তোমার ভেতর শেয়াল ও চামচিকা।
কাকে নিয়ে গেছি! বেসামাল সব দিক,
দিকের মধ্যে দলবাজি আর লোভ।
কাকে নিয়ে গেছি! চিলের ডানায় মন,
মনের কোণে ঈর্ষা, নিন্দা, ক্ষোভ।
কাকে নিয়ে গেছি! আগুনের পাশে শীত,
শীতের শরীরে ধূসর বর্ণ চোখ।
কাকে নিয়ে গেছি! বালিশের ঘাড়ে রাত,
রাতের নদীতে নেয়ে আসে বদ লোক।

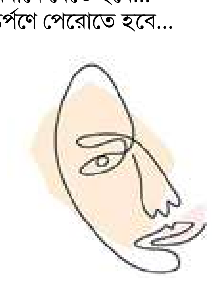

অন্ধ নগরী
রিয়া চক্রবর্তী

এখানে এখন দিন রাত সব এক
চারিদিকে শুধুই অন্ধকার,
সূর্য এড়িয়ে চলে তীব্র ঘৃণায়।
অন্ধকার, শুধুই অন্ধকার
ভয়ে বাতাসও ঢোকে না এখানে,
সবার চোখে আজ কাপড় বাঁধা -
আজ নারী, পুরুষ নির্বিশেষে গান্ধারী।
চলতে চলতে পায়ে ঠেকে যায়
পচা গলা সভ্যতার মৃতদেহ
দুর্গন্ধময় লাশের স্তূপ।
সভ্যতাকে বিসর্জন দিয়ে
নির্মিত হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ
ভয়ংকর শবের শহর।
দানবেরা দাপিয়ে বেড়ায়
আর ছুটে চলে জীবন্ত
লাশগুলো উলঙ্গ ভাবে,
শহরের পথে ঘাটে পড়ে থাকে
সভ্যতার ধ্বংসচিহ্ন,
সব স্মৃতি মুছে দেয়
চাপ চাপ রক্তের ছোপ।

আগমনী
দেবারতি ভট্টাচার্য

নির্জনে মোড়া দীর্ঘ রাত -
অন্ধকারের কোলাহলে চারিদিক নিস্তব্ধ
নরম নদীপাড়ে কারা যেন ভিড় করেছে
ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নায় যত দূর দেখা যায়
ঘুমে কাদা হয়ে আছে গাছের পাতারাও
অপেক্ষার রাত। রাত শেষ হয়ে গেলে
সূর্য উঠবে নতুন
ভোরের ঘ্রাণে কাশ ফুলেরা গা এলিয়ে দিয়ে
গান ধরবে, আগমনী গান
নতুন ধানের রং ছড়িয়ে পড়বে খেত জুড়ে
জেগে উঠবে ঘুমন্ত প্রাণ
অবসাদ কেটে যাবে
শরতের রোদ, ঝলমলে আলোয়
স্নিগ্ধ নীলে লিখতে থাকবে, অসংখ্য আনন্দ অক্ষর।

গিলে আস্থা রেখে দাবি পন্টিংয়ের

‘ভারতই পারে দ্রুত বিরাটদের অভাব পূরণ করতে’

দুবাই, ৭ জুন : ইংল্যান্ডের মতো কঠিন সফর।

মাথার ওপর আবার বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার শূন্যতা পূরণের অ্যাসিড টেস্ট। হোয়াইটওয়াশের আশঙ্কাও দেখছেন কেউ কেউ। মাইকেল ক্লার্কের মতে, ভারত যদি ০-৫ ব্যবধানে হারে, সেক্ষেত্রে বিরাট অবসর ভেঙে দেশের স্বার্থে টেস্টে ফিরতেও পারেন। রিকি পন্টিং অবশ্য আস্থা রাখছেন শুভমান গিলের তরুণ ভারতীয় দলের ওপর।

অস্ট্রেলীয় কিংবদন্তির মতে, ভারত পারবে দ্রুত শূন্যতা দূর করতে। ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। ভরসা রাখলে হতাশ হবেন না সমর্থকরা। আসন্ন ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজ সম্পর্কে পন্টিং বলেছেন, ‘বিরাট, রোহিতের মতো তারকার বিকল্প পাওয়া কঠিন। দীর্ঘদিন ধরে টেস্ট খেলছে, অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং সফল। তবে এমন দুইজনের শূন্যতা কোনও দেশ যদি দ্রুত পূরণ করতে পারে, তা ভারতই। কারণ, ওদের প্রতিভাবান ক্রিকেটারের অভাব নেই।’

আইপিএলের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িয়ে পন্টিং। প্রথমে খেলোয়াড়, তারপর কোচ। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পন্টিং জানান, চোখের সামনে যশস্বী জয়সওয়ালের উত্থানের সাক্ষী থেকেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পা রেখে নিজের দক্ষতা প্রমাণে সময় নেননি। তরুণ অধিনায়ক শুভমান, জসপ্রীত বুমরাহ, লোকেশ রাহুলদের ক্ষেত্রেও একই কাহিনী। বিশ্বাস, বিরাট-রোহিতদের জন্য তৈরি শূন্যতাও ঠিক পূরণ করে দেবে নতুনরা।

প্রথমবার নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে বিদেশ সফরে শুভমান গিল।

অধিনায়কের দৌড়ে জসপ্রীত বুমরাহকে টপকে শুভমানের কাঁধে দায়িত্ব। পন্টিংয়ের মতে, সঠিক পদক্ষেপ। বলেছেন, ‘অনেককেই বলতে শুনছি, বুমরাহ দায়িত্ব না পাওয়ায় তাঁরা অবাক। শুভমানকে অধিনায়ক করার যুক্তি নাকি খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে আমার মতে, সঠিক সিদ্ধান্ত। বুমরাহকে পিঠের চোট ভুগিয়েছে বারবার। দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে। অধিনায়ক হিসেবে চোটের পুনরাবৃত্তি হলে দল সমস্যায় পড়ত।’

শুভমানের ওপর আস্থা রাখা এবং সময় দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। পন্টিংয়ের যুক্তি, আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে সফল শুভমান। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। গুরুভার উদ্দীপ্ত করেছে ব্যাটার শুভমানকে। পন্টিংয়ের বিশ্বাস, ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবেও যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে ইংল্যান্ডের মাটিতে। সফল অধিনায়ক হওয়ার সমস্ত রসদ রয়েছে এবং সফলও হবে।

ক্লার্ক আবার বিরাটকে টেস্ট ফরম্যাটে ফেরানোর অন্যরকম ‘দাওয়াই’ বাতলেছেন। সেক্ষেত্রে ভারতকে ইংল্যান্ড সিরিজে ০-৫ ব্যবধানে হারতে হবে। প্রাক্তন অজি অধিনায়কের দাবি, ২০ জুন শুরু পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দল ‘হোয়াইটওয়াশ’ হলে বিরাটকে ফেরানোর দাবি উঠবে। বিরাট নিজে টেস্ট ফরম্যাটকে ভালোবাসে, সবার ওপরে রাখে। সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে দেশের স্বার্থে ডাক এড়িয়ে যাওয়া কঠিন বিরাটের পক্ষে।

সতীর্থ সুন্দরই ‘আদর্শ’ সুদর্শনের!

ইংল্যান্ডে আজ শুরু শুভমানদের প্রস্তুতি

লন্ডন, ৭ জুন : টেস্ট সফরে ইংল্যান্ডে পা রাখল বাকি ভারতীয় দলও।

২০২২ সালের পর ২০২৫। তিন বছরের ব্যবধানে বিলেত সফর। ৫ টেস্টের চ্যালেঞ্জ। একঝাঁক সিনিয়ার খেলোয়াড়ের বিদায়ে পালাবদলের পর্বে দাঁড়িয়ে ভারতীয় ক্রিকেট। তার মাঝেই ইংলিশ কন্ডিশনে থ্রি লায়ন্সের টক্কর। তরুণ দল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফরে মিশন ইংল্যান্ডে পৌঁছে গেলেন গৌতম গম্ভীর। সময় নষ্ট না করে রবিবারই প্রস্তুতি শুরু করছেন শুভমান গিলরা।

‘এ’ দলের সিরিজে টেস্ট টিমে একাধিক ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই অংশ নিচ্ছেন। লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেলরা আগেই চলে এসেছিলেন বাড়তি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার জন্য। এবার হাজির হেডকোচ, অধিনায়ক সহ বাকি দলও। দেরিতে এলেও কালবিলম্ব করতে নারাজ। ইংলিশ কন্ডিশনে মানিয়ে নিতে রবিবারই প্র্যাকটিসে শুভমান, ঋষভ পন্থরা।

তার আগে রীতিমতো খোশমেজাজে টিম গম্ভীর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দলের বিমানযাত্রার একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। যেখানে চাপের লেশমাত্র নেই। হাসিঠাট্টার মেজাজেই ক্রিকেটাররা। পরস্পরের সঙ্গে চলল খুনসুটিও। রাতের বিমানযাত্রায় সানগ্লাস পরা সতীর্থের পিছনে লাগলেন জসপ্রীত বুমরাহ। অর্শদীপ সিংও বিন্দাস মেজাজে। অর্শদীপের মতো বি সাই সুদর্শন প্রথমবার টেস্ট টিমে ডাক পেয়েছেন। ইংলিশ কন্ডিশনে টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ে সুদর্শনের টেকনিককে অস্ত্র ধরা হচ্ছে।

দায়িত্বটা নিতে প্রস্তুত তামিলনাড়ুর বছর তেইশের উঠতি তারকা। আইপিএলে সর্বাধিক রানের মালিক সুযোগের সদ্ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী। এবার অপেক্ষা জাতীয় দলের জার্সিতে ছাপ রাখতে। এর মাঝেই সুদর্শনকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল। ইংল্যান্ডগামী দলে ইয়ং ব্রিগেডের ওয়াশিংটন সুন্দরই নাকি সুদর্শনের আদর্শ!

সুন্দর স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। সুদর্শনের চেয়ে মেরেকেটে বছর দুয়েকের বড়। সেই কি না বিশেষজ্ঞ ব্যাটার সুদর্শনের আদর্শ! অবাক করা তথ্যটি সামনে এনেছেন স্বয়ং সুদর্শনই। রাখঢাক না করেই বলেছেন, ‘আমি যখন আরও ছোট ছিলাম, তখন থেকে ওয়াশিংটন সুন্দরের খেলা পছন্দ করতাম। ওই সময় থেকে আমার কাছে ও বড় তারকা। চেষ্টা করতাম, সুন্দরকে অনুসরণ করতে!’

টেস্ট সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ডে পৌঁছে গেলেন বি সাই সুদর্শন।

> আমি যখন আরও ছোট ছিলাম, তখন থেকে ওয়াশিংটন সুন্দরের খেলা পছন্দ করতাম। ওই সময় থেকে আমার কাছে ও বড় তারকা। চেষ্টা করতাম, সুন্দরকে অনুসরণ করতে!
>
> **বি সাই সুদর্শন**

তরুণ ব্রিগেডের অংশীদার হলেও ঋষভ পন্থের মতো সুন্দরের আন্তর্জাতিক অভিষেক অনেক আগেই হয়েছে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৮ বছর বয়সে প্রথমবার দেশের হয়ে খেলেছিলেন। দেখতে দেখতে ৮ বছর পার। জাতীয় দলে জায়গা পাকা করতে না পারলেও রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বিদায়ে গম্ভীরের অন্যতম অস্ত্র ধরা হচ্ছে। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে অগ্রাধিকারও পেয়েছেন।

রাজ্য দল তামিলনাড়ুর বাকি উঠতি সতীর্থদের মতো সুদর্শনেরও পছন্দের তালিকায় ছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। অকপটে যা জানিয়েছেন গুজরাট টাইটান্সের ওপেনার। পাশাপাশি, বর্তমান প্রজন্মের আর পাঁচটা উঠতি ব্যাটারের মতো বিরাট কোহলিও আদর্শের তালিকায়। লকডাউনের সময় সুযোগ পেলেই বিরাটের ব্যাটিংয়ের ভিডিও দেখতেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বিরাট কী বলছেন, তা শুনতেন এবং তার থেকে শেখার চেষ্টা।

আইপিএলের জয়ের পর পছন্দের বিরাটকে অভিনন্দনও জানান। সুদর্শন বলেছেন, ‘ওকে শুভেচ্ছা জানানোর মুহূর্তটা আমার কাছে স্পেশাল। আগেও যখন সুযোগ পেয়েছি কথা বলেছি। বরাবর বিরাট ভাইয়ের ক্রিকেট মানসিকতাকে শ্রদ্ধা করি। কঠিন সময়ে কীভাবে নিজেকে মেলে ধরে জানতে চেয়েছি। কারণ, সবথেকে বড় শিক্ষা দিয়ে যায় কঠিন সময়ই।’

অস্ট্রেলিয়ার দুই প্রাক্তন জাস্টিন ল্যাঙ্গার, মাইক হাসির কথাও সুদর্শনের মুখে। আসলে শেখার সুযোগ, যখন যেভাবে যতটুকু পেয়েছেন রপ্ত করেছেন। সুন্দর, বিরাট, ল্যাঙ্গার, হাসি- আদর্শের তালিকা তাই বেশ লম্বাই। তবে সুদর্শনের ‘হিরো’ একজনই- বাবা আন্তর্জাতিক স্তরের দৌড়বিদ আর ভরদ্বাজ। ১৯৯৩ সালে সাফ গেমসে ১০০ মিটারে অংশগ্রহণ করেন। মা ঊষাও তামিলনাড়ু ভলিবল দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বাড়ির বাইরে অনুপ্রেরণা খোঁজার যে দরকার নেই, বলাই বাহুল্য।

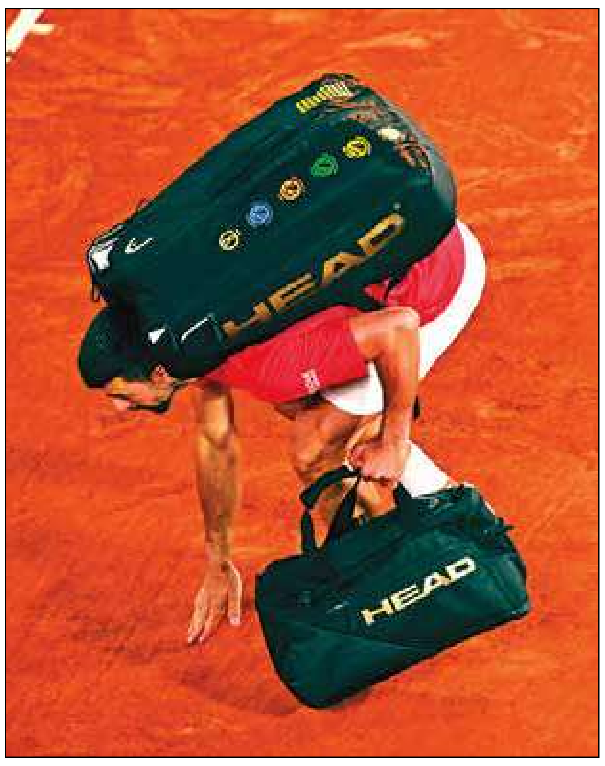

সেমিফাইনালে হেরে ফিলিপ শাঁতিয়ের কোর্টে প্রণাম নোভাক জকোভিচের।

হেরে অবসরের ইঙ্গিত জকোর

আজ ফাইনালে সিনারের সামনে আলকারাজ

প্যারিস, ৭ জুন : এটাই সম্ভবত শেষ ফরাসি ওপেন। বক্তা সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ।

সদ্য জানিক সিনারের কাছে ৬-৪,৭-৫,৭-৬ (৭/৩) ফলে হেরে ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় নিয়েছেন। ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হয়েছে। নিজের সেরা সময় যে অনেক আগেই পিছনে ফেলে এসেছেন, তা ভালোই বুঝতে পারছেন সার্বিয়ান তারকা। তাই হয়তো ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় নেওয়ার পর অবসরের ইঙ্গিত সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচের।

সেমিফাইনালে পরাজিত হওয়ার পর জকোভিচ বলেছেন, ‘এই ম্যাচটা আমার কেরিয়ারে ফরাসি ওপেনের শেষ ম্যাচ হতে পারে। তবে এটা যদি শেষ ম্যাচ হয়, তাহলে বলব পরিবেশটা সত্যি খুব ভালো ছিল। দর্শকরা আমাকে প্রচুর সমর্থন দিয়েছেন।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘আমি আরও খেলতে চাই। কিন্তু ১২ মাস পর এখানে ফিরব কি না, জানি না। এটুকুই বলতে পারি।’

আপাতত উইম্বলডনে মনঃসংযোগ করছেন নোভাক। তিনি বলেছেন, ‘উইম্বলডন আমার পরবর্তী লক্ষ্য। ছোটবেলা থেকে এই প্রতিযোগিতা আমার খুব প্রিয়। উইম্বলডন জেতার জন্য নিজের সেরাটা দিতে চাই।’

রবিবার ফরাসি ওপেনের ফাইনালে দুই তরুণ তুর্কির লড়াই হতে চলেছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া এই বছরও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার। অপর প্রতিপক্ষ সিনার কিন্তু পুরো প্রতিযোগিতায় একটিও সেট না হেরে ফাইনালে উঠেছেন। সুতরাং, এক উপভোগ্য লড়াই দেখার অপেক্ষায় টেনিস দুনিয়া।

ফাইনালে ওঠার পর জানিক সিনার।

কাল সাংবাদিক সম্মেলনে দেবাশিস-সৃঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুন : যাবতীয় নাটকের পরিসমাপ্তি।

সোমবারই সম্ভবত মোহনবাগানের যুযুধান দুই তরফের মিলিত প্যানেল জমা পড়তে চলেছে। তার আগে দেবাশিস দত্ত এবং সৃঞ্জয় বসু একসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন বলে সৃঞ্জয়ের তরফে জানানো হয়েছে। গত দুই-তিন মাস ধরে মোহনবাগানের নির্বাচন ঘিরে চলছিল দুই পক্ষের চাপানউতোর। বা চাপানউতোর না বলে তাকে কুৎসাও বলা যেতে পারে। কিন্তু গত সপ্তাহখানেক ধরেই নাটক পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। সম্ভবত এই রাজ্যের শাসকদলের নেতৃত্বের হস্তক্ষেপেই শেষপর্যন্ত আবার কাছাকাছি দেবাশিস ও সৃঞ্জয়। ৯ জুন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। তার আগেই দুই পক্ষকে এক জায়গায় বসানো হয় বলে জানা গিয়েছে। তারপরই এই ভোল বদল। মিলিতভাবেই প্যানেল জমা পড়তে চলেছে বলে খবর। যা জানাবেন দেবাশিস ও সৃঞ্জয়। এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে তাতে সৃঞ্জয় আবার সচিব পদে বসতে চলেছেন এবং টুটু বসুর জায়গায় নতুন সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা দেবাশিসের। তবে দুই পক্ষেরই অনুগামীরা এই মেলবন্ধনে খুশি নয় বলে অন্দরের খবর।

ক্লাব বিশ্বকাপে নেই রোনাল্ডো

মিউনিখ, ৭ জুন : জল্পনা ছিল পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবেন। কয়েকটি ক্লাবের প্রস্তাব ছিল তাঁর কাছে। কিন্তু সব জল্পনায় জল ঢেলে রোনাল্ডো জানিয়েছেন, ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবেন না। সিআর সেভেন বলেছেন, ‘ক্লাব বিশ্বকাপে আমি খেলছি না। কয়েকটি দল আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি।’

শতরান হাতছাড়া বাটলারের

চেস্টার-লে-স্ট্রিট, ৭ জুন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০ ম্যাচে ২১ রানে জয় পেল ইংল্যান্ড। টসে জিতে ইংল্যান্ড ৬ উইকেটে ১৮৮ রান করে। তাদের বড় রানের কারিগর জস বাটলার। ৫৯ বলে তিনি ৯৬ রান করেন। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন ওপেনার জেমি স্মিথ (২০ বলে ৩৮)। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ উইকেটে ১৬৭ রানে আটকে যায়। বাঁহাতি স্পিনার লিয়াম ডসন ২০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এভিন লুইস সর্বাধিক ৩৯ রান করেন। বড় রান পাননি আন্দ্রে রাসেল (১৫) ও রোমারিও শেফার্ড (১৬)।

শেষ রাউন্ডে ফাবিয়ানো কারুয়ানার কাছে হারের পর ডোম্মারাজু গুকেশ।

গুকেশের হার, চ্যাম্পিয়ন কার্লসেন

অসলো, ৭ জুন : খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। নরওয়ে দাবায় খেতাবের দৌড়েও ফিরেছিলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। তবে শেষ মুহূর্তের একটা ভুলে সব তছনছ। খেতাব ঘরেই রেখে দিলেন ম্যাগনাস কার্লসেন। শুক্রবার নরওয়ে দাবার শেষপর্বে গুকেশের লড়াই ছিল ফাবিয়ানো কারুয়ানার বিরুদ্ধে। সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে শুরু থেকেই কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন মার্কিন দাবাড়ু। শেষ ল্যাপে গুকেশের হাতে সময়ও কম ছিল। সেইসময় তাড়াহুড়োয় ভুল করে বসেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই ম্যাচ জিতে নেন কারুনা। ম্যাচ শেষে হতাশায় ভেঙে পড়েন ডোম্মারাজু। অন্যদিকে অর্জুন এরিগাইসির সঙ্গে ড্র করেও ১৬ পয়েন্ট নিয়ে নরওয়ে দাবায় আরও একবার চ্যাম্পিয়ন হলেন কার্লসেন। গুকেশ শেষ করলেন তিন নম্বরে।

জয়ের পর কার্লসেনের হুংকার, ‘বলতে দ্বিধা নেই, এই মুহূর্তে আমার আশপাশে কেউ নেই। ভবিষ্যতে কেউ আমাকে ছাপিয়ে যেতেই পারে। তবে এখন কাউকে দেখছি না।’ গুকেশ প্রসঙ্গে কার্লসেনের মন্তব্য, ‘গুকেশ ঠিক পথেই এগোচ্ছে। সেটা এই প্রতিযোগিতাতেই প্রমাণ করেছে। তবে ওকে নিয়ে যতটা আশা ছিল ততটা হয়তো পারছে না।’

লামিনে ইয়ামালের জাদুতে বশ মেনেছে ফুটবল।

ইয়ামালের তারুণ্য বনাম বৃদ্ধ রোনাল্ডোর আগ্রাসন

মিউনিখ, ৭ জুন : অভিজ্ঞতা বনাম তারুণ্যের লড়াই।

উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনালকে এই একটি কথাতেই ব্যাখ্যা করা যায়। যেখানে রবিবার ভারতীয় সময় রাতে পর্তুগালের মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন। দুই প্রতিবেশী দেশের এই লড়াই গোটা বিশ্বের কাছে ‘আইবেরিয়ান ডার্বি’ নামেই সমাদৃত।

সেমিফাইনালে ৯ গোলের থ্রিলার ম্যাচে ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে স্পেন। লামিনে ইয়ামাল, নিকো উইলিয়ামসের মতো একঝাঁক তরুণকে নিয়ে স্প্যানিশদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে। বিশেষ করে ১৭ বছরের ইয়ামাল তাঁর পায়ের জাদুতে বিশ্বকে ইতিমধ্যে মুগ্ধ করে রেখেছেন। ফাইনালে তিনিই কিন্তু তুরুপের তাস হতে চলেছেন ‘লা রোহা’-র।

ইউরো কাপ চ্যাম্পিয়নদের মাঝমাঠ স্বর্ণখচিত হলেও আসল দুর্বলতা কিন্তু রক্ষণভাগে। সেমিফাইনালে জিতলেও ৪টি গোল হজম করতে হয়েছিল স্প্যানিশদের। ফাইনালে উলটোদিকে রয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আদতে স্পেন ও নেশনস লিগের মাঝে সবচেয়ে বড় বাধা স্বয়ং সিআর সেভেন। কোচ ফুয়েন্তে অবশ্য বলেছেন, ‘লড়াই করে আমরা ফাইনালে উঠেছি। ছেলেদের সাফল্যের খিদে রয়েছে। আমার বিশ্বাস, ওরা নতুন ইতিহাস গড়বে।’

স্পেনের ভরসা যদি হয় তারুণ্য, তবে পর্তুগালের ভরসা অভিজ্ঞতা। ২৫ বছর পর জার্মানিকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় রয়েছে তারা। তার ওপর গোলের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং সিআর সেভেন। তিনি ছন্দে থাকলে মিউনিখেই স্প্যানিশ আর্মাডার পতন ঘটবে।

এই ম্যাচটাকে এমনিতেই ইয়ামাল বনাম রোনাল্ডোর লড়াই বলা হচ্ছে। কিন্তু সেই মহারণের আগে স্প্যানিশ বিস্ময়বালকের প্রশংসা করে সিআর সেভেন বলেছেন, ‘লামিনে অসাধারণ ফুটবলার। ও নিজের প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। তবে এখনই ওর ওপর কোনও চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়।’

স্পেনের মাঝমাঠকে আটকাতে পর্তুগিজ কোচের বড় ভরসা ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ও ভিটিনহা। তবে স্পেনের মতো পর্তুগিজদেরও দুর্বলতা সেই রক্ষণভাগ। কাজেই ইয়ামাল, উইলিয়ামস, মিকেল ওয়ারজবলদের বিরুদ্ধে লড়াইটা মোটেও সহজ হবে না রোনাল্ডোদের।

নেশনস লিগে আজ ফাইনাল
স্পেন বনাম পর্তুগাল
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
স্থান : মিউনিখ
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

ফাইনালের প্রস্তুতিতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

আজ নিহনের ক্যারাটে শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুন : নিহন সোতোকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাজ্য ওপেন ক্যারাটে রবিবার পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে। ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের টেকনিকাল ডিরেক্টর কালাচাঁদ বিশ্বাস জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতাটিতে ছেলেমেয়েদের বয়স ও ওজন বিভাগ মিলিয়ে ১৮টি ক্যাটেগোরি থাকবে। এজন্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০ প্রতিযোগী আসছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, ক্যারাটে প্রশিক্ষক সেলিম জন সাদিক প্রমুখ।

৫ গোল ভারতের

কলকাতা, ৭ জুন : প্রস্তুতি ম্যাচে ইউনাইটেড কলকাতা এসসি কে ৫-০ গোলে হারাল অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতীয় দল। প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে যায় নৌশাদ মুসার ভারত।

চেনা কোচের জন্যই কঠিন পরীক্ষা ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুন : তাঁর জন্যই যে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছানো গেল না, এমনটা বহু ভারতীয় ফুটবল ভক্তই বিশ্বাস করেন। সেই অ্যাসলে ওয়েস্টউডেই কি ফের আটকে যাবে ভারতের এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনও?

এক সময়ে বেঙ্গালুরু এফসি-কে প্রচুর সাফল্য দিয়েছেন। ২০১৩ থেকে ’১৬- এই তিন বছরে দুইটি আই লিগ খেতাব ছাড়াও সদ্য তৈরি হওয়া দলটাকে তিনি দেশের অন্যতম সেরা দল হিসাবে গড়ে তোলেন। তবে আইএসএলে তেমন সাফল্য নেই এই ইংরেজ কোচের। ২০১৭-’১৮ ফুটবল মরশুমে এটিকে-র স্পোর্টি ডিরেক্টর ও পরে ভারপ্রাপ্ত কোচ হয়ে কোনও সাফল্য দিতে পারেননি। পরে আবার রাউন্ডগ্লাস পাঞ্জাবের দায়িত্ব নেন ২০২০-’২১ মরশুমে। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ। মাঝের সময়টায় তাঁর কাজ করার তেমন খবর না পাওয়া গেলেও ফের তাঁকে দেখা গেল আফগানিস্তানের কোচ হিসেবে গুয়াহাটিতে ভারতের বিপক্ষে আফগানিস্তানের বেঞ্চে। আর সেই ম্যাচ ঘরের মাঠে ড্র করেই স্বপ্নভঙ্গ ইগর স্টিমাকের দলের। আজও বিশেষজ্ঞ থেকে বহু ফুটবল ভক্তের বিশ্বাস, নিজেদের মাঠে যদি ওই ম্যাচ জিততে পারতেন সুনীল ছেত্রীরা, তাহলে সেদিনই এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন ও বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছানো হয়ে যায়। ভারতের ফুটবল ও ফুটবলারদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে যে আশায় মূলত জল ঢালেন অ্যাসলেই। আফগানিস্তান ছেড়ে তিনি এখন হংকংয়ের কোচ এবং কী আশ্চর্য, ফের সেই ভারতের গ্রুপেই পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশ! তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল, বাংলাদেশের বিপক্ষে শিলংয়ে প্রথম ম্যাচ ড্রয়ের পর হংকংকে হারাতে না পারলে ২০২৭ সালে সৌদি আরবে যাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে যাবে ভারতের কাছে।

গত অগাস্টে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ওয়েস্টউডের কোচিংয়ে হংকং দুর্দান্ত উন্নতি করেছে। সম্প্রতি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে বড় ব্যবধানের বদলে ১-৩ গোলে হারকে খুব খারাপ বলা যাবে না। ভারতের মতো হংকংও প্রথম ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ড্র দিয়ে এই বাছাই পর্ব শুরু করেছে। অ্যাসলের বড় সুবিধা তিনি সব ভারতীয় ফুটবলারের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন। সুনীল-সন্দেশ ঝিংগান-রাহুল ভেকেরা একসময়ে তাঁর কোচিংয়ে খেলেছেন। আর তার থেকেও বড় কথা, একটা সময়ে তিনি এদেশের কোচের দায়িত্ব পেতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁকে টপকে কোচ হন স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন, পরবর্তীতে স্টিমাক। তাই ভারতের বিপক্ষে হয়তো বাড়তি চ্যালেঞ্জ নিয়েও দল নামান তিনি। হংকং ম্যাচ যে আদৌ সহজ হবে না, এই কথা মানোলো মার্কুয়েজ থেকে সন্দেশ বারবারই বলছেন। কলকাতাতে বসেই সন্দেশ বলে যান, ‘অ্যাসলে আমাদের জন্য ম্যাচটা অসম্ভব কঠিন করে তুলবে, এটা এখন থেকেই বুঝতে পারছি।’

এখন চেনা কোচের ভাবনার মোকাবিলা কতটা তাঁরা করতে পারেন, তার উপরেই নির্ভর করছে ভারতের এই ম্যাচের সাফল্য।

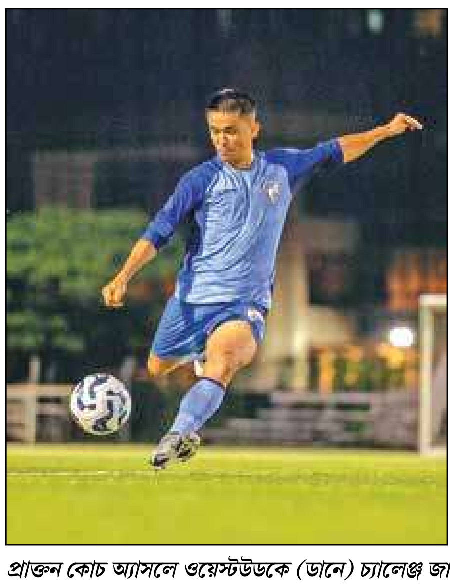

প্রাক্তন কোচ অ্যাসলে ওয়েস্টউডকে (ডানে) চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি হচ্ছেন সুনীল ছেত্রী।

হাল্যান্ডদের দাপটে চূর্ণ ইতালি

অসলো, ৭ জুন : ২০১৮ ও ২০২২ সালে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের বাধা টপকাতে পারেনি ইতালি। এবারেও কি সেই পথে আজুরিরা? না, এখনই সেই কথা বলার সময় আসেনি। তবে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের শুরুতেই নরওয়ের কাছে ৩-০ গোলে হারের ধাক্কায় আরও একবার সেই আশঙ্কার মেঘ দেখা দিয়েছে ইতালি শিবিরে। উলটোদিকে ২৫ বছর পর আজুরিদের বিরুদ্ধে জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন আর্লিং হাল্যান্ড, মার্টিন ওডেগার্ডরা।

শুরু থেকেই দাপট ছিল নরওয়ের। প্রথমার্ধেই একে একে তিন গোল করেন আলেক্সান্ডার সরলোথ, আন্তোনিও নুসা ও হাল্যান্ড। পালটা লড়াইয়ের চেষ্টা করলেও তিন গোল হজমের পর হতোদ্যম হয়ে পড়ে ইতালি। ২০২৬ সালে ৪৮ দলের বিশ্বকাপে ইউরোপ থেকে খেলবে মোট ১৬টি দল। ১২টি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দেশ সরাসরি মূলপর্বে অংশ নেবে। বাকি চার দলকে ছাড়পত্র আদায় করতে হবে প্লে-অফ খেলে। ’২২-এ যে প্লে-অফ থেকেই বিদায় নিয়েছিল ইতালি।

প্রথমবার ফরাসি ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোকো গফ। শনিবার।

রোলাঁ গারোর নতুন রানি গফ

প্যারিস, ৭ জুন : শুক্রবার রাতে জানিক সিনার ফাইনালে ওঠায় ১৯৮৪ সালের পর প্রথমবার ফরাসি ওপেনে পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলসের খেতাবি লড়াইয়ে ক্রমতালিকায় প্রথম দুইয়ে থাকা খেলোয়াড় মুখোমুখি হচ্ছেন। শনিবার ছিল প্রমীলাবাহিনীর পালা। যেখানে শীর্ষবাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে ৬-৭ (৫/৭), ৬-২, ৬-৪ গেমে হারিয়ে কেরিয়ারের প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেন জেতার সঙ্গে অঘটনও ঘটালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গফ। কারণ এবারের টুর্নামেন্টে সাবালেঙ্কা যে ফর্মে ছিলেন তাতে বিশেষজ্ঞরা তাঁকেই সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন ধরেছিলেন। ২০২৩ সালে ইউএস ওপেনের ফাইনালে গফের কাছে হেরেছিলেন সাবালেঙ্কা। এদিন যার প্রতিশোধ নিতে পারলেন না তিনি। বরং ২০২২ সালে রোলাঁ গারোয় খেতাবি লড়াইয়ে ইগা সোয়াতেকের কাছে পরাজয়ের ক্ষতে প্রলেপ লাগালেন গফ।

'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে।' এদিন প্যারিসে বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ফিলিপ শাঁতিয়ের কোর্টে এলোমেলো হাওয়া চলল। তাতেই সমস্যায় পড়লেন সাবালেঙ্কা। অথচ প্রথম সেটে ৪-১ গেমে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এরপর সার্ভিসে ভুল করতে শুরু করলেন সাবালেঙ্কা। যা কাজে লাগিয়ে চারবার সাবালেঙ্কার সার্ভ ব্রেক করেন গফ। ভাঙাগড়ার খেলায় গফকেও চারবার 'ব্রেক' করলেন সাবালেঙ্কা।

টাইব্রেকারে সেট জিতলেও সাবালেঙ্কার মনঃসংযোগে চিড় ধরে। যার প্রমাণ, দ্বিতীয় সেটে স্বভাববিরুদ্ধ ভুল করলেন সাবালেঙ্কা। ফলে ৬-২ গেমে সেট জিতে ম্যাচে ফিরে আসেন গফ। তিনবার সাবালেঙ্কার সার্ভিস ভাঙেন তিনি। তৃতীয় সেটেও দুইজনই পরস্পরের সার্ভিস ব্রেকের খেলায় মাতলেন। কিন্তু গফের আগ্রাসনের সঙ্গে সাবালেঙ্কা পাল্লা দিতে পারেননি। আসলে এদিন বেলারুশের সাবালেঙ্কার অস্ত্রেই তাঁকে বধ করলেন গফ। শেষপর্যন্ত ৬-৪ গেমে সেট জিতে গফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান।

সেরেনা উইলিয়ামসের পর কনিষ্ঠতম হিসেবে ইউএস ওপেন ও ফরাসি ওপেন জিতলেন গফ। ট্রফি হাতে তৃপ্ত ২১ বছরের এই তারকা বলেছেন, 'তিন বছর আগে এখানে ফাইনাল হেরেছিলাম। তারপর খুব খারাপ সময় কাটিয়েছি। আজ এই কোর্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে ভালো লাগছে। সত্যি বলতে, ভাবিনি এবার ট্রফি জিততে পারব। মনে হয়েছিল, নিজেকে ভুল বোঝাচ্ছি। অবশেষে স্বপ্নপূরণ হল।'

গ্রেপ্তারি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ

ইস্তফা কেএসসিএ সচিব, কোষাধ্যক্ষের

বেঙ্গালুরু, ৭ জুন : এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের মর্মান্তিক ঘটনার জের।

নৈতিক কারণে পদত্যাগ করলেন কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার (কেএসসিএ) সচিব ও কোষাধ্যক্ষ। সচিব এ শংকর ও কোষাধ্যক্ষ এএস জয়রাম তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন সংস্থার সভাপতি রঘুরাম ভাটের কাছে। শুক্রবার রাতেই চিঠি লিখে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন কেএসসিএ-র দুই শীর্ষ আধিকারিক।

পদত্যাগপত্রে দুইজনে লিখেছেন, 'মর্মান্তিক ঘটনায় আমাদের ভূমিকা ন্যূনতম। কিন্তু তারপরও ঘটনার নৈতিক দায়বদ্ধতার কারণে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত। গতকাল রাতেই পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।' বেঙ্গালুরু পুলিশের তরফে চিন্নাস্বামী উৎসবের মূল দুই আয়োজক কেএসসিএ এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। যে তালিকায় ছিল পদত্যাগকারী দুই শীর্ষ আধিকারিকের নাম।

গ্রেপ্তারি এড়াতে আদালত থেকে ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনও নিয়েছেন কেএসসিএ-র শীর্ষকর্তারা। এরমধ্যেই জোড়া পদত্যাগের ধাক্কা। গ্রেপ্তারি অবশ্য এড়াতে পারেননি আরসিবি-র মার্কেটিং বিভাগের

> মর্মান্তিক ঘটনায় আমাদের ভূমিকা ন্যূনতম। কিন্তু তারপরও ঘটনার নৈতিক দায়বদ্ধতার কারণে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত। গতকাল রাতেই পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।
>
> **এ শংকর**
> *সচিব, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা*

প্রধান নিখিল সোসালে। মাঝরাতে গ্রেপ্তার করা হয় নিখিলকে। যা নিয়ে সিদ্দারামাইয়া সরকারকে নিশানা করেছেন নিখিল। দাবি, যেভাবে মাঝরাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা আর্টিকল ১৯ অনুযায়ী তাঁর সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশেই এই কাজ করেছে প্রশাসন। যথাযথ তদন্ত ব্যতিরেকেই গ্রেপ্তার। পুলিশের পুরো প্রক্রিয়াটিই বেআইনি।

কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থারও অভিযোগ, ঘটনার পর রাজ্য সরকারের নির্দেশে অতিসক্রিয়তা দেখাচ্ছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। দুর্ঘটনায় তাদের কোনও হাত নেই। অতিরিক্ত ভিড়ের কারণেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। অথচ, ভিড় সামলানোর দায়িত্ব কোনওভাবেই ক্রিকেট সংস্থার নয়। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা, স্থানীয় পুলিশের দায়িত্ব। যদিও পুলিশ ক্রিকেটকর্তাদের বলির পাঁঠা করতে উঠেপড়ে লেগেছে। বিরাট কোহলিকে নিয়েও টানাপোড়েন চলছে। গতকাল স্থানীয় এক সমাজকর্মী বিরাটের বিরুদ্ধে থানায় রিপোর্ট দায়ের করেছেন। যে রিপোর্টের ভিত্তিতে বেঙ্গালুরু পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, তা সময়ই বলবে। অবশ্য বিরাট এই মুহূর্তে ভারত ছেড়ে ইংল্যান্ডে। এদিন সমাজমাধ্যমে স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে লন্ডনের বিখ্যাত 'টেনড্রিল' রেস্তোরাঁয় সময় কাটানোর বেশ কিছু ছবিও পোস্ট করেছেন।

চ্যাম্পিয়ন প্রতীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুন : কলকাতার ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত কল্যাণ-জয়ন্ত ট্রফি স্টেজ থ্রি টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রতীতি পাল। ফাইনালে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির প্রতীতি ৩-০ গেমে জিতেছে উত্তর ২৪ পরগনার অঙ্কলিকা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে।

শিলিগুড়ির কোচ বরুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তঃ জেলা একদিবসীয় ক্রিকেটের জন্য শিলিগুড়ি দল গঠিত হয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী ঘোষিত দল- আকাশ তরফদার, প্রবীণ ছেত্রী, তুফান রায়, গৌরব মুন্ডা, শুভঙ্কর পুরোকায়স্থ, সাগ্নিক দত্তমজুমদার, হৃষীকেশ সরকার, নীতীশ কুমার, রবিন চৌধুরী, সজন রাউথ, সঞ্জয় রায়, নরদেব বর্মন, আদিত্যপ্রসাদ সোনার, দর্শ আগরওয়াল ও আনিস শর্মা। কোচের দায়িত্বে বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যানেজার আলোক বর্মন। মঙ্গলবার হুগলিতে ঘরোয়া দলের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ির প্রথম খেলা পড়েছে।

পালটা জবাব দিচ্ছে ইংল্যান্ড লায়ন্স

ভারত 'এ'-৩৪৮
ইংল্যান্ড লায়ন্স-১৯২/৩
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

নর্দাম্পটন, ৭ জুন : প্রথম দিনটা ছিল ভারতীয় 'এ' দলের ব্যাটারদের। বিশেষত লোকেশ রাহুলের। ইংল্যান্ড সফরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে শতরান করেন। দ্বিতীয় দিনে অবশ্য ইংল্যান্ড 'লায়ন্স' যার পালটা জবাব দিচ্ছে। গতকালের ৩১৯/৭ স্কোর থেকে খেলতে নেমে শনিবার 'এ' দলের ইনিংস খুব বেশি এগোয়নি। আর ২৯ রান যোগ করে ৩৪৮ রানে অলআউট হয়ে যায়।

এদিনের শেষ তিন উইকেটের পিছনেই প্রথম টেস্টের ইংল্যান্ড দলে থাকা পেস বোলার জোশ টাঙ্গ। অপরাজিত দুই ব্যাটার তনুষ কোটিয়ান (১৫) ও অংশুল কম্বোজকে (২) আউট করেন। গতকাল উইকেটহীন ছিলেন। আজ জোড়া শিকার। তুষার দেশপান্ডের (১১) রানআউটের পিছনেও টাঙ্গ। ক্রিস ওকস তিনটি এবং জর্জ হিল দুইটি উইকেট নেন।

ভারতীয় দলের পক্ষে সর্বাধিক ১১৬ করেছিলেন লোকেশ রাহুল। রান পান করুণ নায়ার (৪০), ধ্রুব জুরেলও (৫২)। জবাবে খেলতে নেমে পালটা দিচ্ছে ইংল্যান্ড লায়ন্স। ওপেনার বেন ম্যাকিনিকে (১২) ফিরিয়ে ভালো শুরু করেছিলেন অংশুল কম্বোজ। তবে টম হেইনস (৫৪), এমিলিও গে-র (৭১) জোড়া হাফ সেঞ্চুরি ধাক্কা সামলে দেয়। জুটি ভাঙেন তুষার। ফেরান হেইনসকে।

টেস্ট দলে থাকা শার্দূল ঠাকুর অবশ্য মেঘলা ও বৃষ্টিবিঘ্নিত আবহাওয়ার সুবিধা নিতে চান। দ্বিতীয় দিনের অন্তিম সেশনে ইংল্যান্ড লায়ন্সের পৌঁছায় ১৯২/৩ স্কোরে। এরপরই আলোর অভাবে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ক্রিজে জর্ডন কক্স (৩১) ও জেমস রিউ (০)।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

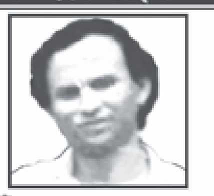

দুলাল দত্ত
তোমার আকস্মিক মহাপ্রয়াণের ৩৩ তম বর্ষের সমাপনান্তে জানাই অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি। তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।
বোন ও জামাইবাবু :
মৌমিতা কর্মকার
প্রদীপ কর্মকার

বড় জয় কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ৫-১ গোলে চূর্ণ করেছে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটকে (এনআরআই)। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বিভাস সাওয়ারিয়া জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য তিনটি গোল প্রাণেশ প্রধান, আমির লামা ও আয়ুষ ছেত্রীর। এনআরআই-এর গোলস্কোরার মায়াঙ্ক মিনজ। ম্যাচের সেরা হয়ে কিশোরের করণ মুন্ডা পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

ম্যাচের সেরা করণ মুন্ডা।

শুক্রবার রবীন্দ্র সংঘ ২-১ গোলে হারিয়েছে অগ্রগামী সংঘকে। ম্যাচের সেরা নাথানাইল চিলাং জোড়া গোল পেয়েছেন। অগ্রগামীর গোলটি নিপুল বর্মনের। রবিবার গ্রুপ 'এ'-তে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ নরেন্দ্রনাথ ক্লাবের সঙ্গে।

আইনজীবী হয়ে নিজেকে স্বনির্ভর ও প্রতিষ্ঠিত করে তুলুন।
এবার আসছি আমরা কোচবিহারে
LL.B (3yrs)
যে কোন বয়সে
যোগ্যতা :- যে কোন (Govt./ Open/Private) University-র গ্র্যাজুয়েট/মাস্টার ডিগ্রি
LL.B (5 Yrs.), LL.M
ল'পয়েন্ট
9830132343
6290760935
স্থানঃ- কেরিয়ার ফেয়ার

SBI ভারতীয় স্টেট ব্যাংক
এম.আর. রোড শাখা
মন্টু রাম রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৫
জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা আমাদের সকল সম্মানিত গ্রাহকদের জানানো হচ্ছে যে, ভারতীয় স্টেট ব্যাংক, এম.আর. রোড শাখা, আগামী ১৬.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে :
ভারতীয় স্টেট ব্যাংক, এম.আর রোড শাখা, রাধা বাজার, শিলিগুড়ি থানার বিপরীতে, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৫, জেলা ঃ দার্জিলিং।
শাখা প্রবন্ধক
ভারতীয় স্টেট ব্যাংক
এম.আর. রোড শাখা

APAI-WB Pre Counselling & Education Fair 2025
A one stop solution for shaping your career beyond 10th Std., 12th Std. & graduation.

Build your career in Bengal - a secure foundation for your dreams.
Organised by: APAI www.apaiwb.com ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ACADEMIC INSTITUTIONS WEST BENGAL
ENTRY FREE
Date : June 9, 2025 (Monday)
Time : 11:00 AM to 6:00 PM
Venue : Courtyard by Marriott, Mallaguri, H.C. Road, Siliguri.
Discover unparalleled opportunities to engage directly with leading self-financed institutions of West Bengal, offering diverse courses in Engineering/Technology (CSE, AIML, Data Science, Cyber Security, IoT, etc.), Pharmacy, and Architecture, paving the way to completing degrees such as B.Tech, B.Pharm, B.Arch., M.Tech, MCA, MBA, BCA, BBA, BHM, and securing your dream job on a global scale.
ADDITIONAL PROGRAM: BBA / BCA / BHM / B.HMCT / MCA MBA / DIPLOMA / B.SC. MEDIA SC. & Hospitality etc.
All courses are approved by AICTE, New Delhi & affiliated to Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal. Most of the colleges are also accredited to NAAC & NBA

These institutions provide a platform to develop skills aligned with cutting-edge technologies that are highly sought after in today's industries. Additionally, a diverse range of applied courses in fields such as management, hospitality, commerce, and accounting are available.
Member colleges of APAI-WB account for 85% of engineering and pharmacy seat intakes under WBJEEB. Take advantage of Bengal's affordable tuition fees, complemented by various scholarships, concessions, and government-supported credit facilities offered at minimal interest rates.
Member colleges of APAI-WB have been contributing to national progress by facilitating thousands of student placements in leading multinational corporations worldwide as well as in esteemed domestic industries for over two decades.

Participating APAI Member Colleges:
Abacus Institute of Engineering & Management (JV), Mogra, Hooghly
Academy of Technology, Hooghly
Asansol Engineering College (JV), Asansol
B.P. Poddar Institute of Management & Technology, Kolkata
Bankura Unnayani Institute of Engineering, Bankura
BCDA College of Pharmacy & Technology, Barasat
BCDA College of Pharmacy & Technology, Madhyamgram
Bengal School of Technology, (A College of Pharmacy) Chinsurah
Budge Budge Institute of Technology, Budge Budge
Bengal College of Pharmaceutical Science & Research, Durgapur
Bengal College of Engineering and Technology, Durgapur
Bharat Technology, Uluberia, Howrah
Calcutta Institute of Technology, Uluberia, Howrah
Calcutta Institute of Pharmaceutical & Allied Health Science, Uluberia, Howrah
Calcutta Institute of Engineering and Management, Kolkata
Calcutta Institute of Science & Management, Kolkata
College of Engineering & Management, Kolaghat
Dr. B.C. Roy Engineering College, Durgapur
Dr. B.C. Roy College of Pharmacy & Allied Health Sciences, Durgapur
Dream Institute of Technology, Kolkata
Elitte College of Engineering
Future Institute of Engineering & Management, Kolkata
Future Institute of Technology, Kolkata
Gargi Memorial Institute of Technology, Kolkata
George College, Kolkata
Global Institute of Management and Technology, Krishnanagar
Gupta College of Technological Sciences, Asansol
Haldia Institute of Technology, Haldia
Heritage Institute of Technology, Kolkata
Hooghly Engineering & Technology College, Hooghly
Ideal Institute of Engineering, Kalyani
Institute of Engineering & Management under School of University of Engineering & Management, Kolkata
JIS Group Educational Initiatives
Dr. Sudhir Chandra Sur Degree Engineering College, Kolkata
Guru Nanak Institute of Technology, Kolkata
Greater Kolkata College of Engineering & Management (JV), Baruipur
Guru Nanak Institute of Technology, Kolkata
Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science & Technology, Kolkata
JIS College of Engineering, Kalyani
Narula Institute of Technology, Kolkata
JLD Engineering and Management College, Baruipur
Mallabhum Institute of Technology, Bishnupur, Bankura
MCKV Institute of Engineering, Liluah, Howrah
NSHM Knowledge Campus, Kolkata
NSHM Knowledge Campus, Durgapur
Omdayal Group of Institutions
OmDayal College of Architecture, Uluberia, Howrah
OmDayal College of Engineering, Uluberia, Howrah
Pailan College of Management & Technology, Kolkata
Sanaka Educational Trust's Group of Institutions
Seacom Engineering College, Howrah
Supreme Knowledge Foundation Group of Institutions, Mankundu, Chandannagar
St. Thomas College of Engineering & Technology, Kolkata
Swami Vivekananda Group of Institutes
Regent Education & Research Foundation Group of Institutions, Barrackpore
Swami Vivekananda Institute of Science & Technology, Sonarpur
Techno India Group
Meghnad Saha Institute of Technology, Kolkata
Netaji Subhas Engineering College, Garia, Kolkata
Siliguri Institute of Technology, Siliguri
Techno Bengal Institute of Technology, Kolkata
Techno College, Hooghly
Techno Institute of Engineering & Management, Banipur
Techno International New Town, Kolkata
Techno International Batanagar
Techno Main Salt Lake
Techno Polytechnic Durgapur
Colleges with Modern Campus Futuristic Facilities and Experienced Faculties
Producer of Skilled and Quality Manpower to Different Parts of the Country and World
Attractive Placement across all Growing Sectors
-: In assistance with :-
Higher Education Dept., Govt. of West Bengal
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal
West Bengal Joint Entrance Examination Board
ASSOCIATE SPONSORS:
JIS GROUP · TECHNO INDIA GROUP · SNU SISTER NIVEDITA UNIVERSITY · DR. B.C. ROY SOCIETY · HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY · ADAMAS UNIVERSITY · BRAINWARE UNIVERSITY · IEM · MCKV · SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY · OmDayal Group of Institutions · PAILAN GROUP OF INSTITUTIONS
Event Managed by
CP Career Planner edu fair